নাগবংশের ইতিবৃত্ত

ও

সেরপুর টাউনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।



শ্রীবিজয়চন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক

সংগৃহীত, সম্পাদিত ও

প্রকাশিত।

সেরপুর টাউন

জেলা ময়মনসিংহ

১৩৩৬ সন

[মূল্য ৸৹ আনা, বাইণ্ডিং ১৲ টাকা

উৎসর্গ

প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক পিতৃপিতামহ পূর্ব্বপুরুষগণের
পবিত্র নাম স্মরণে তাঁহাদের অকৃতী সন্তান
কর্ত্তৃক এই ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত গভীর ভক্তি
সহকারে উৎসর্গীকৃত ও
অর্পিত হইল।

অবতারণা

আমাদের এই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ দেশে অধিকাংশ লোকই ৫০।৫৫ বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। আর যাহারা বাঁচে, তাহারা ক্ষয় জীর্ণ দেহ মন লইয়া আরও কিছুকাল জীবনের বোঝা বহিয়া যায়, না হয় অবশিষ্ট দিনগুলি নানাবিধ ব্রত ও পূজার্চ্চনায় কাটাইয়া দেয়। এক কথায় পঞ্চাশের পর বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন atavism এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই, যখন দেখি আমাদের গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়সেও কেবলমাত্র যে intellectual atavism এর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তা নয়, এই বয়সেও বহু পুস্তক এবং অসংখ্য কাগজপত্র ঘাঁটিয়া তাঁহার জন্মস্থানের একটি অতি উপাদেয় এবং নানা তত্ত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন ; তখন বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের উপর শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠে।

নাগমহাশয় সেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ নাগবংশের গৌরবস্থল। বাল্যকাল হইতেই তিনি আমার সুপরিচিত, হিতৈষী এবং মুরুব্বিস্থানীয়। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি, কর্ম্মজীবনে সফলতা, লোক চরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যপরিচালনার দক্ষতা দেখিয়া আমি বহুবার অনেকের নিকট বলিয়াছি, উক্ত নাগমহাশয়ের কর্ম্মজীবন যদি সেরপুরে আবদ্ধ না থাকিয়া আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রের সহিত জড়িত থাকিত তাহা হইলে তিনি আজ বঙ্গদেশে সুপরিচিত হইতে পারিতেন।

অবতারণা

বঙ্গের এক নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র পল্লীর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। কাজেই ইহা কখনও best seller হইবে না, বা ইহার পাঠক সংখ্যা সমগ্র দেশব্যাপীও হইবে না। কিন্তু তাহা বলিয়া এইরূপ পুস্তকের উপকারিতা মোটেই কম নয়। নাগমহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি আজ বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীর এইরূপ এক একটি ইতিহাস রচিত হয়, তবে যে সাহিত্য এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ (mass of statistics) ফুটিয়া উঠিবে তাহা যে আমাদের জাতীয় জীবনেতিহাসের বহু লুপ্ত বা অর্দ্ধলুপ্ত অধ্যায় উদ্ধার করিয়া উহাকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া তুলিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। উহা পাঠ করিয়া আমার মনে যাহা আসিয়াছে, তাহাই উপরি উক্ত কয়েক ছত্রে বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। ইহাতে অতিশয়োক্তির কোন প্রশ্রয় দেই নাই। নাগমহাশয় সুস্থ দেহে আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহার স্বগ্রামস্থ-স্থলবর্ত্তিগণকে তাঁহার সফলতামণ্ডিত দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা দান করিতে থাকুন, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

কিশোরী-ভবন
সেরপুর টাউন।
১লা ভাদ্র, ১৩৩৬ সন।



শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী
বি-এ, বি-এস্‌সি

আত্মনিবেদন

বংশগত ইতিবৃত্ত রক্ষাকরাই বংশের গৌরব ও নিদর্শন। বংশগত ইতিহাস জানা না থাকিলে কেহই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে বা আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপায় করিতে পারে না। সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করা পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ও সুকৃতির ফল। দশসংস্কার অর্থাৎ পুত্রকন্যার বিবাহ উৎসবে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া প্রভৃতিতে পিতৃ পিতামহের নাম যেমন জানা থাকা একদিকে আবশ্যক, অপর পক্ষে গৌরবান্বিত কোন সম্ভ্রান্ত বংশ হইতে সমুদ্ভূত তাহা রাজসম্মানলাভকালে, বংশের ধারানির্দ্ধারণ ও কুল-পরিচয় এবং সামাজিকতায় অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। নাগবংশ এক কালে মগধে রাজত্ব করিয়া কতক স্বস্থানে ও মধ্যপ্রদেশে এবং অবনতির অবস্থায় কতক বঙ্গে এবং কালক্রমে বঙ্গ হইতে পুনঃ বঙ্গের বাহিরে ভারতের সর্ব্বত্র বিষয়কার্য্য উপলক্ষে পুরুষানুক্রমে বসতি করিয়া সেই স্থানের উপনিবেশী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। নাগবংশের পূর্ব্বগৌরব ও কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া কৃতী সন্তানগণ আত্মবংশের গৌরব রক্ষা করিতে যত্নবান হইলে অভিলাষ পূর্ণ ও শ্রম সার্থক হইবে।

জন্ম আমার নাগবংশে। কর্ম্মক্ষেত্র সেরপুর। যে বংশে ও স্থানে আমার জন্ম তাহার বিবরণ জানিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক কৌতুহলের ও ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনব্যাপী বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া রুগ্নতা ও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অবসর সময়ে জীবনাবসানকালে আমি এই বংশপরিচয় সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিলাম। খ্রীষ্টজন্মের

আত্মনিবেদন

পূর্ব্ব হইতে হিন্দু রাজত্বের সহিত ও পরবর্ত্তী পাঠান, মোগল ও ইংরাজ রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত নাগবংশের ইতিবৃত্ত জড়িত। সুতরাং ঐতিহাসিক কালাবলী ও তত্ত্ব এই ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে এবং বংশবিবরণ ব্যতীত স্থানীয় ইতিবৃত্ত যাহা অপ্রকাশিত আছে এবং ভুল কিম্বা অস্পষ্ট ভাবে অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও এই ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে। ভরসা করি ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভুল, ভ্রান্তি থাকা অনিবার্য্য। কেহ উহা কৃপা করিয়া জানাইলে কৃতার্থ হইব।

স্থানীয় জমিদার, সাহিত্যিক ও Biologist শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী B. A. B. Sc মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া "অবতারণা" লিখিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় এই পুস্তকের প্রুফ দেখা প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কার্য্য নির্ভুল, সুন্দর ও মনোরম করিয়া সম্পন্ন করিয়া দেওয়ায় তিনি আমার চির আন্তরিক ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

বিজয়-ধাম
সেরপুর টাউন
শারদীয়া-বিজয়া
১৩৩৬ সন



বিনীত নিবেদক
শ্রীবিজয়চন্দ্র নাগ

ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ

নাগবংশের ইতিবৃত্ত



প্রাচীনকালে বিহারের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগ ব্যাপিয়া মগধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান পাটনা ও গয়ার সমগ্র স্থান উহার অন্তর্ভুক্ত। ৬৩৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব সম্রাট শিশুনাগ বা ১
শেষনাগ এই মগধসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি কাশীতে অর্থাৎ বেনারসে রাজত্ব করিতেন। শিশুনাগ এই নাগবংশের আদি পুরুষ এবং তাঁহার সময় হইতেই নাগবংশের ইতিবৃত্ত আরম্ভ হইয়াছে। তৎপুত্র কাকবর্ণ খ্রীঃ পূঃ ৬১২ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫৮৬ পর্য্যন্ত ২৬ বৎসর কাল এবং পৌত্র ক্ষেমাধর্ম্মন খ্রীঃ পূঃ ৫৮৭ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫৬১ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর কাল এবং প্রপৌত্র ক্ষত্রৌযাস খ্রীঃ পূঃ ৫৬২ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫৩৭ পর্য্যন্ত ২৬ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তৎপর শিশুনাগের বৃদ্ধ প্রপৌত্র স্বনামখ্যাত বিম্বিসার ৫৩৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে সিংহাসনারোহণ করিয়া গয়ার নিকটে রাজগৃহ বা বর্ত্তমান রাজগীরে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার অপর নাম শ্রীনিকা। ইনি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহার শাসন সময়ে অঙ্গদেশ মগধের রাজ্যভুক্ত

হয়। বর্ত্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের তৎকালে অঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৩৭ হইতে ৪৮৪ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। সুতরাং ইনি জৈনধর্ম্মের প্রচারক মহাবীর ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক উহা সত্য নহে। তিনি পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞোপলক্ষে কালীমাতার পূজাতে লক্ষ ছাগশিশু বলিদিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেই সময় বুদ্ধদেব উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই নৃশংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া
২ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করেন। রাজা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যে বলিহীন পূজার ঘোষণা করিয়া দেন। শাক্যসিংহের নিকট তিনি যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের উক্তি—

"নৃপতি বিম্বিসার,
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ নখ কণা তাঁর ॥

অতঃপর ইহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথিতনামা অজাতশত্রু বা কানিকা ইহার পুত্র। ইনি অতিশয় প্রতাপশালী এবং পিতার ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পাটলীপুত্র নগরে (বর্ত্তমান পাটনায়) তাঁহার রাজধানী ছিল। সেখানে তিনি দুর্গনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি কোশলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সন্ধি করেন।

ইহার কিছুদিন পরে বৈশালি রাজের বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বৈশালি মগধ রাজ্য ভুক্ত করেন। ইহার রাজত্ব সময় মহাবীর ও বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক অথবা দর্শক খ্রীঃ পূঃ ৪৫৩ হইতে ৪৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। (১) অজাত শত্রুর পৌত্র উদাসীন বা উদয়াস্ত খ্রীঃ পূঃ ৪৩২ হইতে ৪১০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় পাটলীপুত্র, অতিশয় শ্রীসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। উহা পাটলীপুত্র, কুসুমপুর অথবা পুষ্পপুর বলিয়া অভিহিত হইত। উদয়াস্তর পুত্র নন্দীবর্দ্ধন খ্রীঃ পূঃ ৪১১ হইতে ৩৮৯ খ্রীঃ ৩
পূঃ পর্য্যন্ত ২২ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। নন্দীবর্দ্ধনের পরলোক গমনের পর তৎপুত্র মহানন্দিন খ্রীঃ পূঃ ৩৯০ হইতে ৩৭০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কর্কোটক নাগ এবং ঐ মহানন্দিনের ঔরসে এক শূদ্রানীর গর্ভে নন্দের জন্ম হয়। নন্দের অপর নাম মহাপদ্ম নন্দ। এই মহাপদ্মই তৎপিতা মহানন্দিনকে সিংহাসন চ্যুত করিয়াছিলেন। শিশুনাগ-বংশ এই মহানন্দিনের সময় মগধ হইতে বিতাড়িত হয়। ক্ষত্রিয় নাগবংশের পরবর্ত্তী শূদ্রবংশীয় নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশ প্রভৃতি ও তৎপরে কায়স্থবংশীয় শূর, পাল, ভোজ, সেন এবং আরও দশবংশের রাজগণ মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে দুই

(১) ইহার সম্বন্ধে ভাসের স্বপ্ন বাসবদত্তাতে উল্লেখ আছে

সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। (১) নাগবংশ মগধে প্রায় তিন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। (২)

মহানন্দিনের পুত্র ক্ষত্রিয় কর্কোটক নাগ রাজর্ষি ছিলেন। আজ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোক

(১) শিশুনাগবংশের ও তৎপরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের রাজত্বের সময়কাল শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে, বিষ্ণু ও মৎস্য পুরাণে সামান্য সামান্য অনৈক্য ভাবে বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুলফজল তাঁহার প্রসিদ্ধ আইন আকবরি নামক
৪ ইতিহাসে উল্লিখিত নাগ ও পরবর্ত্তী রাজাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাগণের রাজত্ব কালের সময় অল্পবিস্তর অনৈক্য ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২) নাগবংশের রাজত্বের কালাবলী অবসর প্রাপ্ত (ভারপ্রাপ্ত কমিশনার) ও বরদার প্রধানমন্ত্রী স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের "A History of civilisation in ancient India এবং অবসর প্রাপ্ত Civilion V. A. Smith C. I. E. M, A., M. R. A. S প্রণীত Ancient and Hindu India যাহা অবসর প্রাপ্ত Civilion S. M. Edwardes C. S. I. & C. V. O. কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পুনঃ মুদ্রিত। উভয় পুস্তকে কালাবলীর ন্যূনাধিক অনৈক্য আছে। প্রথমোক্ত ইতিহাস অবলম্বনে কালাবলী লিখিত হইল।

প্রাতরুত্থানের সময় অন্যান্য রাজর্ষির ন্যায় তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন।

"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষে কীর্ত্তিনং কলিনাশনং"॥

এই নাগবংশ সর্ব্ববর্ণের নিকট পূজ্য ও সম্মানিত ছিল। ক্ষত্রিয় মাত্রই মহাপুরুষ চিত্রগুপ্তের বংশধর। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্ব বর্ণ নির্ব্বিশেষে আজপর্য্যন্ত প্রত্যেকে "যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। কাশীদাস এই নাগবংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

সুশাসনে বসুমতি　　ভোগ কৈল কত পতি
চিরদিন সমান না যায়।
কর্কোট নাগের ধারা　　হৈয়া নিজ রাজ্যহারা
হিমালয় করিল আশ্রয়॥
সৌপায়ন ঋষি স্থানে　　সমাদর পুণ্যধামে
তেঁহ সৌপায়ন গোত্র সার।
সৌপায়ন আঙ্গিরস　　বার্হস্পত্য অপসার
নৈয়ধ্রুব প্রবর পঞ্চতার॥
তাঁদের ছিল এক জ্ঞাতি　　অশ্বপতি মহামতি
সমাদরে কাশ্মীর নৃপতি।
বিধিলিপি সুপ্রসন্ন　　কাশ্মীরে হইলা ধন্য
রাজ্যলাভ ঐশ্বর্য্য সম্প্রীতি॥

কর্কোটকনাগের পুত্র কীর্ত্তিনাগ। প্রপৌত্র মণিনাগ নেপালে

বাড়ী করিয়া সেইস্থানে বাস করেন। তদ্‌ভ্রাতা ফণীনাগ এদেশেই রহিয়া গেলেন। ফণীনাগের প্রপৌত্র রাজা জয়ধর অতিশয় কীর্ত্তিমান ছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপৌত্রদ্বয় হেরুক ও বাসুকী কোটীদেশ অর্থাৎ বানকোট জয় করিয়া হেরুক বানকোট রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। বাসুকী কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া তথায় রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। বানরাজ পশুপতি নাগের পৌত্র শঙ্কর নাগ কুবেচেতে (বর্ত্তমান কুচবিহারে) রাজা ছিলেন। ইহাদের জ্ঞাতি অশ্বপতি নাগকে কাশ্মীরের মহারাজা সম্পাত্ত্যাদি দিয়া কাশ্মীরে স্থাপিত করেন। তথায় এখনও অশ্বপতির ধারা
৬ অধীন ক্ষুদ্ররাজা স্বরূপে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন।

মাধবশূরের পুত্র গৌড়েশ্বর মহারাজা ক্ষত্রিয় আদিশূর সমস্ত বঙ্গের ও উত্তর বিহারের অধিপতি ছিলেন। তাহার অপর অপর নাম বীরসেন, সুরসেন ও জয়ন্তসেন। যখন বারেন্দ্রের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহার রাজধানী ছিল তখন কায়স্থ রাজা জয়াদিত্যকে ইনি কন্যাদান করেন। (১) জামাতা জয়াদিত্যের সাহায্যে অথবা নিজ বাহুবলে তিনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। শূরবংশীয়গণ মধ্যে মহারাজা জয়ন্তই প্রথমতঃ আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হইয়া আদিশূর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি রাঢ় (বর্দ্ধমান বিভাগ), বারেন্দ্র (রাজ-

(১) আইন আকবরীর গ্রন্থকার মহারাজ জয়ন্তকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সাহী ও কুচবিহার বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) বাগড়ী (প্রেসিডেন্সী বিভাগ), মিথিলা (উত্তর বিহার), এই ভাবে বঙ্গদেশকে ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পুত্রেষ্ঠী যাগোপলক্ষে পশ্চিমদেশ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ৫ জন ও ক্ষত্রিয় কায়স্থ ৫ জন এই দশজন দ্বিজকে আনাইয়াছিলেন। দশজন দ্বিজ যে আসিয়াছিলেন ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

বঙ্গেশ্বরো মহারাজো পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থেঃ প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥

কবি ভট্টশালী বাহনকৃত।

তদানীন্তনকালে এতদ্দেশে অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কান্যকুব্জ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল না। তজ্জন্যই মহারাজ আদিশূরের কোলঞ্চ হইতে যজ্ঞার্থে দ্বিজগণকে আনিবার আবশ্যক হইয়াছিল।

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণা পঞ্চ তথা কায়স্থ পঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলঞ্চ সঙ্গকাৎ॥

ধ্রুবানন্দ

"রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম॥
আদর করিয়া আনে ঋষি পঞ্চ জন।
সেই সঙ্গে পঞ্চ গোত্র করিল গমন"॥

শ্যামদাসী ডাক

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা" ॥

এখন কথা হইতেছে এই যে আগন্তুক দশব্যক্তি সম্মানাদিতে সমকক্ষ, অথবা পরস্পরের মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। তাঁহারা যে ভাবে আসিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্যতা ছিল না। সকলেই সম্মানি ও সমশ্রেণীর লোক। আদিশূরের উত্তরপুরুষ বল্লালের সময় হইতেই এই ক্ষত্রিয় পঞ্চ কায়স্থকে ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন প্রদত্ত হইয়াছে।

৮ গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়াঃ।
গজে দত্ত কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ ॥

বিপ্রগণ গোযানে, ঘোষ, বসু, মিত্র ত্রয় অশ্বে, দত্ত, গজে এবং গুহ নরযানে অর্থাৎ পাল্কীতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সকলে পরস্পর সমশ্রেণীভুক্ত। পঞ্চ ক্ষত্রিয় কায়স্থের বেশ ভূষাতেও তাহারা যে ক্ষত্রিয় ও রাজপুরুষ এ সম্বন্ধে ভিন্নমত হইবার কোনই কারণ থাকে না।

অসি কবচ ধনুংসি প্রাদধন্তঃ করেভেঃ।
প্রবল তুরগরূঢ়া অস্ত্র শস্ত্রৌ যবন্তঃ ॥
নহি ধরণি সুরাণাং কিঞ্চিতাসাঙ্গ চিহ্নং।
কিমিতি কিমিতি কৃত্বা গচ্ছদন্তঃ পুরং সঃ ॥

দেবীবর

পঞ্চ ক্ষত্রিয় কায়স্থের এই প্রকার যোদ্ধ ও বীরবেশ দেখিয়া

মহারাজা আদিশূর প্রথমে অত্যন্ত ভয়ে ইহা কি ইহা কি বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে অবস্থা অবগত হইয়া ইহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিলেন।

নয়শত চৌরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মান পূর্ব্বক ভূপ রাখিলা দশজনে॥

দ্বিজ বাচস্পতি।

যজ্ঞার্থে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণ এই পঞ্চ গোত্রের সংখ্যা ও গোত্রের নাম নিয়া রাঢ় বারেন্দ্র ঘটকদের মধ্যে ৯
কোন প্রকার মত ভেদ নাই।

	শাণ্ডিল্য-গোত্র	কাশ্যপ-গোত্র	বাৎস্য-গোত্র	ভরদ্বজ গোত্র	সাবর্ণ-গোত্র
বাচস্পতিমিশ্রঃ—	ভট্টনারায়ণ	দক্ষ	ছান্দড়	শ্রীহর্ষ	বেদগর্ভ
দেবীবর ঘটক :—	ক্ষিতীশ	সুধানিধি	বীতরাগ	তিথিমেধা	সৌভরি

বারেন্দ্র কুলজ্ঞদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত হইলেও সাধারণতঃ কুলজ্ঞেরা ইহাই বলেন :—

নারায়ণ সুষেণ ধরাধর গৌতম পরাশর

গৌড়ে ব্রাহ্মণ

সমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের নামের গোলযোগ এই সুদীর্ঘকাল পরে সামঞ্জস্য ও মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নয়। আদিশূরের সময় নির্ণয় লইয়াও বহু মতভেদ আছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

বারিধি নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ আদিশূরের অভ্যুদয়-এবং ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়, মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র, বিরাটগুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত এই পঞ্চব্যক্তি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-গণের বীজপুরুষ আদিশূরের সময় সমাগত হন নাই বলিয়া লিখিয়াছেন, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ পূর্ব্ব হইতেই এস্থানে, উত্তর রাঢ়ে ও দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিতেন, ইহাই তাঁহার অভিমত। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মতও সমর্থন করিয়াছেন। মকরন্দ ঘোষের পিতামহ সোম ঘোষকে মহারাজা আদিত্যশূর বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ সোমপুত্র, রাঢ়ে, বঙ্গে যাহার সূত্র।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মহানন্দ, তার পরে মকরন্দ॥

সৌকালিন ঘোষ যেমন বহুগ্রাম লাভ করিয়া সামন্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, কাশ্যপ দেবদত্ত ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় সুদর্শন ইহারা সেরূপ বহুস্থান লাভ করিতে পারেন নাই।

"মথুরায় বাস কৈল মৌদ্‌গল্য নন্দন।
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র কৈল নিকেতন॥
হরিহর গ্রামে রইল কাশ্যপ নন্দন"।

রাঢ়দেশে, মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহর এই তিন গ্রামে শেষোক্ত তিন জনের রাজদত্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (১)।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—কায়স্থকাণ্ড

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ (খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ) আদিশূরের রাজত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূর বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের মতের ও শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহের মতের প্রায় ঐক্য আছে। ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালের রাজত্ব আরম্ভ হয় ইহা একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আদিশূরের পুত্র সামন্ত সেন, সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন, হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন। আদিশূর হইতে বল্লাল পঞ্চম পুরুষ। আদিশূরের সময় খ্রীঃ ১০০০ ধরিলে ১১৬০ সনে বল্লালের রাজত্ব পর্য্যন্ত ১৬০ বৎসরে ৫ পুরুষ হওয়া ১৯
স্বাভাবিক। বল্লালসেন কৃত অদ্ভুতসাগরের সময় ধরিতে গেলেও আদিশূরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে স্যার রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশ হইতে যে সমস্ত দ্বিজ আগমন করিয়াছিলেন, যজ্ঞসমাপনান্তে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে কোলঞ্চ সমাজে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় গৃহীত হন না। সপরিবারে পুনরায় বঙ্গে আগমন কালীন, শঙ্কর নাগের পুত্র কোলঞ্চের নাগদিয়া গ্রামের প্রবল ভূস্বামী, গৌড়বঙ্গের বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া, সৌপায়ন গোত্রীয় সমরদক্ষ দেবদত্ত নাগ গৌড়বঙ্গে আগমন করেন। ঐ সঙ্গে পরাশর গোত্রীয় চন্দ্রভানুনাথ ও মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় চন্দ্রশূর দাস গৌড়বঙ্গে আগমন করেন।

লক্ষণাবতীর অপর নাম গৌড়। গৌড়নগর গঙ্গার বাম পারে মালদহ হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে এখানে রাজধানী ছিল। মালদহ জেলা প্রভৃতি গৌড়বঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া কথিত আছে। গঙ্গার নিকটে সিংহেশ্বর গ্রামে আদিশূরের রাজধানী ছিল। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কায়স্থকারিকাতে অতি সামান্য পাঠান্তর লক্ষিত হইলেও কে কে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

মকরন্দ মহাকৃর্ত্তী ঘোষবংশ শিরোমণিঃ।
দশরথো মহাশূরো বসুকুলস্য দীপকঃ॥
১২ গুহস্য ভূষণোধীরঃ বিরাটস্য মহাবলী।
তথা মিত্র কুলাম্বুজ কালিদাসো মহাভূজঃ॥
পুরুষোত্তম বীর্য্যবান্ দত্তকুলস্য ভাস্করঃ।
নাগস্য দীপকঃ সুধীর্দ্দেবদত্তো মহাযশাঃ॥
চন্দ্রভানুর্মহাজ্ঞানী নাথস্য বংশশেখরঃ।
তথাশুদ্ধশ্চন্দ্রচূড়ো দাসস্য কুলভূষণঃ॥

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সময় আদিশূরের রাজত্বকাল লিখিত থাকায় এবং হিন্দু রাজত্বের রীতিমত ইতিহাস না থাকায় সিদ্ধান্ত বারিধি ও স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত ইহাদের কাহার মত যে ঠিক তাহা স্থির হওয়া দুষ্কর। কোলঞ্চ হইতে নাগবংশের *প্রথমতঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী গৌড়ে, তৎপর রাঢ়ে, অবশেষে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে নিয়ত বসতি স্থাপন ও তথা হইতে বংশধরগণ ক্রমে বঙ্গ ও

বারেন্দ্র ভূমিতে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ও বঙ্গে স্বাধীন কায়স্থ রাজগণের বিবরণ এবং কায়স্থর প্রভাব প্রতিপত্তি লিখিতে হইলে বাকলার সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্ত কিংবদন্তী আছে তাহা এই স্থানে লিখিলে অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জেলা বাখরগঞ্জ অতি পূর্ব্বে সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও গঙ্গা ক্রমে মিলিত হইয়া যে স্থানে সাগরে বদ্বীপ সৃষ্টি করিয়া মিশিয়াছিল, সেখানে বাকলা নামে কতকটা স্থানে লোকের বসতি ছিল। বিক্রমপুরের চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিবাহের পর সস্ত্রীক তথায় বাস করিতেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবান, ক্রিয়াকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন।
তাঁহার মহধর্ম্মিণীর নাম ছিল ভগবতী। একদা আহ্নিক করিবার সময়, হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীর নাম স্মরণ হইয়া মনে এরূপ দুশ্চিন্তা আবির্ভূত হইল যে কি আমি এতকাল মহামায়ার আরাধনা না করিয়া আমার স্ত্রীকে আরাধনা করিয়াছি? হায়! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণদণ্ড। আমি সমুদ্র গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, চন্দ্রশেখর একখানা ডিঙ্গী নৌকায় আরোহণ করিয়া, নৌকা সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষুদ্র নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন অবসানে আর একখানা ক্ষুদ্র ডিঙ্গী নৌকায় এক পরমা রূপবতী সালঙ্কৃতা যুবতী রমণী চন্দ্রশেখরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিয়া অতিশয়

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা, তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে এই ভীষণ সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিতেছ? রমণী উত্তর করিলেন "আমি ধীবর কন্যা। আমরা সর্ব্বদা এই সমুদ্রে চলাচল করিয়া থাকি। আপনি আপনার স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছেন। স্ত্রী জাতি মাত্রই ভগবতীর স্বরূপা। কেহ জননীরূপে সন্তান প্রসব করেন, কেহ ভগ্নীরূপে স্নেহ করেন, কেহ পত্নীরূপে সহধর্ম্মিণী হন ও সেবা করেন, কেহ কন্যারূপে আনন্দবর্দ্ধন করেন। স্ত্রীমাত্রে ভগবতীর অংশ। আপনি এতকাল ভগবতীকেই কায়মনে আরাধনা করিয়া আসিয়াছেন। ভগবতী আপনার প্রতি প্রসন্না। আপনি এই স্থান

নিজ নামে নামকরণ করিয়া বাস করুন"। চন্দ্রশেখর এই রমণীকে ভগবতী মনে করিয়া দেবীর ডিঙ্গীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পা ধরিয়া ব্যাকুলভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "আমি অস্পৃশ্যানারী" এই বলিয়া রমণী চন্দ্রশেখরকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ছাড়িলেন না। তৎপরে ভগবতী তাঁহাকে বর দিলেন যে শীঘ্রই এই স্থান শুদ্ধ ও এই স্থান তোমার নামে প্রসিদ্ধ এবং তুমি ইহার অধিকারী হইবে। এই বলিয়াই রমণী অন্তর্দ্ধান হইলেন। চন্দ্রশেখর ভগবতীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত মনে ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন। রাস্তায় তাঁহার শিষ্য দনুজমর্দ্দন 'দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন বাবা দনুজমর্দ্দন, এই স্থানে তোমার অভিষেক করিব। তুমি এই

প্রদেশের রাজা হইবে। চন্দ্রশেখর ধার্ম্মিক, ত্যাগী ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিজে বিষয়াসক্ত ছিলেন না। কিছুদিন মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দে ভীষণ সমুদ্রের তরঙ্গমালা ভাঁটায় পরিণত হইয়া সমুদ্রের ঐ অংশ চড়াভূমিতে পরিণত হইল। ঐ স্থান চড়া ভূমিতে পরিণত হওয়ার পর চন্দ্রশেখর একদিল স্বপ্ন দেখিলেন যে ভগবতী তাঁহাকে বলিতেছেন "যে স্থানে তোমার নৌকা গিয়াছিল তাহার অনতিদূরে তুমি ডুব দিলে বিগ্রহ প্রাপ্ত হইবে"। চন্দ্রশেখর নিজে ডুব না দিয়া, একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার শিষ্য দনুমর্দ্দনকে ডুব দিতে বলায়, দনুমর্দ্দন স্নান করিতে নামিয়া ডুব দেওয়ার পর একটি দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। পুনঃ ডুব দিয়া আর একটি দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়বার ডুব দিয়া আরও একটি বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থবার ডুব দিতে বলিলে উনি আর ভয়ে ডুব দিলেন না। কিংবদন্তী আছে যে চতুর্থবার ডুব দিলে তিনি মহালক্ষ্মী প্রাপ্ত হইতেন। মহালক্ষ্মী চিরস্থায়ী হইয়া তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। কথিত আছে চন্দ্রশেখরের নাম হইতেই চন্দ্রদ্বীপ বাকলা নামকরণ হয়। (১) এই চন্দ্রদ্বীপ বাকলাই জেলা বাখরগঞ্জ নামে পরিচিত। কায়স্থ রাজগণ এই স্থানে স্বাধীন রাজা স্বরূপে রাজত্ব করিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গৌড়াধিপতি এবং দিল্লীর সম্রাট ইহাদিগকে অধীনে আনিতে পারেন নাই।

(১) এই কিংবদন্তী Mr. H. Beveridge C. S., Dr Wise সাহেবকে বলেন। তিনি তদনুসারে উপরোক্ত প্রবন্ধ দেন। I. A. S. B. Part I. Page 205 of 1874.

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

আদিশূরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিজয় সেনের পুত্র মহারাজা বল্লালসেন চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি বঙ্গ, রাঢ় ও বারেন্দ্রের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিলেন। (১) ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালের রাজত্ব আরম্ভ হয়। তিনি দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দুই খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয়। তৎপরবর্ত্তী কিছুকাল পরে অদ্ভুতসাগর প্রণয়ন করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থ স্মৃতিশাস্ত্র মূলক ও শেষোক্ত গ্রন্থ জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক। ইনি ৫০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইনি অল্পকাল মধ্যে গৌড়রাজ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন ও সদাচারী নবগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও
১৬ কায়স্থদিগের কুল বন্ধন করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন ৫৬ খানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দিয়া কান্যকুব্জাগত ৫ জন ব্রাহ্মণের ৫৬ জন সন্তানকে ঐ ৫৬ গ্রামে বসত করান। ইহা হইতেই ৫৬ গাঁই উৎপত্তি হয়। এই সকল ব্রাহ্মণগণের সন্ততিগণ যাহারা কুলভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তাহাদের সাতশত ঘরকে সপ্তশতী নামে অভিহিত করেন। কায়স্থ, ঘোষ বসু গুহ মিত্র এই নবগুণ সম্পন্ন ৪ ঘরকে কুলীন আখ্যা দিয়াছিলেন।

১। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥ কুলদীপিকা

---

(১) ডাক্তার রামদাস সেন ও ডাক্তার কানিংহাম বল্লালকে কায়স্থ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র বল্লালকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লিখিয়াছেন।

অপর না, নাথ, দত্ত, দাস সপ্তগুণ সম্পন্ন এই ৪ ঘরকে মধ্যল্ল স্থান প্রদান করিলেন। কান্যকুব্জাগত এই ৮ ঘর কায়স্থকে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন এবং সেন, কর, ধর, নন্দী, দেব, রক্ষিত, সিংহ প্রভৃতি ১৯ ঘরকে মহাপাত্র করিলেন।

২। নবধাগুণ সংপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বে আর্য্য বিসংজ্ঞকাঃ,
কিঞ্চিৎগুণ বিহীনা মধ্যল্ল মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ॥
এতাভ্যাং গুণ বিহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বস্থাদি মিত্র পর্য্যন্তং সর্ব্বে আর্য্য বিসংজ্ঞকাঃ॥
দত্তাদি দাস পর্য্যন্তো মধ্যল্ল পরিকীর্ত্তিতঃ।
সেনাদি নন্দনশ্চৈব মহাপাত্রা ইতি স্মৃতাঃ॥ ১৭

অবশিষ্ট স্বকার্য্যবিহীন, গুণহীন হোড়, আইচ, বিন্দু, গুঁই, শর্ম্মা, বর্ম্মা প্রভৃতি ৭২ ঘরকে অচলা সংজ্ঞায় কায়স্থ শ্রেণীর বহির্ভূত করিয়াছেন।

৩। হোড়শ্চ স্মরক শ্চৈব ধরণী বান এবচ।
আইচ পৈশূর শ্চৈবশার্ণশ্চ ভঞ্জ বিন্দুকৌ॥
গুঁইশ্চ বল লোধৌচ শর্ম্মা বর্ম্মাচ ভূমিকঃ।
হুইশ্চ রুদ্রকশৈব রাণাদিত্যৈচ পীলকঃ॥
খিলশ্চ গুপ্ত চাঞীচ বন্ধুশ্চ শাঞী সংজ্ঞকঃ।
হেশশ্চ সুমনুর্গণ্ডো রাণা রাহুত দাহকাঃ॥
দানা গণাপ মান্থথ্যাঃ খামঃ ক্ষেমশ্চত্তোষকঃ।
বৈশ্চাপি ঘর বেদৌ চ ভুতার্ণবক ব্রহ্মকাঃ॥

ইন্দ্রশ্চ শক্তি সঙ্গৌ চ ক্ষমাশৌ বর্দ্ধন স্তথা।
হেমশ্চ বন্ধকশ্চৈব অঞ্জঃ কীর্ত্তিশ্চ শীলকঃ॥
ধনুর্গুণো যশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাড়িকাঃ।
চাকিশ্চ শ্যাম পুঞ্জিশ্চ গণ্ডকো নাদকস্তথা॥
বৌইশ্চ হোমকশ্চৈব চাশকশ্চ তথৈবচ।
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিশপ্তত্যচ্যলাঃ স্মৃতাঃ॥

কুলদীপিকা

কৌলীন্য প্রথাস্থাপনই বল্লালের প্রধান কীর্ত্তি কিন্তু তাঁহার রাজত্বের সীমার বাহিরে তাঁহার প্রভুত্ব কেহই স্বীকার করে নাই। তিনিও তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই।
১৮ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থপ্রধান ব্যাসসিংহ ও বারেন্দ্রপ্রধান ভৃগুনন্দী ইহারা উভয়েই বল্লালের নিকট অপমানিত হইয়া বল্লালের শাসনাধিকারের বাহিরে আসিয়া, ব্যাসসিংহ উত্তরবাঢ়ীয় ও ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উত্তররাঢ়, বারেন্দ্র ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপার বল্লালের কুলবন্ধন স্বীকার করিলেন না।

"বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈল তিন জন"॥

বৈদ্যবংশজাত মহারাজা বল্লাল সেন ইহার সমসাময়িক রাজা ছিলেন বলিয়া অনেকেরই ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। মহারাজা বৈদ্য বল্লাল সেন ২।৩ শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন ভিন্ন সময় পৃথক পৃথক দুই জন বল্লাল সেন যে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হয়। বৈদ্য

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

বল্লালের শিক্ষক গোপালভট্ট "বল্লালচরিত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহাতে লিখিত আছে :—

বৈদ্য বংশাবতং সোহয়ং বল্লালঃ নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লাল চরিতং শুভম্॥
গোপাল ভট্টনাম্নাচ তদ্রাজ শিক্ষকেন চ।
অব্ধরাজজ মানে বস্তুভির্বাণৈরাধিক শাকেষু॥

অর্থাৎ বৈদ্যবংশ গৌরব বল্লালসেনের আজ্ঞাক্রমে এই শুভ বল্লাল চরিত তাহার শিক্ষক গোপাল ভট্ট কর্তৃক ১০০× (৮+৫) =১৩০০ অর্থাৎ ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইল। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থ কুলপদ্ধতিকারক বল্লাল বৈদ্য বল্লালের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বৈদ্য বল্লালসেন দেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল (১)। সুতরাং অদ্ভুতসাগর প্রভৃতি রচয়িতা বল্লালসেন ও বিক্রমপুরের রাজা বল্লালসেন দুইজন পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং উভয়ের রাজত্ব কাল দুই শত বৎসর ব্যবধান এবং ইহারা দুইজন ও ভিন্ন ব্যক্তি ইহা স্থিরনিশ্চিত। ঘটকচূড়ামণির বঙ্গজকারিকা হইতে জানা যায় লক্ষ্মণ সেনের সমীকরণে গৃহীত পুরবসুর তৃতীয় কন্যার সহিত দনুজ মাধবের বিবাহ হইয়াছিল।

"সত্যেন কার্ণঘোষায় পশ্চাদ্ভীম গুহায়চ।
মহদ্রাজ্ঞে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ"॥

ঘটক চূড়ামণি

(১) কায়স্থ-তত্ত্ব

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

হরিমিশ্র কর্ত্তৃক দনুজমাধবের পরিচয় স্থলে "পিতামহ জিগীষয়া" এবং এড়ু মিশ্রের "পিতামহঃ কৃতী বল্লাল সেনোঃ নৃপঃ" ইহাতে দনুজমাধব যে বল্লাল সেনের অন্যতম পৌত্র ইহা পরিষ্কারই বুঝা যায়।

কায়স্থ বল্লালের বংশধর দনুজ মাধব যবনাক্রমন ভয়ে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন।

দনুজ মাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপ পতি ;
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি ॥

ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপার ময়মনসিংহ বাসিগণ বল্লালের কুলবন্ধন স্বীকার করেন নাই। ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।
২০ এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামের দত্তদের কুর্শি নামায় লিখিত আছে ;—

চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনি সংখ্য শাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণাদ্বিজেন, শ্রীমাননন্তস্ত জগাম বঙ্গং ॥(১)।

১০৬১ শাকে অর্থাৎ ১১৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমান অনন্তদত্ত বল্লালের ভয়ে আপন গুরু শ্রীকণ্ঠ শর্ম্মা সহ বঙ্গে পলায়ন করেন। এই কুর্শিনামা অতি প্রাচীন। এই কুর্শিনামা দ্বারাও নিঃসন্দেহ রূপে নির্ণীত হয় যে বল্লালের শাসনকালের মধ্যেই অনন্ত দত্ত অষ্টগ্রামে চলিয়া আসেন এবং অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের সময় কালের

(১) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাত ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের লিখিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড)

সহিত সম্পুর্ণ ঐক্য ও পূর্ব্ব লিখিত মত বল্লালের সময়কাল নিঃসন্দেহরূপে নির্ণীত হয়।

বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লালসেন এই দনুজমাধবের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইহাতে স্পষ্টতই বোধ হয় ইনি কায়স্থ বল্লাল সেন হইতে পরবর্ত্তী লোক। এই বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। কেহ কেহ রামজয় কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জী হইতে—

"কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লাল সেন রাজা॥

পরন্তু একজন বিজয় সেনের পুত্র কায়স্থ বল্লাল সেন অপর বৈদ্যবংশীয় বিশ্বকের পুত্র বল্লালসেন (১)। সুতরাং বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুইজন বল্লালসেন যে রাজত্ব করিয়াছেন তাহাতে মত-দ্বৈধ অথবা সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই।

প্রথমোক্ত কায়স্থ(২) বল্লালসেন সম্বন্ধে একটি জনপ্রবাদ

---

(১) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস।

(২) এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে আনন্দ ভট্টকৃত "বল্লাল চরিত" এ বল্লালকে চন্দ্রবংশ সম্ভুত এবং ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়, বল্লালের তাম্র শাসনে চন্দ্রবংশ, লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে "ওষধিনাথ বংশ (চন্দ্রবংশ) ও "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" এবং কেশবসেনের তাম্রশাসনে "সোমবংশ" লেখা আছে।

আছে যে ইনি ডোমকন্যা ঘরে নিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যে বল্লালসেন শাস্ত্রবিদ্, পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও সমাজ সংস্কারক তাহার বিরুদ্ধে এই রকম কুপ্রবাদ বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণের যথেষ্ট অভাব। বিক্রমপুর অঞ্চলে তৎসময়ে তন্ত্র শাস্ত্রের বহু আলোচনা ও প্রভাব ছিল এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মধ্যে অধিকাংশই তান্ত্রিক ছিলেন। বল্লালের, গৌড়ে, নবদ্বীপে ও রামপালে রাজধানী ছিল। রামপালে অবস্থানকালীন ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘায়ু লাভের জন্য তান্ত্রিক মতে কুমারী ডোম কন্যা গ্রহণ করিয়া শক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলেও উহা সমাজের প্রচলিত তান্ত্রিক সাধনের প্রণালী মতে নিন্দার বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। বাস্তবিক যাহার নিয়ম ও সমাজ সংস্কার ব্রাহ্মণাদি সকল জাতি অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পক্ষে এরূপ নীচ প্রবৃত্তির উপকথা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বোধ হয়। শেষোক্ত বল্লালসেন সম্বন্ধেও একটি কিংবদন্তী আছে। বাবা আদম নামক একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান দরবেশ একজন নিঃসন্তান মুসলমানকে পুত্র হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। পুত্র হইলে মুসলমানটি গোবধ করিয়া সকলকে খাওয়াইয়াছিল। বাবা আদমের লোকজন সৈন্যসামন্তও ছিল। বল্লালের বাড়ীর দুই মাইল মধ্যে আদমের আড্ডা ছিল। পাখীতেই হোক অথবা যে ভাবেই হোক গোমাংস বল্লালের বাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে বাবা আদমের কৌশল আছে, বল্লাল এইরূপ অনুমান করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন কালে পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে

আমার এই কবুতরটি ফিরিয়া আসিলে আমার মৃত্যু হইয়াছে ইহা স্থির করিবে। তৎপর যুদ্ধের সাজসজ্জাসহ হঠাৎ আদমের আড্ডায় উপস্থিত হন। আদম উপাসনায় রত ছিল। বল্লাল, আদমের পার্শ্বস্থ তরবারি দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করেন। (১) ঐ অবস্থায় নদীতে রক্ত ধুইবার সময় কবুতরটি ফিরিয়া বাড়ীতে যাওয়া মাত্র রাজকুল-মহিলাগণ অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং কেহ কেহ বলেন আবদুল্যাপুরের যুদ্ধে বল্লালসেন পরাজিত হন ও আগুনে পুড়িয়া মারা যান।

বিক্রমপুর ও ফরিদপুর অঞ্চলে বৈদ্য বল্লালসেনের ন্যায় পরে রাজা রাজবল্লভকে লইয়াও বিষম প্রতিযোগিতা কিছুকাল চলিয়াছিল। কায়স্থগণ তাঁহাকে কায়স্থ ও বৈদ্যগণ-তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া দাবী করিতেছিলেন। সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁ আপনার আত্মীয় পুত্র মুরাদ আলীকে ঢাকার গভর্ণর করিয়া প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার হইয়া আসেন (২)। তৎপর নবাব সিরাজদৌল্যার খুড়া ঢাকার গভর্ণর নোয়াজিম মহম্মদের ডেপুটী গভর্ণর হইয়াছিলেন (৩)। প্রতিভাবলে ও

---

(১) Ballal Sen at once galloped to the spot and found Baba Adam still praying, and at one blow cut off his head,

Dr, wise in the Asiatic Journal. Vol, XIII, Part 1 Page 285

(২) Hunter's Statistical Accounts Dacca,

(৩) Stewart History.

কার্য্যদক্ষতায় তিনি উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করিয়াছিলেন। সুচতুর রাজবল্লভ বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করিবার জন্য কতই না ষড়যন্ত্র এবং নিজ ক্ষমতাবলে রাজার ন্যায় ধনসম্পত্তি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিনাশা (পদ্মা) নদীর পাড়ে অট্টালিকাময় রাজবাড়ী ও অভ্রভেদী বিশাল একুশরত্ন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিনাশা ইহার চিহ্ন মাত্র রাখে নাই। সমস্তই পদ্মা গর্ভে বিলীন হইয়াছে। নবীনচন্দ্র তাঁহার "কীর্ত্তিনাশা" কবিতায় লিখিয়াছেন ঃ—

বঙ্গসিংহাসন ছিল আকাঙ্ক্ষা যাহার।
একটি ইষ্টক তার নাহি নিদর্শন॥
অতল সলিল গর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া।
কর্ত্তা, কীর্ত্তি, কি সাদৃশ্য! পশিল অতল
চক্র, চক্রী, হায়! এই বিষময় ফল,
অমর কলঙ্ক মাত্র রহিল কেবল।

কবি কীর্ত্তিনাশা নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—

মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সেই পৃষ্ঠা হতে সেই কলুষিত নাম?
সেই পৃষ্ঠা অন্যরূপে পার কি লিখিতে?

নবীনচন্দ্র

এই রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টিকারীর বিশ্বাসঘাতকতার শেষ পরিণাম সম্ভবতঃ সকলেই জানেন। কেহ বলে মীরকাশিম রাজবল্লভকে

লোহার খাঁচায় পুরিয়া পদ্মাগর্ভে ডুবাইয়া দেন। অপরে বলেন মীরকাশিম, বালুকা পূর্ণ কলসী রাজবল্লভের গলায় বাঁধিয়া মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গায় তাঁহাকে ডুবাইয়া মারেন। বিপ্লবকারীর শেষ পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন কি বৈদ্য কি কায়স্থ কেহই বোধ হয় ইহার বংশধর বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন না।

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞার্থ ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই দশজন দ্বিজ আসিয়াছিলেন, এই মাত্র আমরা জানিতে পারিতেছি। এই দশজন সমাগত দ্বিজের কাহার কি নাম ছিল তৎসম্বন্ধে বিভিন্নমত আছে। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের উপাধি কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। বাস্তবিক পশ্চিমদেশীয় পাঁড়ে ১৫
দোবে, চোবে উপাধ্যায় প্রভৃতি অথবা কনোজ ও মৈথিলি ব্রাহ্মণ-গণের অন্য কোন উপাধি ছিল কিনা তাহার কোথায়ও উল্লেখ নাই। চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্ত্তী উপাধিগুলি কিরূপে সৃষ্টি হইল তাহা অনুমেয়। আগন্তুক পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৬ জন বংশধরকে বল্লাল যে ৫৬ খানি গ্রাম দিয়া বাস করান ঐ ৫৬ খানা গ্রাম হইতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের ৫৬টি গাঁইর উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় "চক্রবর্ত্তী" শব্দ যেমন সাধা-রণতঃ ব্রাহ্মণ পরিচায়ক। পশ্চিমদেশীয় উপাধ্যায় শব্দটি ঐরূপ পরিচায়ক। গাঁই ও উপাধ্যায় উপাধি যোগ করিয়া সম্ভবতঃ বল্লালসেন বন্দ্যঘাটী গাঁই হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়, চাটুতী গাঁই হইতে চট্টোপাধ্যায় ও মুখটী গাঁই হইতে মুখোপাধ্যায় এবং গাঙ্গুলী গাঁই

হইতে গঙ্গোপাধ্যায়; ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, পুতিতুণ্ড ও কুন্দ এই শেষোক্ত চারি গাঁই হইতে ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, পুতিতুণ্ড ও কুন্দলাল এই ৪ ঘরকে প্রথমোক্ত ৪ ঘর সহ ৮ ঘরকে কুলীন করিয়া এই সকল উপাধি সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। পরন্তু পশ্চিমদেশীয় উপাধ্যায় পদবী জাতিগত হইয়াছে। বঙ্গে অধ্যাপকদিগকেই উপাধ্যায় বলিয়া থাকে। আগন্তুক পঞ্চব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। সমাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপদেষ্টা এবং অধ্যাপক ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা তৎকালে উপাধ্যায় বলিয়া
২৬ পরিচিত হইতেন। ঐ উপাধ্যায় উপাধিসহ বন্দ্যঘাটী, চাটুতী, মুখটী, গাঙ্গুলী প্রভৃতি গাঁই যোগ হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপে কায়স্থদের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। রাঠোর বংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বের তাম্রশাসনপত্রে কায়স্থকে ঠাকুর বলিয়া লিখিত আছে।

সিংহ, দত্ত, নাগ, দাস, রুদ্র, বর্দ্ধন, পাল ইত্যাদি উপাধিগুলি মধ্যে দেশ, কাল, পাত্রভেদে কিঞ্চিৎ পার্থক্যতা থাকিলেও এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই সকল উপাধি প্রচলিত আছে। মিবারবংশের স্থাপনকর্ত্তার নাম গুহ। এখনও ঐ বংশের বংশধরগণ গুহ আখ্যায় পরিচিত।

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ যে যে দেবতার উপাসক, সেই সেই দেবতা হইতে তাহাদের বংশের উপাধি হইয়াছে। যেমন ইন্দ্রদেবতার উপাসক ঘোষ, বসু দেবতার উপাসক বসু, মিত্র (সূর্য্য). দেবতার উপাসক মিত্র, দৈবৎ দেবতা হইতে দত্ত, দেবর নক্ষত্র হইতে দেব, কার্ত্তিক হইতে গুহ, কিরণ হইতে কর, সেনানি নক্ষত্র হইতে সেন, সিংহ নক্ষত্র হইতে সিংহ, দোষনক্ষত্র হইতে দাস, নন্দ নক্ষত্র হইতে নন্দী, এইরূপে ক্ষত্রিয় কায়স্থদের উপাধি সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিমদেশীয় ঠাকুর উপাধি উহাতে সংযোজিত হইয়া এখনও ঘোষঠাকুর, গুহ ঠাকুর বোস ঠাকুর, ইত্যাদি কান্যকুব্জের ঠাকুর উপাধি কুল উপাধির সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। ক্রমে ঐ সকল ঠাকুর উপাধি লুপ্ত হইতেছে। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই চারি ঘর কুলীন ও নাগ, নাথ, দত্ত, দাস এই চারি ঘর মধ্যল্ল। এই আটঘরকে শ্রেষ্ঠ করিয়া বল্লাল কুলবন্ধন করিয়াছিলেন।

বল্লালের পরে চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দনের (দনুজমাধবের) প্রপৌত্র জয়দেববর্ম্মা রায়ের ভাগিনেয় বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের পুত্র রমাবল্লভ রায়, রমাবল্লভ রায়ের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ রায়, কৃষ্ণবল্লভ রায়ের পুত্র জয়দেব রায়, কন্যা কমলা। জয়দেব রায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। জয়দেব রায়ের ভাগিনেয়, কমলার পুত্র চন্দ্রদ্বীপের দেহেরগতির পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। পরমানন্দ বসু আদিশূরের পুত্রেষ্ঠি যাগোপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে আগত দশরথ বসুর বংশধর বলিয়া পরিচিত। রাজত্ব

প্রাপ্তির পর তিনি পুনঃ কায়স্থের কুলবন্ধনের সংস্কার করিয়াছিলেন।

পরমানন্দের পুত্র জগদানন্দ, জগদানন্দের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ। মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে বঙ্গে যে বারজন ভূইঞা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন কন্দর্পনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের ভয়ে চন্দ্রদ্বীপ হইতে মাধবপাশাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র যশোহরের ভূইঞা প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিবাহ করেন। বিবাহের রাত্রেই তাঁহার সঙ্গী রমাই ভাঁড় স্ত্রীলোকেরসাজে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাণীদের সহিত আলাপ করে। তাহার স্ত্রীলোকের সাজ
২৮ চমৎকার হইয়াছিল। কেহই তাহাকে ধরিতে পারে নাই। কিয়ৎকাল পরে এই রহস্য ধরাপড়ায়, প্রতাপাদিত্য জামাতাকে বধ করিতে সঙ্কল্প করেন। প্রতাপাদিত্যের কন্যা তাহার স্বামী রামচন্দ্রকে পিতার সঙ্কল্পের কথা জানায়। রামচন্দ্র তাঁহার পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য রামোমহন মালের সাহায্যে রাত্রিতেই নৌকাযোগে পলাইয়া যান। রামমোহন মাল এরূপ শক্তিশালী ছিল যে ক্ষুদ্র নৌকাখানা স্থানে স্থানে মাটীর উপর দিয়া টানিয়া নিয়া তাহার মনিবকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কন্যা স্বামী রামচন্দ্রের সহিত একত্র হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তিনি যেস্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে একটি হাট বসিয়াছিল। উহা বধূঠাকুরাণীর হাট নামে

প্রসিদ্ধ (১)। রামচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ, কৃষ্ণনারায়ণের ভাই বাসুদেব নারায়ণ। বাসুদেব নারায়ণের পৌত্র রাজা প্রেম-নারায়ণের ভাগিনেয় মিত্রবংশীয় মজুমদার উপাধি উদয়নারায়ণ ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল পরগণায় বাস করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন। নবাবের আদেশমত ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন এবং উত্তরাধিকারীসূত্রে ও নবাবের নিয়োগমতে চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন (২)। চন্দ্রদ্বীপ সমাজপতি এই সমস্তবংশ আজ পর্য্যন্তও সম্মানভাজন।

বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নাগবংশ উভয় শাখাই দেবদত্ত নাগের বংশ-ধর। দেবদত্ত নাগের বংশধর দশরথ নাগ, তৎপিতা নারায়ণ ও অন্যান্য পরিবারসহ প্রথমতঃ রাঢ়ে এবং পরে বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপে আবাসস্থান স্থাপন করেন। এবং অপর উত্তর পুরুষ শিবনাগ বারেন্দ্রভূমে শৈলকোপাতে বসতবাস করেন। শৈলকোপা যশো-হর জেলার অন্তর্গত ঝিনাইদহ সবডিভিসনে অবস্থিত।

রাঢ়ে চ স্থাপিতং পূর্ব্বং পশ্চাদ্বঙ্গে বিশেষতঃ
চন্দ্রদ্বীপ শীর্ষস্থানং যথা কুলীন মণ্ডলম্
ইত্যাদি।

(১) J. P. Wise. J. A. S. B.

(২) বঙ্গদর্শন ১২৮৫ সন ষষ্ঠ খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা

J. A. S. B. XLIII. 209

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

নাগ দশরথশ্চৈব মহানন্দস্ত নাথকঃ।
চন্দ্রশেখর দাসস্ত সেনে গঙ্গাধর স্তথাঃ ॥
ইত্যাদি

বঙ্গজা ইতি নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা
মিশ্রকারিকা

বল্লালের রাজত্ব সময় কান্যকুব্জ নন্দীগ্রাম হইতে কাশ্যপগোত্রীয় ভৃগুনন্দী চাকুরী উপলক্ষ্যে বঙ্গে আসেন। ঐ সঙ্গে গৌতম গোত্রীয় মুরহর দেব এবং অত্রি গোত্রীয় নরদাসঠাকুরও বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ ভৃগুনন্দী নিজের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতায় মহারাজা বল্লালসেনের মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং মুরহর দেব ও
৩০ নরদাস ঠাকুরও অমাত্যশ্রেণীভুক্ত হন। কুলবন্ধনকালীন মহারাজা বল্লালসেন অযোগ্য লোককে কুলদান এবং নবগুণসম্পন্ন কুলীনকে কুলভ্রষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন।

"ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান।
নিষেধ করিলা নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ ॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে কহিলা।
মহাকোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিলা ॥"
ঢাকুর

ইহাতে ভৃগুনন্দী অতিশয় দুঃখিত ও বিরক্ত হন। তিনি প্রতিবাদ করিলে বল্লালসেন তাহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং রাজা স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে লাগিলেন। মুরহরদেব ও নরদাস ঠাকুরের সহিত গুপ্তচর যোগে পরামর্শ করিয়া ভৃগুনন্দী

কৌশলে কারামুক্ত হইয়া বারেন্দ্রে চলিয়া যান। ঢাকুরে আরও লিখিত আছে যে ঃ—

এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে শিবনাগ রায়।
তাহার সন্তান হইল ছুই মহাশয়॥
শৈলকোপা, শরগ্রাম ছুই ধামে স্থিতি।
ধনবান, মহাবল কীর্ত্তিবন্ত অতি॥
তথাতে যাইয়া যদি হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥

"বল্লালের মত ছাড়ি, ভৃগুনন্দী নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।
পশ্চিম হইতে যবে, আইলা এদেশে সবে,
নাগ হইতে হইল স্থাপন॥"

বারেন্দ্রভূমে যাইয়া শিবনাগের পুত্র জটাধর নাগ ও কর্কট নাগের প্রদত্ত নন্দীগাতি, চাকিগাতি ও দাসগাতি এই তিনখানি গ্রামে ভৃগুনন্দী, মুরহর দেব ও নরদাস ঠাকুর যথাক্রমে বসতি স্থাপন করেন।

বিশ্বামিত্র লিখিয়াছেন—

"কর্কোটিয়া পঠীর কথা কর অবধান।
বঙ্গজেতে শক্তিনাগ মধ্যল্ল প্রধান॥
নাগদিয়া জমিদারী অতুল বিষয়।
তাঁহার তনয় দুই অতি মহাশয়॥

জিতামিত্র শিবনাগ তুল্য গুণধর।
অভিমানে শিবনাগ দেশের অন্তর॥
বারেন্দ্রেতে অবশেষে শরগ্রামে ঘর।
তাঁহার তনয় দুই কর্কট জটাধর॥

জটাধর ও কর্কট নাগ, মুরহর দেব ও নরদাস ঠাকুর এবং সিংহ, দত্ত, দাস প্রভৃতি সাত ঘর লইয়া ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র-সমাজ গঠন করেন। তন্মধ্যে নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত এই চারি ঘর সাধ্য।

সাধ্য চারি ঘর মধ্যে ভার তারতম।
সিদ্ধ তুল্য নাগ ঘর জানিবা নিয়ম॥
তারপর মধ্যবিৎ সিংহকে জানিবা।

তদপেক্ষা নীচঘর দেবকে বুঝিবা॥
দত্তও দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারি ঘরে সপ্ত ঘরের নিয়ম॥

বারেন্দ্র ঢাকুর

সিদ্ধ যদি প্রধান সাধ্যনাগে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে॥

বারেন্দ্র ঢাকুর

বারেন্দ্রেতেও নাগবংশ প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। নন্দীগাভিতে দীর্ঘকাল বাস করার পর ভৃগুনন্দী ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া উত্তর রাঢ়ে, বল্লায় পুনঃ বাড়ী করেন। ঐ সময় হইতে তাহার বংশধর-গণ নানাস্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। যশোহর জেলান্তর্গত ঝিনাইদহ সবডিভিসনের এলাকায় শৈলকোপার

অনতিদূরে নন্দীগাতি, চাকিগাতি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। দাসগাতি কুমার নদের গর্ভে প্রায় বিলীন হইয়াছে। ভৃগুনন্দীর উত্তরপুরুষগণ বারেন্দ্রভূমির নানাস্থানে বাস করেন। তন্মধ্যে ঝাজি গ্রামের নিকটবর্ত্তী হিলোরাতে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতিপত্তির সহিত থাকিয়া শেষ বংশধর নিঃসন্তান হওয়ায়, কন্যার ভাগিনেয় ওয়ারীশ হয়, এখন ঐ স্থানের নন্দীদের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। ঐ ভৃগুনন্দীর বংশধর সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্য রচনা করিয়া কালিদাস প্রভৃতির নীচেই মহাকবি বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরগণ বারেন্দ্রভূমির নানাস্থানে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত।

কহিব নন্দীর কুল, আদি হৈতে শ্রেষ্ঠ মূল,
কাশ্যপ গোত্রের বংশসার।
সর্ব্বনামে করে পূজা, করেণু অমিত তেজা,
মহামান্য বদান্য প্রচার॥
তমসার তীরবন্দী, আছিল মাণিক্য নন্দী,
তার পুত্র শিব নন্দী মানি।
অশেষ পুণ্যের ফলে, পূজিত রাজার কুলে,
পুত্র তার শঙ্কর ভবানী॥
পাইয়া রাজার আহ্বান, ত্যজি পুণ্য পিতৃস্থান,
আইলেন গৌড়রাজ স্থানে।
তার বংশে কত মান, নাহি তার পরিমাণ,
রাজকার্য্যে দক্ষ সর্ব্বজনে॥

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

করতোয়া কুলে বাস, নন্দীগ্রাম সুপ্রকাশ,
নিবাস পুরুষ সপ্তদশ।
সেই কুলে কীর্ত্তিমান, মৈনাক রাজপ্রধান,
বারেন্দ্র সমাজ যার বশ॥
তার পুত্র প্রজাপতি, জ্ঞানে গুণে ধনে খ্যাতি,
গৌড়েন্দ্র যাহার অনুব্রতী।
তার পুত্র মহেশ্বর, আর পুত্র সন্ধ্যাকর,
কালিদাস সম কবি খ্যাতি॥
তার হইল দুই পুত্র, জানিহ কুলের সূত্র,
বিধি নিধি কুলের প্রধান।
৩৪ ভৃগুরাম কুলমণি, কুলের প্রধান গণি,
সপ্ত পুত্র হইল তাহান॥
শ্রীকণ্ঠ শিব শঙ্কর, কৌতুক বাল্মীকি পর,
কানু মাধু এই কয়জন।
বাল্মিকীর না হইল সুত, কানু মাধু কুলযুথ,
যাহা লইয়া বারেন্দ্রে গমন॥
পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে, শ্রীকণ্ঠ যাইল শেষে,
এই হেতু সমাজে নিন্দিত।
রাজার আদেশ পাই, শিব শঙ্কর দুই ভাই,
কামাখ্যায় হইল উপনীত॥

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপার পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া নিন্দিত

বাস্তবিক এই পাণ্ডববর্জ্জিত কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রাতার বিবাহের পর নিয়ম ছিল যে, কোন পাণ্ডব যে সময় দ্রৌপদীর সহিত একত্র বাস করিবেন, সে সময় অপর কোন ভ্রাতা সেখানে উপস্থিত হইলে, আগন্তুক ভ্রাতার দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাইতে হইবে। যুধিষ্ঠির সহ দ্রৌপদী অস্ত্রাগারে একত্র কথোপকথন করার সময় অর্জ্জুন একজন ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অস্ত্র আনিবার জন্য হঠাৎ ঐ ঘরে উপস্থিত হন। নিয়মানুসারে তাঁহাকে বনে যাইতে হয়। ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে উপস্থিত হন এবং তিনি কৌরব্যনাগরাজের কন্যা উলূপী ও মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে তাহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। (১)

যুধিষ্ঠিরের আশ্বমেধিক যাগোপলক্ষে যজ্ঞের অশ্ব প্রাগজ্যোতিষপুর অর্থাৎ কামরূপে সমুপস্থিত হইলে ঐ দেশের রাজা ভগদত্ত পুত্র মহাবীর বজ্রদত্তের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় এবং মণিপুরে ঐ অশ্ব বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক ধৃত হইলে বভ্রুবাহনের সহিতও অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধে অর্জ্জুনের মূর্চ্ছা হইলে নাগকন্যা উলূপী তাহাকে ঔষধ দ্বারা জীবন দেন, সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপারে পাণ্ডবগণ আগমন করেন নাই ইহা সম্পূর্ণ অলীক (২)। মহাভারতের এই ঘটনা দ্বারাও নাগবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ হয়।

(১) আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

(২) আশ্বমেধিক পর্ব্ব, মহাভারত।

বাস্তবিক পূর্ব্বপারবাসিগণ স্বাধীনচেতা ছিলেন। বল্লালের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। বল্লালও তাঁহাদের উপর আধিপত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজ নিজ সমাজ বন্ধন করিয়া গৌরবান্বিত ভাবে বাস করিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ সমস্তই চন্দ্রদ্বীপ ও বারেন্দ্রভূমি হইতে চলিয়া আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপে বল্লালের অত্যাচার ও বারেন্দ্রে বক্তিয়ারের আক্রমণে এখানে আসিয়া বসতি করেন।

ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান যমুনার পূর্ব্বপার হইতে যমুনা তৎসময়ে স্বল্পকায়া, স্বল্পসলিলা ও অপ্রশস্তা ছিল। মেঘনা এবং দক্ষিণে সমতট ঢাকা ফরিদপুর পর্য্যন্ত স্থান কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

কাশ্যপগোত্রীয় ভৃগুনন্দীর পুত্র শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব উত্তর পাড় এবং তাহার অপর দুই ভাই শিব ও শঙ্কর কামাখ্যা অঞ্চলে ক্রমে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ভৃগুনন্দীর তিন পুত্রই কামরূপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেন! তদানীন্তনকালে ময়মনসিংহ জেলা কামরূপের অন্তর্গত ছিল (১)। যে ভৃগুনন্দী মহারাজা বল্লালসেনের মন্ত্রীত্ব করিয়া নাগবংশকর্ত্তৃক নন্দীগাতিতে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাঁহার হিলোরার বংশধরগণের শেষ পরিণাম কি হইল, তাহা জানিবার জন্য সমস্ত নাগবংশের কৌতূহল হইতে পারে। ঐ কৌতূহল নিবারণের জন্য হিলোরার নন্দীবংশের বিবরণ লিখিত হইল। হিলোরা গ্রামে যে সকল নন্দী বাস করিতেন, তাঁহারা কায়স্থ ভৃগুনন্দীর বংশ।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-ভূম্যধিকারী রাণা মদনসিংহের ও উত্তররাঢ়ীয় মিত্রদের সহিত পূর্ব্বে তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ও ক্রিয়াকরণ ছিল (১)। বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ বংশে এই মদনসিংহ সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে :—

অস্বাভাবিক সুরাপান করিল মদন।
পিণ্ডদান ত্যাগ হেতু হিলোরা গমন॥
যাজি গ্রামে রাজা হইলেন রাজা মদন।
তাঁহার জন্মিল দুই পুত্র বিচক্ষণ॥

মদনসিংহ মদ্যপান করিয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান না করিয়া উঠিয়া আসেন। আত্মীয় স্বজন তাহাকে ৩৭
সমাজচ্যুত করিবে বলিয়া নিগৃহীত হইবার ভয়ে সপরিবারে হিলোরা যাজিগ্রামে চলিয়া আসেন। মদন এখানকার ভূম্যাধিকারীকে বাহুবলে তাড়াইয়া যাজিগ্রামে আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার ও তাঁহার বংশধরের প্রতাপে, হিলোরা যাজিগ্রাম সিংহের সমাজ বলিয়া গণ্য হয়। প্রবাদ এই :—"সিংহ, শিমলা, কর, তিনে যাজি নগর"। সিংহ ও করবংশীয় কায়স্থ এবং শিমলা গাঁই ব্রাহ্মণ হইতে যাজিগ্রাম প্রসিদ্ধ। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ পুনর্গঠনকালে ১৭ ঘর কায়স্থ মধ্যে যে ৮ ঘর কায়স্থকে ত্যাগ করিয়া সমাজগঠন করা হইয়াছিল, নন্দীবংশ তাহাদিগের অন্যতম। এইক্ষণ কায়স্থ সমাজে তথাকার নন্দীবংশ সামাজিক বলিয়া গৃহীত

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, এবং প্রকাশকের বরাবর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের ১৫।২।২৯ তারিখের পত্র।

নহেন। হিলোরা গ্রামে নন্দীদের বৃহৎ দীঘি "নন্দীদীঘি" ২৫।২৬ বিঘা স্থান জুড়িয়া এখনও আছে। বাঁধা ঘাট ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান সেটেলমেণ্টে ৫০৩৯ দাগে নিষ্কর বলিয়া রেকর্ড হইয়াছে। নন্দীদের ভদ্রাসন হইতে দীঘি পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা ছিল। দুর্গা পূজা, শ্যামাপূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সমস্তই ছিল। স্থাপিত বিগ্রহ ৺গোপালদেবের নিত্য সেবাপূজা হইত। ইহাদের জমিদারী ১০১৯নং ১০২১নং ও ১৫০৯নং শ্রীনাথ নন্দী মজুমদার ও মুরারীধর নামে মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর তৌজী-ভুক্ত ছিল। বাস্তবাড়ী শ্রীশ মজুমদার ও মুরলীধর নামে ১২০৮ সনের তায়দাদে ছিল। হিলোরা গ্রামের শ্রীনাথ নন্দী মজুমদার(১)
৩৮ কাশ্যপগোত্রীয় কাশ্যপ অপসার নৈয়ধ্রুব প্রবরের কায়স্থ ছিলেন। ইনি শেষ বংশধর। ৫০।৫১ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। মৃত্যু সময় তাঁহার ১০৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার কন্যা রুক্মিণী দাসীর দৌহিত্র নটবর দামকে উল্লিখিত নম্বর সমূহের জমিদারী লিখিয়া দেন। নটবর ঐ বাড়ীতে ছিলেন। নটবরের পুত্র বিভূতিভূষণ দাম এখনও জীবিত আছেন। ঐ গ্রামে তারাদাস দাস দেইনডিক্রীতে ঐ সকল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন।

---

(১) ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ মধ্যে কেহ কাননগু সেরিস্তায় কার্য্য করিতেন বলিয়া এই নন্দীবংশ নবাবসরকার হইতে মজুমদার উপাধি পাইয়াছেন।

ভোলানাথ শ্রীনাথ মজুমদার আখ্যাত
কাননগু সেরিস্তা বাঙ্গলার।

হিলোরাতে নন্দী, দাস মজুমদার এই সমস্ত কায়স্থ আছেন। কালিদাস দাস নামে আর একঘর কায়স্থ আছেন। নটবর দাস, তারাদাস, কালিদাস ইহারা সকলেই কায়স্থ। যাজিগ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় জানকীনাথ সেন নামে একঘর বৈদ্য আছেন। অপর যে কয় ঘর বৈদ্য আছেন তাহারা ভিন্ন গোত্রীয়। মুর্শিদা-বাদের অন্তর্গত কাঞ্চনতলার ছোট তরফের জমিদার উহা দর পত্তনী গ্রহণ করিয়াছেন। হিলোরার ভৃগুনন্দীর বংশধরগণ কায়স্থ(১)। ভৃগুনন্দী বল্লালের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া প্রথমতঃ নন্দীগাতিতে স্থাপিত হন। তৎপরে বল্লায় নূতন বাড়ী করেন। সেই স্থান হইতেই তাঁহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসত করিতে থাকেন। বল্লালের সময় এগারশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ধরিলে ঐ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দীবংশ মুর্শিদাবাদের স্থানে স্থানে বসত বাস করেন। সম্পূর্ণ এগারশ শতাব্দীর শেষ ধরিলেও ভৃগুনন্দীর বংশধরেরা ৫০৭ বঙ্গাব্দ হইতে হিলোরাতে আসেন। হিলোরাতে নন্দীবংশীয় বৈদ্য কেহ নাই। কেহ কেহ বলেন ভৃগুনন্দী নামক বৈদ্যবংশীয় একজন এখানে ছিলেন। জম্বুনন্দী তাহার বংশধর। উহাদের সময় ৭৭৫ বঙ্গাব্দ। সুতরাং কায়স্থ ভৃগুনন্দীর বংশধরগণ বাঙ্গালা ৫০৭ বঙ্গাব্দ হইতে হিলোরাতে শেষ শ্রীনাথ নন্দী মজুমদার পর্য্যন্ত একাধিক্রমে গত ৫০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বসতবাস করিতেছিলেন। ইহাতে বোধ হয় কাশ্যপগোত্রীয় কাশ্যপাপসার, মৈয়ধ্রুব প্রবরের

(১) কায়স্থ-পত্রিকা সপ্তবিংশ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

বৈদ্য ভৃগুনন্দীর বংশধরগণের মুর্শিদাবাদের অন্যত্র আদিম বাসস্থান ছিল। ভরতমল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" নামে বৃহৎ বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে ঃ---

নন্দিচন্দ্র ধরকুণ্ড রক্ষিতাস্তে স্বনামনি বারেন্দ্রবিশ্রুতাঃ।
বীজিপুরুষ ইতৈববক্ষ্যাতে তৎকুলং খলু বরেন্দ্রজং পুনঃ॥

নন্দী, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড ও রক্ষিত তাহারা স্ব স্ব নামে বরেন্দ্রদেশে বিশ্রুত। বীজিপুরুষ অত্রস্থলে বলিব। তৎকুল নিশ্চিতই বরেন্দ্রদেশ সম্ভূত।

তথাহ নারায়ণদাসান্তরঙ্গখানঃ।

দাসো দত্তো ধরশ্চৈব নন্দীকুণ্ডৌ করস্তথা।
৪০ চন্দ্রশ্চ রক্ষিতশ্চেতি বারেন্দ্রকুলমষ্টকম্॥ ইতি

দাস, দত্ত, ধর, নন্দী, কুণ্ড, কর, চন্দ্র, রক্ষিত বারেন্দ্রের এই ৮ কুল।

তথান্যত্র—

অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেস্বপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতয়োঽপিচ।
কেচিজ্জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেস্বপি। ইতি
সম্বন্ধঃ স্তূয়তে সর্ব্বৈরেক দেশ নিবাসিনোঃ।
নিন্দ্যতে কিল সম্বন্ধো ভিন্নদেশ নিবাসিনোঃ।

ঐ সেনাদি অষ্টকুল রাঢ়ে ও বঙ্গে বাস করে। নন্দীদিগের পদ্ধতি মহারাষ্ট্রে লুপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কেবল নন্দীজাতি বলিয়া পরিচিত হইয়া অন্যদেশেও দৃষ্ট হন। একদেশ নিবাসী

দ্বয়ের সম্বন্ধে সকলে প্রশংসা করে। ভিন্নদেশী নিবাসীদ্বয়ের সম্বন্ধে সকলে নিন্দা করে।

নন্দিবংশে মহাকালনন্দী বরেন্দ্রবিশ্রুতঃ।
যোহসৌ মৌদগল্যগোত্রেচ বিখ্যাতো হীনবংশজঃ॥

নন্দীবংশে মহাকালনন্দী বারেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত। যিনি মৌদগল্যগোত্র সম্ভূত, তিনি হীনবংশজাতি।

"নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তিকেচন" (১)

নন্দী আদি কেহ কেহ মহারাষ্ট্রে বাস করেন।

উল্লিখিত বৈদ্যকুল পঞ্জিকা মূলে বুঝা যায় নন্দীবংশীয় বৈদ্যগণ বারেন্দ্র ভূমির নানাস্থানে গিয়া বাস করিতেছেন। হিলোরা সংলগ্ন যাজি গ্রামে বৈদ্যবংশ বাস করার কথা বৈদ্যকুল পঞ্জিকা "চন্দ্র- ৪১
প্রভা" (কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় বিনোদলাল সেন এই গ্রন্থ পুনঃ মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়াছেন) গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

নন্দীদের বাড়ী বর্ত্তমান সেটেলমেণ্টের (কেডাষ্ট্রেল সার্ভের) ৪৯৭৬ নং দাগে লাখেরাজ উল্লেখে নন্দী মজুমদারদের কন্যার ভাগিনেয় নটবরের নামে রেকর্ড হইয়াছে। ১১২০।১১২১ সনে হিলোরা দিগরের জমিদার উদয়নারায়ণ রায় ছিলেন। ১১৭৫-১১৭৬ সনে মহারাণী ভবানীর অধীনে ছিল। ১২০৮ সনে

(১) (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলগ্রন্থ) প্রকাশকের বরাবর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুর ১৫।২।২৯ তারিখের পত্র।

রহিমন্নেছা বেগমের জমিদারী হয়। ১২৫০-১২৬০ সনের মধ্যে পত্তনী বন্দোবস্ত হয়। (১)

উত্তরে কুচবিহার, পূর্ব্বে করতোয়া, পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা, ইহার অন্তর্গত বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা এবং রঙ্গপুর লইয়া তদানীন্তনকালে এই স্থান বারেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত ছিল। ইহার রাজধানী গৌড়। বক্তিয়ার খিলিজি জয় করার সঙ্গে সঙ্গে ভীত হইয়া বহু বারেন্দ্র রাঢ়ীয় কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তথাকার আদি কায়স্থ-দের সহিত মিশিয়া যান। ইহারাও বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া বল্লালি সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন।

৪২ ভগুনন্দীর স্থাপয়িতা শৈলকোপার কর্কট নাগ ও শরগ্রামের জটাধর নাগ উভয়েই পরাক্রান্তশালী ছিলেন। যশোহর, নদীয়া ও পাবনায় এই প্রত্যেক জেলার কতিপয় স্থান নিয়া তারাওজান পরগণা ছিল। বাটোয়ারা সূত্রে উহাতে কর্কট নাগ ও অপর ভ্রাতা জটাধর নাগ যথাক্রমে তারাওজান ও সোনাবাজুপরগণার অধিকারী ছিলেন। কর্কট নাগ "জগপতি" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাহার বংশধর রাজবল্লভ নবাব সরকার হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা রাজবল্লভের পৌত্র রঘুনাথ মহারাজা প্রতা-পাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন (২) জটাধরের উত্তর পুরুষ রাজা

---

(১) ছিলোন্না গ্রাম নিবাসী সিংহ বংশের বর্ত্তমান বংশধর হইতে ছিলোন্না বাজি, গ্রামের সমস্ত বৃত্তান্ত লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন।

(২) কায়স্থ পত্রিকা ২য় বর্ষ সপ্তম সংখ্যা।

রূপনারায়ণ শৈলকোপার রাজা রঘুনাথ রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। এই নাগবংশের রায় উপাধি বংশগত হইয়াছে। এবং অনেকেই চৌধুরী ও নিয়োগী উপাধি নবাবসরকার হইতে পাইয়া এখন পর্য্যন্তও ঐ উপাধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই নাগবংশের বংশ-ধরেরা বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন (১)।

নদীয়া জেলা ঃ—কুমারখালি থানার অন্তর্গত—দয়ারামপুর, ধামনগর—মহেন্দ্র পুরপাড়, পাড়বাগুলাট।

ঐ জেলায় ঃ—বালিয়াপাড়া, কাকিনা, কলাবাড়ী, স্বরূপদেহ, ঝাউবাড়ী, কুমারী, রায় বাগুলাট, চণ্ডীপুর, কেচুয়াডাঙ্গা, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর, ঝুনিয়াদহ, রাতুলপাড়া, কুর্শা, আমদহ, সুন্দলপুর, গর্ব্বরা, নাভদিয়া, ঢাকনগর, ধরমপুর, জাবলবা, খোকসা।

পাবনা জেলা ঃ—রায়গঞ্জ থানান্তর্গত ঘুরকা, নলছিয়া, ভবানী-পুর থানান্তর্গত সুজানগর, সাহাবাজপুর থানান্তর্গত পোতাজিয়া।

ঐ জেলায় ঃ—অষ্টমনিশা, বাবলিদেহ, গাড়াদহ, রাধানগর, সারিয়াকান্দি, মালঞ্চিসিঙ্গা, তাড়াস, ভুরভুরিয়া, নরনিয়া।

রঙ্গপুর জেলা ঃ—গোবিন্দগঞ্জ, ফতেউল্লাপুর, রঙ্গপুরটাউন, পলাশবাড়ী, নবাবগঞ্জ।

রাজসাহী জেলা ঃ—পুঠিয়া থানা—আড়ানী, হরিহরা গ্রাম, কাটাপুকুরিয়া, নন্দনগাতি, ভাঙ্গাপাড়া, মাজগ্রাম, শিমুলিয়া।

মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ—খাগড়া, বহরমপুর, ফরিদপুর গ্রাম, কুশ-বাড়িয়া, জোগতাই, দৌলতবাদ, খোজাপাড়া।

---

(১) ঢাকুর খা বারেন্দ্র-কায়স্থ-তত্ত্ব—শ্রীবিশ্বম্ভর রায় প্রণীত।

ফরিদপুর জেলা ঃ—পাংসা, গাজনা, বাগতুলিয়া, পাথরাইল।

যশোহর জেলা ঃ—কাজলি, উদাস, কাবিলপুর।

কর্কট নাগের বর্ত্তমান বংশধর স্বনামধন্য রায় বিশ্বম্ভর রায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। ইনি একজন দেশহিতৈষী, পরোপকারী ও নাগবংশের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তি। যদুনন্দনের "ঢাকুর" উপলক্ষ করিয়া বারেন্দ্র নাগবংশের একখানি ঢাকুর গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া ছাপাইয়াছেন। রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় এম, বি, ই; সি, আই, ই; বি, এল ১৯১০ খ্রীঃ জুন মাসে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাকে ১৩২০ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি দিয়াছেন। ইনি বহুবৎসর
৪৪ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান থাকিয়া জলের কল স্থাপন, নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও কালাজ্বর নিবারণ এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের সমিতি সংস্থাপন করিয়া কীর্ত্তি ও যশলাভ করিয়াছেন। নদীয়া জেলা বোর্ডে ৪২ বৎসর কাল যাবৎ মেম্বর আছেন। ২০ বৎসর ধরিয়া নদীয়া জেলার গভর্ণমেণ্ট উকীল থাকিয়া দেশের ও সাধারণের প্রকৃত হিতাভিলাষী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ হোষ্টেল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। কৃষ্ণনগর ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। Nadia Co-operative Central Bank এর ডেপুটী চেয়ারম্যান। কৃষ্ণনগর ডিস্পেন্সারী কমিটীর Vice President, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের Visitor।

জেলা খুলনা বাগের হাটের অন্তর্গত হাবেলী বাসাবাটীর নাগ-

বংশ। আদিপুরুষ রাজা মীনকেতন। তৎপুত্র রাজা জ্যোতি-প্রকাশ। তৎপুত্র রাজা গুণেশচন্দ্র। এই বংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বহুলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চারুচন্দ্র নাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ও প্রধান ছাত্র ছিলেন। এই বংশে ১০ জন গ্রাজুয়েট ও ২৯ জন Undergraduate আছেন (১) শ্রীযুত সুখলাল নাগ B. L. ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র নাগ B. L. ইহারা খুলনা জজকোর্টে ওকালতী করেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ মধ্যে দত্ত, সেন, কর, গুহ, পালিত, দাস, সিংহ ও দেব এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক।

উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের মধ্যে গুহ ঘর নাই। বারেন্দ্রে মিত্র নাই।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজ সাড়ে সাত ঘর লইয়া ঘটিত। সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ ও বাৎস্য গোত্রীয় ঘোষ ও বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ কুলীন। মৌদগল্য গোত্রীয় দাস, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র ও কাশ্যপ গোত্রীয় দত্ত সন্মৌলিক। ইহারা অন্যত্র হইতে আসিয়াছেন। সাণ্ডিল্য ঘোষ এক ঘর। কাশ্যপ গোত্রীয় দাস এক ঘর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সিংহ একপোয়া ও মৌদগল্য গোত্রীয় কর একপোয়া এই আড়াই ঘর সামান্য মৌলিক। এই সাড়ে সাত ঘর মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত আছে।

বঙ্গে ও বঙ্গের বারেন্দ্র ভূমিতে নাগবংশের যে দুই শাখা দুই স্থানে বসতি স্থাপন করিলেন তাহারা শঙ্কর নাগের পুত্র দেবদত্ত

(১) বংশ পরিচয়

নাগের বংশধর বটে। বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নাগবংশ উভয়েই এক পূর্ব্ববর্ত্তীর সন্তান, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ গোত্র ও প্রবর সমস্তই এক। সৌপায়ন গোত্রীয় দশরথ নাগের পঞ্চ প্রবর :—সৌপায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য অপসার ও নৈয়ধ্রুব। বারেন্দ্রের শিবনাগের বংশধর কর্কট নাগেরও এইরূপ একই গোত্র ও প্রবর বটে। তদানীন্তনকালে এই উভয় নাগবংশই অতিশয় প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত ছিলেন।

বল্লালের কুলবন্ধন সংস্কারে ক্ষত্রিয় কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ৪ ঘরকে কুলীন মর্য্যাদায় রাখিয়া দশরথ নাগ প্রভৃতিকে কিঞ্চিত গুণহীন বলিয়া কুলীনের মীমাংসক ও আশ্রয় স্থান বঙ্গজ মধ্যল্ল করিলেন।

৪৬ (১) একোনবিংশতি গৌড়া নাগ নাথোঽথ দাসকঃ।
সপ্তগুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যা সৎকুলোদ্ভবাঃ॥

মিশ্রকারিকা

গৌড়দেশস্থ ঊনবিংশ ঘর কায়স্থ এবং নাগ নাথ ও দাস ইহারা সৎকুলজাত ক্ষত্রিয়।

(২) নাগঃ সৌপায়নো গোত্রং পরাশরঃ নাথস্তথা।
কুলধর্ম্ম বিধানেন মধ্যল্লৌ তৌ বভূবতুঃ॥

সৌপায়ন গোত্রীয় নাগ ও পরাশর গোত্রীয় নাথ উভয়ে বিধানানুসারে মধ্যল্ল হইলেন।

৩ (ক) কুলীন কুল রক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
গুণমেতং সমাশ্রিত্য মধ্যল্ল কুলমুত্তমম্॥ ইত্যাদি

মিশ্রকারিকা

৩ (খ) কুলীন কুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল্ল কুলমুত্তমম্ ॥

কুলদীপিকা

কুলরক্ষার্থে কুলীনের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিতেন বলিয়া গুণসম্পন্ন কায়স্থ মধ্যল্ল নামে খ্যাত হইলেন।

(৪) দত্তাদি নাগ পর্য্যন্তং মধ্যল্ল পরিকীর্ত্তিতাঃ।

মিশ্রকারিকা

নাগ, নাথ, দত্ত, দাস মধ্যল্ল পদ প্রাপ্ত হইলেন।

দশরথ নাগের পিতা পিতামহ এককালে মগধের রাজা ছিলেন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বঙ্গে আসিয়া কালচক্র নেমির ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে একদা অধঃপতিত হইলেন। চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ৪৭

কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততোবা।
নীচৈ গচ্ছত্যু পরিচদশা চক্রনেমিক্রমেন ॥

মেঘদূত

সুখ দুঃখ চিরদিন কার অনিবার ?
চক্রনেমি সমদশা ঘোরে বার বার ॥

যে নাগবংশ এককালে অসিজীবি ক্ষত্রিয় ছিল কালনেমির চক্রে আজ তাহারা মসিজীবিতে পরিণত হইয়াছে। রাজ্য শাসনই যাহাদের উপজীবিকা ছিল, আজ উঞ্ছবৃত্তিই তাহাদের জীবনোপায় হইয়াছে। নিরবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখ কে ভোগ করিতে পারে ?

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

দশরথ নাগের বংশধর জিতামিত্র নাগের ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এক কন্যা যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও অপর কন্যা চন্দ্রদ্বীপের রাজা বাসুদেব নারায়ণ বিবাহ করেন। রাজশ্বশুর বলিয়া এই নাগবংশ বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বহু সম্মানিত। বরিশাল জেলায় এই নাগবংশের আভনাগের বংশ কাশীপুরে, রামানন্দ নাগের বংশ কড়াপুরে, জগন্নাথের ধারা দেহেরগাতি গোপীবল্লভের ধারা সোলনাতে এবং রামানন্দের অপর ভ্রাতা ভুবনানন্দ নাগের ধারা জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর-টাউন রাজবল্লভপুরে এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ নয়নানন্দের ধারা নারায়ণ-গঞ্জের নিকটবর্ত্তী বারদীগ্রামে বাস করিতেছেন। এই বারদীর
৪৮ নাগবংশে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গভর্নমেণ্টের উচ্চপদে কাজকর্ম্ম করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রায় ২০ জন উচ্চশিক্ষিত; এসিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া চাকুরী ব্যবসা প্রভৃতি নানা-বিধ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গভর্নমেণ্টের উপাধিপ্রাপ্ত রায় বাহাদুর স্বর্গীয় রেবতীকান্ত নাগ। ইনি অস্থায়ীভাবে পাটনার জজ ছিলেন। শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত নাগ ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজ ছিলেন। স্বর্গীয় শিব-চন্দ্র নাগ ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র নাগও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্বর্গীয় শম্ভুচরণ নাগ ঢাকা কলেজের প্রথম এম, এ। তিনি সবজজ ছিলেন। শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত নাগ ও শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র নাগ মুন্সেফ। মিঃ

বসুধাকান্ত নাগ, মিঃ নলিনীকান্ত নাগ ও মিঃ নির্ম্মলকান্ত নাগ ইহারা ব্যারিষ্টার। ইউরোপ প্রত্যাগতদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ। বিশ্ববিশ্রুত J. C. Bose এর Bose Institution এর অধ্যাপক। বিলাতপ্রত্যাগত মিঃ উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ এক্ষণে বেনারস ইউনিভারসিটীর অধ্যাপক। ইনি সেরপুরের খ্যাতনামা Dr. B. L. Choudhuriর কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। শ্রীমতী লীলাবতীদেবী I. A. পাশ করিয়া B. A. পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই B. A. পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। পড়িবার সময় তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। সম্রাট আকবরের সময়ে কড়াপুরের কীর্ত্তিমান নয়নানন্দ নাগ প্রথমতঃ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া ৪৯
ত্রিপুরাতে আসেন। তৎপর বারদীতে বিবাহ করিয়া সেইস্থানে স্থায়ী হইয়াছেন। এবং তাঁহারই বংশধরগণ বারদীর নাগ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ।

পূর্ব্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আধ ক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে ১২৩৫ সনের ৬ই ভাদ্র দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীনদয়াল ও মাতার নাম ত্রিপুরা সুন্দরী। দুর্গাচরণ শিশুকালঅবধি সুশীল, সরল, সচ্চরিত্র ও বিনীত স্বভাব ছিলেন। তিনি দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজদিয়া জগন্নাথ দাসের কন্যা প্রসন্নকুমারী। ইনি অল্প বয়সে মারা যান। তৎপর নিজ গ্রামে রামদয়াল ভূঞার কন্যা শরৎকামিনীকে বিবাহ করেন। দুর্গাচরণ

"সাধু নাগ মহাশয়" নামে সমস্ত বঙ্গে পরিচিত। নাগ মহাশয় পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "নাগ মহাশয়ের ন্যায় ধার্ম্মিক আমি ভারতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাই না।"

হুগলী জেলা নিবাসী এবং এক্ষণে কলিকাতা প্রবাসী Dr. Kali Das Nag M.A. Ph. D.; D. Litt. ভারত বিখ্যাত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত চায়না ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিকনাপ অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য গিয়াছিলেন। ইনি নানা ভাষাবিদ। Dr. Nag, Modern Reviewর সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা বি,এ
৫০ উপাধিধারী শ্রীমতী শান্তাদেবীর পানিগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি Calcutta University Post Graduate বিভাগের Lecturer, এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্থাপিত Greater India Society র Secretary.

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল সবডিভিসনের অধীন বাসাইল গ্রামের স্বনামখ্যাত শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র নাগ M. A, প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অবসর ও পেন্সান প্রাপ্তে এখন ঢাকা ওয়ারীতে আছেন। বিচারকভাবে তিনি সুনাম ও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্টকাল সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত আছেন। বিরু প্রভৃতি ৩ খানা বই লিখিয়াছেন। মাসিক পত্রিকার সমালোচনায় বইগুলি প্রশংসিত। তিনি অতিশয় তেজস্বী বিচারক ছিলেন। ব্যবহার সরল ও অমায়িক। উল্লিখিত

বইগুলির মধ্যে "ডেপুটী জীবন" নামীয় বইখানাতে তাঁহার আত্ম-কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। কিরূপ বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া উন্নতিলাভ করা যায় তাহা তাঁহার আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা এই বইখানাতে উপন্যাস আকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

আসাম বিভাগে, হরদয়াল নাগ মহাশয়, একজন কংগ্রেসের প্রধান ও একনিষ্ঠ সেবক।

বিম্বিসারের সময় হইতেই নাগবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সেই সময় হইতেই ইহারা উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে দুই শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণী অসিজীবী ক্ষত্রিয় ও অপর শ্রেণী যাহাদের লিপি কার্য্যই ব্যবসা ছিল তাহারা মসিজীবী কায়স্থ বলিয়া, খ্যাত।

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়ানাং গণে ক্রমাৎ।
তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তঃ তন্ত্রী গৃহপতি সমৌ॥
লিপিকারোঽক্ষর চনোক্ষর চুঞ্চুশ্চ লেখকঃ।

কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় এ সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দকৃত কায়স্থকারিকাতে উক্ত হইয়াছে যে—

"ঘোষ বসু গুহ মিত্রা দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্ভবাঃ॥
একোন বিংশতির্গৌড়াঃ নাগ নাথোঽথ দাসকঃ।
সপ্তগুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যাঃ(ক্ষত্রিয়) সৎকুলোদ্ভবাঃ॥

অবস্থার পরিবর্ত্তনে দেবদত্ত নাগ কোলঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া

প্রথমতঃ বঙ্গের রাঢ়দেশে আসিয়া বসতি করিতে থাকেন। তদ্বংশ-ধরগণ বঙ্গে আসিয়া কায়স্থ বলিয়া সমাজে চলিতে লাগিলেন। মধ্যপ্রদেশ ও বিহার হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ বঙ্গদেশে আসিয়া অন্যান্য বাসিন্দার ন্যায় বাঙ্গালী ও কায়স্থ বলিয়া অভিহিত ও পরিচিত হইতে লাগিলেন। স্মরণাতীতকাল যাবৎ পূর্ব্ববর্ত্তিক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে পৈতা পরিত্যাগ করিয়া এ প্রদেশে আসিয়াও তাহারা আর উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই। পশ্চিমদেশ হইতে আগত কায়স্থ মাত্রই ক্ষত্রিয় এ সম্বন্ধে কাশী, দ্রাবিড় ও বাঙ্গালার প্রধান প্রধান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন। বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যবিবরণীতে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।
*২ প্রধান কয়জন পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিলেই একথা সমর্থিত হইবে।

কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীবাপুদেব শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি ৪০ জন পণ্ডিত ১ম ব্যবস্থা ও মহা-মহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন (নবদ্বীপ), শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ভাটপাড়া) ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (সেরপুর), কামাখ্যা তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ (সংস্কৃত কলেজ) প্রভৃতি ১৭ জন এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থা এবং কাশী, কাঞ্চি,দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের ৬ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী, স্বামী রাম-মিশ্র শাস্ত্রী, রঘুবর ত্রিবেদী, পণ্ডিত জগন্নাথ বেদান্তি, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তৃতীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন। কালীবর বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার তর্করত্ন (বিক্রমপুর) প্রভৃতি বঙ্গের আরও প্রসিদ্ধ

পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে চতুর্থ ব্যবস্থা দিয়াছেন। উল্লিখিত ব্যবস্থাপক সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আবশ্যকীয় শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে সমস্ত শাস্ত্র হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন ঐ সকল ব্যবস্থাপত্রেই তাঁহারা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যবিবরণীতে উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবং "ব্যবস্থাপত্র মালা" নামক একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। স্বনামখ্যাত ব্যবহার-জীবী শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ তাঁহার "ব্যবস্থাদর্পণ" নামক হিন্দু আইনের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন :—

On Kayasthas. ৫৩

"It appears from the Vyoma Sanhita and Vijnanatantra, also from the Sanhitas of Narada, Yajnabalkya, Yama, Vrihaspati and Vyasa also from Kalaprova, Skandapurana, Padmapuran and Bhabishyapnrana and also from the Mitakshara, Viramitroday and that the Kayasthas formed a division of the Kshatriya caste, and that they differed from the other Kshatriyas only in not being soldiers and warriors as they are. But accountants and writers by profession."

ব্যোমসংহিতা, বিজ্ঞানতন্ত্র, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, বৃহস্পতি ও

ব্যাস সংহিতা, কালপ্রবাহ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মিতাক্ষরা ও বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি হইতেও দেখা যায় কায়স্থরা ক্ষত্রিয়।

লেখার কার্য্য করে বলিয়া এইরূপে অসিজীবী ও মসীজীবী ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

অসিনা রক্ষিতং রাজ্যং মস্যাদিস্থাপনায়চ।
উভৌ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়াকিল॥

যজুর্ব্বেদীয় বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ড

অর্থাৎ অসিদ্বারা রাজ্য রক্ষিত হয়, মসী দ্বারা স্থাপিত হয়।

কঃ শব্দে ব্রহ্মা, আয় শব্দে বাহু, স্থ শব্দে জাত বা স্থিত অর্থাৎ
৪ ব্রহ্মার বাহুতে থাকিয়া যিনি উৎপন্ন হইয়াছেন তিনি কায়স্থ।

পরাশরীয় কুলার্ণব গ্রন্থ।

ক্ষত্র শব্দেন কায়ং স্যাদিয়েতি স্থিতি বাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥ তত্ত্বাম্বুধি

অর্থাৎ ক্ষত্র শব্দে কায়, ইয় শব্দ স্থিতি বাচক। তজ্জন্য ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কায়স্থ। কায়ে তিষ্ঠতিঃ যঃ সঃ কায়স্থ। তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই চারিটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগের সমষ্টিকে কায় বলে। এই চারিটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা লেখনী ধারণ করিবার নিয়ম ছিল, তজ্জন্য লিখনবৃত্তি যাহার জীবিকা তিনি কায়স্থ।

ক শব্দার্থে ব্রহ্মা আর বাহু অর্থে আয়।
উভয়ে মিলিয়া ব্রহ্মার বাহু অর্থে কায়॥

ক=ব্রহ্মা, আয়=বাহু, কক্ষ হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বাহু, করতলের কনিষ্ঠা ও অণামিকা অঙ্গুলীর মূলদেশকেও কায় বলে। ইহাতে স্থির হইতেছে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে ও কায়স্থ কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কায়স্থতত্ত্ব

কাশীরাম দাসের মহাভারত—

যমের বচনে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে বায়ু হ'তে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়ি পত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈ'ল চিত্রগুপ্ত নামে॥

কোন কোন সম্প্রদায় I. L. R. Vol X. Cal Page 688, উল্লেখ করিয়া কায়স্থকে তীব্র শ্লেষ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকটতায় ব্রাহ্মণাদি যেমন দুই সহস্র বৎসর পৈতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়ও ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদি জাতিভেদ ভুলিয়া ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অসবর্ণ বিবাহাদি নিষিদ্ধ ছিল না।

প্রেম বিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবী নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যাদান॥
রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় এককের সন্তান॥

ব্রাহ্মণগণ শঙ্করের সময় হইতে পৈতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থগণের মধ্যে উপবীত গ্রহণের আন্দোলন শঙ্করের সময় বা তৎপরবর্ত্তী কালেও জাগে নাই। উপবীত গ্রহণ না করার দরুণ মোকর্দ্দমা বিরুদ্ধ নিস্পত্তি হইয়াছে কিন্তু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদ্য করিয়া জাষ্টিস্ ফিল্ড ও জাষ্টিস্ ম্যাকডোনাল্ড এইরূপ নিস্পত্তি করিয়াছেন।

"We think the whole question has been fairly Summed up in the following Passage of Baboo Syama Charan Sarker's Vyabasta Darpana. There is therefore a preponderance of authority to evince
৫৬ that the Kayasthas of Bengal or of any other country were Kshatriyas", এই নজীরের বিরুদ্ধে আরও দুইটী নজীর নিস্পত্তি হইয়াছে। বাঁকীপুরের সবজজ অবিনাশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় চিত্রগুপ্তের বংশধর কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন (original Suit No 26 of 1897. Mussamat Ram Rebati Kuer versus Mussamat Rukmmini Kuer)। অতঃপর এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে আর একটি মোকর্দ্দমা হইয়াছে। (Tulsi Ram Versus Behari Lal Indian Law Report Vol. XII. Page 328. Allahabad Series)। তাহাতে প্রধান বিচারপতি মুক্তকণ্ঠে কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিজনেল বেঞ্চের মীমাংসার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে অন্যান্য দ্বিজাতির

মধ্যে উপনয়ন, হোম ও অশৌচ বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলেও তাহারা যৎকালে শূদ্র বলিয়া গণ্য হয় না তখন ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া কখনও গণ্য করা যায় না। অশৌচকাল দ্বারাও ইহা সাব্যস্ত হয়। এই নজীরটী বঙ্গদেশীয় কলিকাতা হাইকোর্টের না হইলেও কায়স্থ-গণের আদি নিবাস ঐ এলাহাবাদ হাইকোর্টের অধীন। কায়স্থ-গণ যে যে স্থান হইতে আসিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

"কোলঞ্চ নগর ধাম দেবদত্ত নাগ নাম,
প্রথমে আইলা বঙ্গদেশে"।

উপবীতী ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয় শুদ্ধতে তথা॥
বৃহন্নারদীয় পুরাণ

উপবীতী ক্ষত্রিয় ১২ দিন ও অনুপবীতী ক্ষত্রিয় এক মাসে শুদ্ধি লাভ করেন(১)। হিন্দুশাস্ত্রের আইন নজীর দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিশদরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-গণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় যথা সম্ভব সত্বর উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়াকর্ম্ম, অশৌচ ধারণ ও নিয়মাচার প্রতিপালন করিয়া পূর্ব্বপুরুষের সন্তান

(১) অনুপবীতী কায়স্থগণও ১২ দিনে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এই সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রদত্ত ব্যবস্থা—"ব্যবস্থামালা" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপত্রমালা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে বিনামূল্যে বিতরিত।

বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হউন এবং ক্ষত্রিয় কায়স্থবংশের চির গৌরব রক্ষা করুন।

সংস্কৃত কলেজে একজন কায়স্থ ছাত্র পড়িবার জন্য অধিকার পাইবার প্রার্থনা করিলে অন্যান্য অধ্যাপকগণ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বিতীয় চরিত্র মহাপণ্ডিত স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "কায়স্থক্ষত্রিয়" এই অভিমত দিয়া ভর্ত্তি হইবার অনুমতি দেওয়ান (১)। অতঃপর কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় নয় এরূপ কেহ বলিলে উহা অজ্ঞতারই পরিচায়ক হইবে। পরন্তু নাগবংশ স্মরণাতীত কাল যাবৎ উপবীত হীন হইলেও তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আরও ভূরি ভূরি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পুস্তকের

কলেবর বৃদ্ধি হইবার ভয়ে লিখিত হইল না। স্বামী বিবেকানন্দকে কেহ কেহ সন্ন্যাসী হইবার অধিকার নাই বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি "যমায় ধর্ম্ম রাজায়" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন "আজিও ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন চিত্রগুপ্তের নাম স্মরণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিতেছেন। আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহাদের সকলেরই সন্ন্যাসী হইবার অধিকার আছে। আমার

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ বাঙ্গালা ১২৫৮ সনের ৮ই চৈত্র তারিখের রিপোর্টের অনুবাদ। ৺বিহারীলাল সরকার প্রণীত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিত ১৪ অধ্যায়

জাতি হইতেই বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে" (ভারতে বিবেকানন্দ)। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবও এই জাতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

দার্শনিক ডাক্তার পি, কে, রায়—তর্কশাস্ত্র অর্থাৎ Logic সম্বন্ধে গ্রন্থ রচয়িতা। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বাঙ্গালী প্রিন্সিপাল। ইহার Logic ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে পাঠ্য ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচয়িতা। প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদ বধ।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—প্রত্নতত্ত্ববিদ ও এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম সম্পাদক।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়—রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচক।

রায় বাহাদুর কানাই লাল দে সি, আই, ই কেমিষ্ট, ইনি ভারত ভৈষজ্য দ্বারা প্রথম ঔষধ প্রস্তুত করেন। Scurvy ও সামুদ্রিক পীড়ার অমোঘ ঔষধ ও তালিকা প্রস্তুত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—হিন্দু অদ্বৈতবাদের মহিমা আমেরিকা ও ইউরোপে প্রচারক, পৃথিবীর ধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিনিধির সমবেত সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা, ধর্ম্ম প্রচারক, বেলুড় মঠ প্রভৃতির স্থাপয়িতা, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রধান শিষ্য।

জগদীশচন্দ্র বসু—উদ্ভিদের বোধ শক্তির আবিষ্কারক, বেতার-বার্ত্তার প্রথম প্রবর্ত্তক ও জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

অক্ষয় কুমার দত্ত—ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়, পদার্থ বিজ্ঞান ও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচয়িতা।

শিশির কুমার ঘোষ—ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্র ও Spiritual Magazine এর প্রথম প্রবর্ত্তক। ইনি শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত, Lord Gouranga প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা প্রবর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্মজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রথম বিভাগীয় বাঙ্গালী কমিশনার, ঋগ্বেদের অনুবাদক, ও বিখ্যাত সাহিত্যিক। ১৮৯৯ সনে লক্ষ্ণৌ
৬০ কংগ্রেসের সভাপতি।

দ্বারকানাথ মিত্র—হাইকোর্টের জজ।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ—শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী, আইনজ্ঞ, প্রথম এডভোকেট জেনারেল ও ভারতমন্ত্রী সভার প্রথম আইনজ্ঞ মন্ত্রী। ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেসের সভাপতি।

শ্রীনাথ দাস—প্রধান ব্যবহারজীবী।

লালমোহন ঘোষ—প্রথম ব্যারিষ্টার, ১৯০৩ সনে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি।

মনমোহন ঘোষ—প্রধান ব্যারিষ্টার।

বি, এন, বসু—১৯১৪ সনে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি।

আনন্দ মোহন বসু—প্রথম রেঙ্গলার। ১৮৯৮ সনে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি।

ডাক্তার নীলরতন সরকার—শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ডাক্তার।

ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ এম্, ডি,—কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

ডাক্তার আর, জি, কর—ইনি দেশীয় মেডিক্যাল স্কুল প্রথম স্থাপন করেন। বহু চিকিৎসাগ্রন্থ ও করমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—কলিকাতার প্রধান ডাক্তার।

ডাক্তার চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর—দেশীয় ভৈষজ্য দ্বারা বহু ঔষধ তৈয়ার করেন।

ডাক্তার জগবন্ধু বসু—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইনিই কলিকাতার প্রধান এলোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন।

মেজর বি, কে, বসু—প্রধান ডাক্তার।

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র—হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী চীফ জাষ্টিস্।

চন্দ্রমাধব ঘোষ—হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিস।

সারদা চরণ মিত্র—হাইকোর্টের জজ।

অশ্বিনী কুমার দত্ত—দেশনায়ক, "ভক্তিযোগ্" রচয়িতা।

বনমালী রায়—রাজর্ষি।

বি, কে, বসু—কলিকাতা কর্পোরেসনের মেওর।

শ্রীশচন্দ্র বসু—পাণিনী ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ কারক, বেদবিদ্।

রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এম, আই—রেলওয়ে লাইনে জল-

স্রোত বন্ধ হওয়ার দরুণ ম্যালেরিয়া বীজের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই,—প্রভাত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা, প্রভৃতি পুস্তক রচয়িতা, বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট উন্নতি সাধক। ইহার ভাষা কালীপ্রসন্ন ভাষা বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইনি "বান্ধব" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রতিযোগিতায় এই পত্রিকা বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের সমকক্ষ ছিল। ব্যক্তিগত মনীষার প্রভাব ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্র—টেকচাঁদ ঠাকুর নামকরণে রহস্যময় গল্প
৬২ লেখক। বঙ্গভাষার উন্নতি সাধক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতমপেঁচার নকসা রচয়িতা। সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদক।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে—Fock Tales of Bengal প্রভৃতি লেখক।

এন, এন, ঘোষ—অধ্যাপক, Editor ও বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্য সেবক।

হরিনাথ দে—ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। ইনি ২৬।২৭টি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত, অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবী।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব—সংস্কৃত ভাষায় "শব্দকল্পদ্রুম" নামক বৃহৎ অভিধানের সঙ্কলয়িতা।

স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু—প্রথম বাঙ্গালী জুডিসিয়েল কমিশনার।

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বসু—ইংলণ্ডের ষ্টেট সেক্রেটারীর প্রথম বাঙ্গালী সভ্য।

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র—ভারতীয় মন্ত্রণা সভার প্রথম বাঙ্গালী সভ্য।

লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস—ব্রাজিলে ও বিদেশে প্রথম বাঙ্গালী সেনাপতি।

লেপ্টন্যাণ্ট সুশীলকুমার ঘোষ—বর্ত্তমানে ইনি বাঙ্গালোর ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে ৫৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত আছেন; এখনও অবিবাহিত বয়স ২৪ বৎসর মাত্র।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—বাঙ্গালা ও নাগরী ৬৩
ভাষায় বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লেখক।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ (Principal), বঙ্গভাষায় প্রথম পাটীগণিত সঙ্কলয়িতা।

সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—অদ্বিতীয় অস্ত্রচিকিৎসক।

লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ—সর্ব্বোচ্চ রাজ সম্মানে ভূষিত। ইনি ভারতবর্ষের Standing Council এর Advocate General, ভারত সম্রাটের আইন সদস্য। ১৯০৫ সনে Knight উপাধি প্রাপ্ত হন ও বোম্বে কংগ্রেসে সভাপতি হন। ইনি Bengal Executive Council এর সদস্য। ইউরোপের মহাযুদ্ধের পর সন্ধিপত্র মোসাবিধা করিবার জন্য আহুত হইয়া বিকানিরের মহারাজার সহিত সন্ধিপত্র দস্তখত করেন। K. C. উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯

সনে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডে ভারত সচীবের সহকারী (uuder Secretary) হন। সেই সময় তিনি ইংলণ্ডে লড সভায় কার্য্য করেন। অতঃপর বিহার ও উড়িষ্যায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (গভর্ণর) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি K. C. S. I., The Freedom of the City of London উপাধি পাইয়াছেন, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের বিচারক নিযুক্ত হন।

এখনও হাইকোর্টের অধিকাংশ জজই কায়স্থ।

উল্লিখিত ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী কায়স্থগণ ব্যতীত অপরাপর কৃতী কায়স্থ সন্তানগণ ঃ—রাজ নারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু,
৬৪ শ্রীনাথ ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামদুলাল সরকার, প্রিয়নাথ ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ঘোষ ওরফে রামশর্ম্মা, অমৃতলাল বসু, প্যারীচরণ সরকার, বিপিন চন্দ্র পাল, রামচন্দ্র মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, রায় গঙ্গাচরণ সিংহ বাহাদুর, কালী প্রসাদ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু), প্রমথ বাবু (লাটু বাবু), হরচন্দ্র দত্ত, কৈলাস চন্দ্র বসু প্রভৃতি। এই সকল ব্যক্তি বর্ত্তমান শতাব্দী ও বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল যাবত নিজ নিজ কীর্ত্তি ও প্রতিপত্তি রাখিয়াছেন। বাৎস্য গোত্রীয় বিজয় সিংহ লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়া

উহার নাম সিংহল রাখিয়াছিলেন। যে কায়স্থবংশে ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই কায়স্থ জাতি যে কোন জাতি বা বংশ হইতে হীন বা নিকৃষ্ট নয় ইহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। আত্মাভিমানী বা নিন্দুক ব্যতীত কেহ ইহা অস্বীকার করিবেন না। সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা এখন দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া ব্রাহ্মণাদী সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন, তাঁহারাও এই ক্ষত্রিয় কায়স্থবংশ সমুদ্ভূত। সুতরাং কায়স্থবংশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অধিক লেখাই নিষ্প্রয়োজন। এই কায়স্থগণ মধ্যে এখনও ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্ম্মা রাণা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

"গুহশ্চ বললোধৌচ শর্ম্মা বর্ম্মাচ ভূমিকঃ। ৬৫
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব রাণাদিতৌচা পালকঃ।

কুলদীপিকা

চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন, চিত্রাঙ্গদ এই সমস্ত পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত নৃপতিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও খ্রীষ্টজন্মের পর সাতশত বৎসরের উপর পূর্ব্বাবধি নাগবংশ, ভোজ, শূর, পাল ও সেন বংশীয় কায়স্থ সম্রাটগণ পাঠান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যশাসন করিয়া আসিয়াছেন। দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে কায়স্থ ভূঞা চন্দ্রনারায়ণ বসু, প্রতাপাদিত্য গুহ, চাঁদ কেদার রায়, মুকুন্দ রায়, লক্ষ্মণ মাণিক্য। এই পাঁচ জন, করদ রাজার ন্যায় দিল্লীতে কর দিয়া স্বাধীন রাজা স্বরূপে রাজত্ব করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে, কায়স্থজাতী যে বঙ্গদেশে

ভূস্বামী ও সমাজপতি তাহা লিখিয়াগিয়াছেন। ভাগলপুর, দিনাজপুর, চাচড়া, পাইকপাড়া, শোভাবাজার, লক্ষ্মীকোল, উজানী, সেওড়াফুলী, আন্দুলের রাজা প্রভৃতি বহুরাজা ও বড় বড় জমিদারগণ আদিম কালাবধি এখনও রাজ্য ও জমিদারী শাসন ও সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সীতারাম ও উদয়নারায়ণ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদারই কায়স্থ। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়াই সর্ব্বশাস্ত্রের অধিকারী।

"কায়স্থ গুরু"

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও কায়স্থগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নির্ব্বিশেষে
৬৬ উক্ত চারি বর্ণকেই মন্ত্র দিয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হইল। নরোত্তম ঠাকুর, ঢাকা জেলার সানড়া গ্রামের কায়স্থবংশীয় মনমোহন গোস্বামী, তাহার বংশধরেরা মোহান্ত ও গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। রাঢ় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতি ইহার শিষ্য। পাবনা জেলার কায়স্থ কবীচন্দ্র ঠাকুরের বংশ অধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদেরও শিষ্য আছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্র প্রতাপ, সাভার থানার অধীন সামড়া গ্রাম নিবাসী কায়স্থ বিনোদ বিহারী দেব মন্ত্রদাতা গুরুব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি ইহার শিষ্য। ঐ জেলায় আমলীগোলা পরগণায় নিজ ঢাকায় কায়স্থ বংশীয় রাধারমণ দেব গুরুতা ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণাদি জাতি ইহাদের শিষ্য। নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত উরুকুন-

পুরে কায়স্থ গোস্বামিগণের, ব্রাহ্মণাদি জাতি মধ্যে মন্ত্রশিষ্য আছে। ফরিদপুরের হন্দনপুরের বীরচন্দ্র দেব ও ঐ জেলার যাত্রাবাটীর দেব বকসীবংশীয় কায়স্থগণ অধিকারী উপাধিতে গুরুতা ব্যবসায়ী। বর্দ্ধমান জেলার রাণীহাটি গাঙ্গুরিয়া থানার কুলীন গ্রামের রামানন্দ বসু, গোস্বামী ও মোহান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইহার ডুরি না পৌঁছিলে ৺জগন্নাথ দেবের রথটানা আরম্ভ হয় না। ইহার বংশীয়গণ এক্ষণে কটক ও ঢাকা জেলার বাসিন্দা হইয়া মোহান্ত ও গোস্বামী রূপে পূজিত হইতেছেন। টাঙ্গাইলের সিংরাগী গ্রামের বসু বংশও গুরু ব্যবসায়ী। সুতরাং এই কায়স্থগণ ভূম্যাধিকারী ও সাম্রাজ্যের রাজা বলিয়াই কেবল সম্মানিত নয়। বিদ্যাগুরু, মন্ত্রগুরুও বটেন। ফরিদপুরে চড়কাশীম- ৬৭
পুরের বড় আখড়ার মোহান্ত কায়স্থ কুলচাঁদ তৎপর কায়স্থ নিতাই চাঁদ। বর্দ্ধমানে বসু বংশীয় রামচন্দ্র মোহান্ত, ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বজাতি মধ্যে ইহাদের শিষ্য আছে। হালদা মহেশপুরের কায়স্থ সুন্দরানন্দ ঠাকুরের বংশীয়গণ, শক্তিপুরে কালিয়া গোপালের বংশধরগণ, বড় কাঁদরার জয় গোপালের বংশীয়গণ, ভাণ্ডীরবনে নিত্যগোপালের বংশ, ড্যামরায় ব্যাঘ্রগোপালের বংশ, বন্দেশে পুর্ণানন্দ গোপালের বংশ, বেড়াবুচনায় বাসুদেব বংশীয় ও ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ, বগুড়া জেলার মেলা গোপীনাথপুরের নন্দিনী প্রিয়ার বংশধর উত্তর রাঢ়ীয় সিংহ প্রিয়াগণ আজও শত শত শিষ্যকে মন্ত্রদান করিতেছেন। (১)।

---

(১) কায়স্থ পুরাণ ২য় সংস্করণ—শশীভূষণ নন্দী প্রণীত।

বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত

কায়স্থ কবি।

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কবিগণের গ্রন্থের নামোল্লেখ করা গেল না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসুর প্রণীত কায়স্থর বর্ণনির্ণয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—

১। বঙ্গজ কায়স্থ কবি দুর্লভ ২। তৎপৌত্র অনন্তরাম দত্ত ৩। (বঙ্গজ) কানাহরি দত্ত ৪। দক্ষিণ রাঢ়ীয় (মহাভারতকার) কৃষ্ণানন্দ বসু ৫। কৃষ্ণরাম ৬। মহাভারতকার কাশীরাম দাস ৭। (বঙ্গজ) কেবলকৃষ্ণ বসু ৮। (দক্ষিণ রাঢ়ীয়) ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস ৯। খেলারাম ১০। গুরুদাস বসু ১১। গোপীনাথ দত্ত ১২। গোবিন্দ দাস ১৩। গৌরী চরণ গুহ ১৪। চন্দন দত্ত ১৫। জগন্নাথ দাস ১৬। জগমোহন মিত্র ১৭। জয়রাম বসু ১৮। দ্বৈপায়ন দাস ১৯। নন্দরাম দাস ২০। (উত্তররাঢ়ীয়) নরোত্তম ঠাকুর ২১। নারায়ণ দাস ২২। (দক্ষিণ রাঢ়ীয়) নিত্যানন্দ ঘোষ ২৩। ভবানীদাস ২৪। মদন দত্ত ২৫। কবি মহীন্দ্র ২৬। মুকুন্দদেব ২৭। (বারেন্দ্র) ঢাকুর রচয়িতা যদুনন্দন ২৮। রঘুনাথ দত্ত ২৯। রঘুনাথ দাস ৩০। রাজারাম দত্ত ৩১। রামেশ্বর নন্দী ৩২। রামকৃষ্ণ দাস ৩৩। রূপ নারায়ণ ঘোষ ৩৪। রাজা বসন্ত রায় ৩৫। (উত্তররাঢ়ীয়) বাসুদেব ঘোষ ৩৬। মাধব ঘোষ ৩৭। লোকনাথ দত্ত ৩৮। শ্রীকৃষ্ণ দাস ৩৯। গঙ্গাধর দাস ৪০। শ্যামদাস দত্ত ৪১। সীতারাম দাস।

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

মুসলমান রাজত্বের অবসান সময় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ১২ জন ভূঞা অর্থাৎ জমিদার যে স্বাধীন ভাবে বাঙ্গালাদেশ শাসন করিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে ও কায়স্থ ভূঞাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজে সেই সময় হইতে কায়স্থ জাতির প্রতিপত্তি ও প্রভাব চলিয়া আসিতেছে।

১। চন্দ্রদ্বীপে—কন্দর্পনারায়ণ বসু, ২। যশোহরে—প্রতাপাদিত্য গুহ ৩। বিক্রমপুরে—চাঁদ ও কেদার রায় ৪। ভূষণায়—মুকুন্দরাম রায় ৫। ভুলুয়ায়—লক্ষ্মণ মানিক্য শূর ৬। দিনাজপুরে—গণেশ রায় ৭। তাহেরপুরে—বিজয় লস্কর ৮। পুঠিয়ায়—রামচন্দ্র ঠাকুর ৯। বিষ্ণুপুরে—হাম্বির মল্ল ১০। চাঁদ প্রতাপে—চাঁদ গাজি ১১। ভাওয়ালে—ফজল গাজি ১২। সোনার গাঁয়— ৬৯
ঈশাখাঁ। ইহারা বার ভূঞা নামে প্রসিদ্ধ।

প্রথমোক্ত ৫ জন ভূস্বামীদের সৈন্য, গড়, বিচারালয় সমস্তই ছিল। ইহারা প্রবল পরাক্রান্তশালী ছিলেন। বরিশাল জেলায় পটুয়াখালির অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য দনুজমর্দ্দন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর বসু বংশজগণ এখানে রাজত্ব করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দন ও সোনার গাঁয়ের রাজা দনুজমর্দ্দন রায় একই ব্যক্তি (১)। দেব বংশীয় চাঁদ ও কেদার রায় বিক্রমপুর সমাজ। কেহ কেহ বলেন চাঁদ রায়, কেদার রায় দুই ভাই ছিলেন (২)

---

(১) ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে History of India sir H. Elliot Vol. Page 111.

(২) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস। ১৩১৬ সন।

বাস্তবিক তাহা নহে। কেদার রায় চাঁদ রায়ের পুত্র (১) চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পরে সে বংশের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেদার রায়ের বংশের পরবর্ত্তী দুই এক পুরুষ মুন্সী-গঞ্জের দক্ষিণে মুলচরে ছিলেন। এই কায়স্থ রাজগণের রাজত্ব পরগণে বিক্রমপুর। তাহাদের জমিদারী তাহাদের কর্ম্মচারী বৈদ্য বংশীয় নয়াপাড়ার চৌধুরীগণের হস্তগত হয়। জেলা যশোহর, অধুনা খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতখিরা উপবিভাগে গুহ বংশীয় প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত সমাজ, টাকী সমাজ নামে বিখ্যাত। ফরিদপুর জেলান্তর্গত ভূষণায় দেব বংশীয় মুকুন্দরায়ের প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ সমাজ ফতেয়াবাদ সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঢাকা
৭০ জেলার মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি ও ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল প্রভৃতি উপবিভাগে চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর ও ফতেয়াবাদ সমাজ হইতে যে সমস্ত কায়স্থগণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের সমাজ বাজু সমাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দেব বংশীয় ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার কায়স্থগণের আর এক কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহাভারতের সময় ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা প্রাগজ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল। বৈদিক যুগে উহাই কামরূপ নামে খ্যাত। করতোয়া নদীর পূর্ব্ব হইতে মেঘনা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ কাম-রূপের অন্তর্গত ছিল ও করতোয়া নদীর পশ্চিম ভাগ সমস্ত বারেন্দ্র

---

(১) অম্বিকা চরণ ঘোষ প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস। ঢাকা কলেজ ১২৭৫ সন।

ভূমির পূর্ব্বাংশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইত। যোগিনী তন্ত্রানুসারে কামরূপের দক্ষিণ সীমা, ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ; Mr. Godwin বানার নদীর পাড় পর্য্যন্ত একডালার নিকট কামরূপের সীমা উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Tailor ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গা পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল মহকুমা ও মধুপুর গড় সমুদয় কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল এরূপ বলেন। মগধের রাজা মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়, চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকা ফরিদপুর তৎসহ কতকস্থান সমতট ভূভাগ মগধের অধীন ছিল। আসাম মনিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট লইয়া কামরূপ রাজ্য ছিল। এই স্থানের ভূপতিবর্গ সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান
করিত (১)। ৭১

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার বদ্বীপের উপর পূর্ব্ববঙ্গ অবস্থিত। এই পূর্ব্ববঙ্গ মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা সমস্ত জেলা হইতে বৃহৎ। ২৩°৫৮ মিনিট এবং ২৫°২৫ মিনিট উত্তর লঘিমা (ল্যাটিটুড, ইকোয়েটার হইতে উত্তর দক্ষিণের দূরত্ব) এবং ৮৯°৪০ মিনিট এবং ৯১°১৯ মিনিট পূর্ব্ব দ্রাঘিমা (লঙ্গিটুড, মেরিডিয়ান হইতে পূর্ব্ব পশ্চিমের দূরত্ব) মধ্যে অবস্থিত। এরিয়া ৬২৯৩ স্কোয়ার মাইল। ১৯১১ সনের Ceususএ লোকসংখ্যা ৪৫২৬৪২২। উত্তর সীমা গার হিল, ধুবড়ী পশ্চিমে রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, দক্ষিণে ঢাকা, দক্ষিণ পূব কোণে ত্রিপুরা ও শিলেট। দক্ষিণ পূব

(১) A History of civilisation In ancient India By R. C. Dutt.

কোণা ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র মিলিত হইয়াছে।

এই জেলার অন্তর্গত সমস্ত পরগণা হইতে সেরপুর পরগণা বৃহৎ। সেরপুর পরগণা ২৫°,০ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ড উত্তর লঘিমা। ৯০°৩ মিনিট ৬ সেকেণ্ড পূর্ব্ব দ্রাঘিমা মধ্যে স্থিত। এরিয়া ৪৮২১৩৫ একর এবং ৭৫৩°৩৩ স্কোয়ার মাইল। বর্ত্তমান সেটেল-মেণ্টে এরিয়া ৪২২২৫৩ একার, বর্ত্তমান সেটেলমেণ্টের তুলনায় এরিয়া পূর্ব্ব হইতে ৫৯৮৮২ একার কম দেখা যায়। মোট রাজস্ব ৩২৭৪১৵০ আনা। বর্ত্তমান সেটেলমেণ্টের অনুসারে সর্ব্ববিধ প্রজাগণ হইতে মোট ৩৩৪৩০৯৲ টাকা খাজানা ভূস্বামীগণ
৭২ পাইয়া থাকেন। এই পরগণায় ৮৭টি ষ্টেট। সেরপুর পরগণার উত্তর সীমা—উত্তর পশ্চিমভাগ গোয়ালপাড়ার সীমা, পূর্ব্বভাগ গার পাহাড়। পূর্ব্ব সীমা পরগণে সুসঙ্গ। দক্ষিণ সীমা সুসঙ্গ, আলাপসিং, পুখুরিয়া পশ্চিম সীমা পুখুরিয়া ও পাতিলাদহ ; সেরপুর পরগণা পূর্ব্বে পশ্চিমে বিস্তৃত।

এই পরগণায় ৬টি থানা। বিগত ১৯২১ সনের Censusএ থানা সমূহের লোকসংখ্যা ঃ—সেরপুর থানা ১১৯৮৬৯, শ্রীবর্দ্দী মোট ৮৭৮৮৮ মধ্যে অনুমান ২১৯৭২ সেরপুর পরগণায় পড়িয়াছে ও অবশিষ্ট পাতিলাদহ পরগণায় দেওয়ানগঞ্জ থানার অধীন। নালিতাবাড়ী ৮৮৮২১, ফুলপুর ১৭৭৯৯১, হালুয়াঘাট ৭২০২৭ দুর্গাপুর মোট ৯৫০২৬ মধ্যে দুই আনা লোকসংখ্যা সেরপুর পরগণায় পড়িয়াছে। বক্রী সুসঙ্গ পরগণায়।

সেরপুর টাউন জামালপুর সবডিভিসান হইতে ৯ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সেরপুর মিউনিসিপালিটী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে স্থাপিত। ১৮৭২ সনের Census এ লোকসংখ্যা ; মুসলমান পুরুষ ২১৯৭, স্ত্রীলোক ২১০০, মোট ৪২৯৭। হিন্দুপুরুষ ২০৫৩, স্ত্রীলোক ১৬৬৫, মোট ৩৭১৮। মোট লোকসংখ্যা হিন্দুমুসলমান ৮০১৫। ১৯১১ সনে লোকসংখ্যা ১৫৫৯১। এরিয়া ৯°৫। ১৯২১ সনের সেটেলমেণ্ট পরিমাপে এরিয়া ৯।।০ স্কোয়ার মাইল। লোকসংখ্যা ১৭৮১৩। ১৮৭২ সনের Census এর তুলনায় ১৯১১ সনের Census এ ৭৫৭৬ বেশী ও ১৯১১ সনের Census এর তুলনায় ১৯২১ সনের Census এ লোক সংখ্যা ২২২২ বৃদ্ধি। ১৮৭২ সনের Census হইতে ১৯২১ ৭৩
সনের Census পর্য্যন্ত মোট লোক সংখ্যা ৯৭৪৮ বৃদ্ধি হইয়াছে। Census অনুসারে সেরপুর মিউনিসিপালিটির জন সংখ্যা :—

১৮৭২ সনে ৮০১৫ জন, ১৮৮১ সনে ৮৭১০ জন, ১৮৯১ সনে ১০৭৪৪ জন, ১৯৯১ সনে ১২৫৩৫ জন, ১৯২১ সনে, ১৭৮১৩ জন।

সেরপুর টাউন বৈকুণ্ঠপুর, মাধবপুর, সেরী, কসবা, বাড়াকপাড়া প্রভৃতি ৩৬টি মহল্লায় রামনাথখিলাচক্র উল্লেখে টাউনের পশ্চিম দক্ষিণ ভাগ ও রাজবল্লভপুর, নারায়ণপুর, শিববাড়ী প্রভৃতি ৭।৮টি মহল্লা লইয়া নারায়ণপুর চক্র নামে পূর্ব্ব উত্তর ভাগ থাকে রেকর্ড হইয়াছিল। বর্ত্তমান কেডেষ্ট্রাল সার্ভের পরিমাপে মহল্লার নাম-গুলি একদা উঠাইয়া দিয়া রামনাথখিলা চক্রের নাম সহর সেরপুর ও

নারায়ণপুর চক্রের নাম নারায়ণপুর নামে সেটেলমেণ্টে রেকর্ড হইয়াছে।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবদ্দিনের সময় হইতে মোগল সম্রাট আকবরের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আফগান দস্যুগণ ও পাঠান এবং ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় মুসলমানগণ অল্পকাল স্থায়ীরূপে একে একে বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে রীতিমত রাজত্ব কেহই করিতে পারেন নাই। আকবরের সময় বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা আফগান দাউদখাঁর মৃত্যুর পর হইতে এবং মুর্শিদকুলিখাঁর সময় অবধি বঙ্গদেশ মোগলের রীতিমত শাসনাধীনে আসে। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিরোজশা বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার

৭৪ করিয়াছিলেন। তৎকালীন দলিপা নামক জনৈক কোচরাজা সেরপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। গড়দলিপাতে (বর্ত্তমান গড় জরিপাতে) দলিপার রাজধানী ছিল। ফিরোজশার অধীনে মজলিস খাঁ হুমায়ুন, দলিপাকে নিহত করিয়া এই স্থান দখল করেন। তদবধি সেরপুরে মুসলমান রাজত্ব প্রথম আরম্ভ হয়। দলিপার পূর্ব্বে কড়ৈবাড়ী, গার পাহাড়ের কোচহাজং, জাতীয় সামন্তগণ সেরপুর পরগণার অধিকাংশ স্থান শাসন করিত। গড় জরিপা সম্বন্ধে একটি প্রবাদবাক্য আছে যে, মজলিসখাঁ হুমায়ুন সৈন্য সামন্ত এবং কুলি প্রভৃতি সহ দশকাহনিয়ার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবাদের উপযুক্ত করিবার জন্য আসেন। শুনিয়া ছিলেন যে এখানে এত ধন সম্পত্তি আছে যে একঝুড়ি মাটী তুলিলে দুইঝুড়ি কড়ি পাওয়া যাইবে। গড়জরিপায় প্রবেশ করিয়া

দেখেন যে জরিপা নামক একটি লোক অর্দ্ধাঙ্গ মাটীতে পুঁতিয়া অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে বলিল আমি কিছুতেই এই স্থান ত্যাগ করিব না তবে এই সর্ত্তে আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি যদি এইস্থানে একটি গড় নির্ম্মাণ করিয়া আমার নামানুসারে সেই গড়ের নাম গড়জরিপা রাখেন। (১)

গড়জরিপা, সেরপুরের উত্তর পশ্চিম কোণে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ১১০০ একর জমির উপর এই গড় প্রস্তুত হইয়াছিল। ৭টি মাটীর প্রাচীর দ্বারা এই গড় বেষ্টিত ছিল। ঐ কয়টী প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ৪টি প্রাচীর প্রকাশক দেখিয়াছে। প্রত্যেক ২টি প্রাচীরের ভিতর এক ৭৫
একটি পরিখা। পরিখাগুলি অনুমান ৬০ হাত প্রশস্ত এবং প্রাচীরগুলি উচ্চতায় ২০।২৫ হাতের ন্যূন নয়। পরিখা ব্যতীত অনেকগুলি পুকুরও ছিল। ভিন্ন ভিন্ন নামে চারিদিকে ৪টি বৃহৎ দরজা ছিল। উত্তর দিকের পশ্চাতে খিড়কী দ্বারের সন্নিকটে কোচদের মন্দির ছিল। হুমায়ুনের সময় উহা মসজিদে পরিণত হইয়াছে। বৈশাখ মাসের ৪ দিন থাকিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ৩ দিন এই ৭ দিন পর্য্যন্ত দলিপার মার স্মৃতি স্বরূপ এখানে মেলা বসিয়া থাকে। বাঙ্গালা ১৩০৪ সনে ইংরাজি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে, পরিখা প্রভৃতি পূর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে উঁচু নীচু চিহ্ন মাত্র আছে। এখন অধিকাংশ স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত

(১) J. A. S. B.

হইয়াছে। দক্ষিণদিকের প্রাচীর এখনও উন্নত আছে। পশ্চিম দিকস্থ কালীদহর পরিখায়, কোষ নৌকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট চতুর্দ্দিকে জলময় জঙ্গলপূর্ণ কতকটা স্থান আছে; উহাকে কোষা বলিয়া থাকে। ঐ কালীদহ কিম্বা কোষার স্থানে কেহ ভয়ে যাইতে সাহস করে না। দক্ষিণ দরজার পাথরের দুই খণ্ড দরজা মাটীতে পড়িয়া আছে। হুমায়ুনের কবরের উপর যে পাথর খানা ছিল তাহা স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় The Asiatic Society of Bengalএ পাঠাইয়া দেন। বহুকাল পরে Mr. Blockman সাহেব তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন:—

In the name of God, the merciful, the clement!
৭৬ There is no God but Allah, Mahammed is Allah's Prophet.........O God bless Mahammed, the elected, and Ali the Chosen and Fatima the Pure, and Hasan ....and Hasan......built......The King of the age and period Saifuddunya' waddin Abul Muzaffar Firuz Shah, the King, may God perpetuate his Kingdom and his rule! This (vault) was completed in the Blessed......Ramzan,

পরমকারুণিক দয়ালু ভগবানের নামে! আল্লা ব্যতীত অন্য দেবতা নাই। মহম্মদ আল্লার পেগাম্বর! হে ভগবান নির্ব্বাচিত মহম্মদ এবং মনোনীত আলী এবং পবিত্রা ফতেমা ও হাসেনকে দোয়া কর......এবং হাসেন......নির্ম্মিত......সমসাময়িক রাজা

সৈফুদ্দ্‌নাওয়াদ্দিন অবুল মুজাফর ফিরোজ সা। আল্লা তাঁহার শাসনকাল ও সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী রাখুন। এই খিলান যুক্ত প্রকোষ্ঠ শুভ রমজানে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পাঠান রাজত্বের অবসান সময় পর্য্যন্ত আফগান বংশোদ্ভব রাজগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরশাহ সিংহাসন অধিরোহন করিলে, বঙ্গদেশে সুবাদার দাউদখাঁ তাঁহার আধিপত্য অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহী হন। তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লী হইতে অভিযান হয়। রাজমহলের নিকট ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ পরাভূত হইয়া নিহত হন। ইহার কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালায় ১২ জন ভূঞা অর্থাৎ জমিদার স্বাধীন ভাবে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান শাসন করিতে ছিলেন। যথা ঃ—১। চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণ বসু, ২। যশোহরে—প্রতাপাদিত্য গুহ, ৩। বিক্রমপুরে—চাঁদ কেদ্দার রায়, ৪। ভূষণায়—মুকুন্দ রামরায়, ৫। ভুলুয়ায়—লক্ষ্মণ মাণিক্য শূর, ৬। দিনাজপুরে গণেশ রায়, ৭। তাহিরপুরে—বিজয় লস্কর, ৮। পুঁঠিয়ায়—রামচন্দ্র ঠাকুর, ৯। বিষ্ণুপুরে—হাম্বির মল্ল, ১০। চাঁদ প্রতাপে—চাঁদ গাজি, ১১। ভাওয়ালে—ফজল গাজি, ১২। সোনারগাঁয়—ঈশাখাঁ। হোসেন সাহর রাজত্ব সময় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খিজিরপুরের ঈশাখাঁ ঢাকা বিভাগ অর্থাৎ পূর্ব্ব বাঙ্গালা তাহার শাসনে আনিয়াছিলেন। ঈশাখাঁ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সন্তান। তাহার পিতা, কাশ্যপগোত্রীয় কলিদাস গজদানি জাতিতে ক্ষত্রিয়। ব্যবসা

উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় আসিয়া প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। পাঠানরা তাহার সম্পত্তি লুট করিয়া তাহাকে তাহাদের স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বাঙ্গালায় উপনিবেশী বলিয়া একদা বাঙ্গালী হইয়াছিলেন। তিনি পাঠান নহেন। তাহার পূর্ব্বপুরুষ হস্তী দান করিয়া গন্ধদানী আখ্যা প্রাপ্ত হন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈশাখাঁ রাজত্ব করেন। তাহার স্ত্রীর নাম ফতেমা খাতুন। ঈশা খাঁ সোনার গাঁয় রাজত্ব করিতেন। Mr. Filch ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও পরিভ্রমণ করিতে যান। তদানীন্তন কালীন গঙ্গার মুখে একটি দ্বীপে সোনারগাঁও ও পদ্মা এবং মেঘনার মিলন স্থানে শ্রীপুর অবস্থিত ছিল। এই সব স্থান ঈশাখাঁর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।
৭৮ সোনারগাঁও এবং শ্রীপুর খুব নিকটবর্ত্তী।

নারায়ণগঞ্জের অপর পারস্থ ত্রিবেণীতে, (যে স্থানে লাক্ষানদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে সেই স্থানে) এগার সিন্ধুতে, ঈশাখাঁ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। (১) দিল্লীশ্বরের সেনানী সাহাবাজ খাঁ এবং মানসিংহকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিক্রমের কথা দিল্লীতে রাষ্ট্র হইলে, সম্রাট, তাঁহাকে দেওয়ান ও মসনদ-ই-আলি উপাধি দিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত জঙ্গলবাড়ী ও হয়বত নগরের দেওয়ান সাহেবগণ ঈশাখাঁর বংশধর।

সা কামাল ও সা কামালের দরগা সম্বন্ধে জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Donough এক

(১ বঙ্গদর্শন ষষ্ঠ খণ্ড, ১২৮৫ সন ১১৩ পৃষ্ঠা।

খানা ক্ষুদ্র বাঙ্গলা বই হইতে অনুবাদ করিয়া এইরূপ বিবরণ দিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ৯১০ সন ইং ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে সা কামাল মুলতান হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া বর্ত্তমান সেরপুর টাউনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারে দুর্ম্মুটে স্থায়ী হইয়াছিলেন। দুর্ম্মুট গ্রাম ক্রমে ব্রহ্মপুত্র নদের কুক্ষিগত হইতেছিল। সা কামাল তাহার যাদুবিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহিত স্রোত পূর্ব্ব পার দিয়া সরাইয়া দেন। দুর্ম্মুটে এখনও সা কামালের দরগা বর্ত্তমান আছে। সা কামাল, ঈশা-নদিয়ার খান গাজি ও রাজা মণীন্দ্রনারায়ণ হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোয়ালপাড়ার অধীন কড়ৈবাড়ীর নীচে ব্রহ্মপুত্রের পারে বাকলাইতে তাহার বহু শিষ্য আছে। কড়ৈবাড়ীর জমিদার সা কামালকে বাকলাই নিস্কর দেন। সেখানেও সা কামালের এক দরগা আছে। ১০৫২ সনে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সা কামালের মৃত্যু হয়। ঈশাখাঁর অধীনে ৪ জন গাজি ছিলেন, তন্মধ্যে সেরআলি গাঁজি ঈশাখার সাহায্যে সেরপুর অধিকার করেন এবং পরগণা'র মালিক হন। সেই সময় ব্রহ্মপুত্র নদ জামালপুর ও সেরপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহমান ছিল। তদানীন্তন কালে ব্রহ্মপুত্র নদের এক পারে জামালপুর ও অপর পারে সেরপুর ছিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর অনুমান ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত। (১)। দশকাহন কড়ির উপযুক্ত

(১) সার্ভে জেনারেল মেজর রেনেল্ড সাহেবের অঙ্কিত ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

লোক সংগ্রহ না হইলে খেওয়া নৌকা পারাপার করিত না। ১ কাহন=১৲ টাকা। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদ ১০ মাইল প্রশস্ত ছিল। মোগল রাজত্বের সময় হইতেই এই পরগণা দশকাহনিয়া বাজু নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপিও এই পরগণার নাম দশকাহনিয়া সেরপুর বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়া থাকেন। ৯৯৪ বঙ্গাব্দে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপারে গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত রাঙ্গামাটিয়াতে ও সেরপুর পরগণায় অন্তর্গত দর্শাতে নবাব সরকারের কাননগু কাছারী ছিল। রাঙ্গামাটীয়া কাছারীতে বাকৃলা চন্দ্রদ্বীপের অধীন কড়াপুর নিবাসী ভুবনানন্দ নাগের পুত্র বাণীবল্লভ নাগ দেওয়ান অর্থাৎ কাননগু ছিলেন।
৮০ (তৎকালে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগের কর্ত্তৃত্ব কাননগুর উপর অর্পিত ছিল। নবাব সরকারে ঐ পদ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বহু সম্মানিত ও গৌরবান্বিত ছিল। কাননগু বাণীবল্লভ নাগ, পিতা ভুবনানন্দের সহিত সপরিবারে রাঙ্গামাটীয়ার কাছারীতে বাস করিতেন।

তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কিছুকাল মাত্র বাস করিয়া সেই অত্যল্পকাল মধ্যে দিল্লী শ্মশানে পরিণত করিয়া যান। তৎপর সৈয়দবংশ, লোদীবংশ ইত্যাদি বংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বের পর ঐ তৈমুরলঙ্গের কন্যাকুলের ষষ্ঠ পুরুষ সম্রাট বাবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বাবরের পৌত্র সম্রাট আকবরের শাসন সময় টোড়লমল্ল বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায়

প্রেরিত হন। তিনি ভূঞাদিগকে কৌশলে দমন করিয়া ওয়াশীল তোমার জমা অর্থাৎ Rent Roll of 1582 প্রস্তুত করেন।

স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রামনাথের জমিদারী প্রাপ্তি সম্বন্ধে সেরপুর বিবরণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১২৭৯ সনে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"নবাবি আমলে দর্শায় কাননগু সেরেস্তা প্রতিষ্ঠিত করেন। দর্শানন্দি জমিদারগণের পূর্ব্ব বাসস্থান। রমাবল্লভ মজুমদার নামক জনৈক বৈদ্য কাননগু সেরিস্তার কার্য্যকারক ছিলেন। সেরালি গাজি, ভ্রমণ ব্যপদেশে তাহাকে জলপথে কোন স্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করে। ইহারই পুত্র রামনাথ চৌধুরী, নন্দীবংশীয় আদি জমিদার। তিনি পিতৃহত্যার দরুণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেরপুর পরগণার আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"
তৎপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২৯৩ সনে বংশানুচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"সেরপুর পরগণার পূর্ব্বাঞ্চলে দর্শাগ্রামে বৈদ্যজাতীয় নন্দীবংশোদ্ভব রমাবল্লভ (রমাই) মজুমদার, কাননগু দপ্তরে কার্য্য করিতেন। সেরালির নামানুসারে এ পরগণা সেরপুর নামে অভিহিত হয়। সেইকালে দর্শায় চিকিৎসা ব্যবসায়ী জনৈক বৈদ্যের এক রূপবতী কন্যা ছিল। লোকে ইহার নাম পদ্মগন্ধা কহে। সেরালি তাহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হন। রমাবল্লভ ইহাকে বিবাহ করেন। সেরালি ঈর্ষা পরবশ ও জাতক্রোধ হইয়া সখ্য ব্যপদেশে নৌবিহার প্রসঙ্গে রমাবল্লভকে দুর্গম বিজনপ্রদেশে লইয়া গিয়া হত্যা করেন।

নন্দীবংশ কাশ্যপ গোত্র ; প্রবর :—কাশ্যপ, অপসার, নৈয়-

ধ্রুব। বাঙ্গালা ৮ম শতাব্দীতে ভৃগুনন্দীর ধারায় ও জগদানন্দীর প্রকরণে মহারাজা জম্বুর (জুমর) নন্দী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার সময় ৭৭৫ বঙ্গাব্দ। ইনি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কারিকা লেখেন। ইনি মহারাজাধিরাজ বলিয়া খ্যাত। ইহার বংশধরেরা ২০০ শত বৎসর কাল মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী যাজিগ্রাম সন্নিহিত হিলরা নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তথায় অদ্যাপি "নন্দীর দীঘি" নামে বৃহৎ সরোবর নয়ন গোচর হয়। জম্বুরের অধস্তন ৮ম পুরুষ রমাবল্লভ। তিনি নিহত হইলে তদীয় অনাথিনী অন্তর্ব্বত্নী পত্নী, জ্ঞাতিগণের তদানীন্তন আদিম বাসস্থান হিলড়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। নন্দীকুলের ধুরন্ধর আদি হিন্দু
৮২ জমিদার রামনাথ চৌধুরী ইহারই পুত্র। শিশু রামনাথের ৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে দুঃখিনী মাতা খোয়াসপুর টুণ্ডা নগরে সুবাদার আজিজ খাঁ আজমের নিকট বিচারার্থিনী হইলে, আরবী কেসার বিধিমতে সেরালির সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করেন এবং রামনাথের এ পরগণার জমীদারি লাভ হয়। ইহার সময় ৯৯৪ বঙ্গাব্দ।"

লেখকের পূর্ব্ববর্ত্তী যে বাণীবল্লভ নাগের সহায়তায় ও চেষ্টায় রামনাথ জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সেরপুর বিবরণ বা বংশানুচরিতে তাহার নাম মাত্রও উল্লিখিত হয় নাই। সেরপুর বংশাবলীর ৩৩ পৃষ্ঠায় নাগবংশের কুর্শিনামার Foot Noteএ সংক্ষিপ্ত ভাবে উহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বাণীবল্লভ নবাবি আমলে রাঙ্গামাটীয়ার কাছারীতে দেওয়ানি কর্ম্ম করিতেন। রাঙ্গামাটীয়া গোয়ালপাড়ার পশ্চিমে

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। তিনি পিতামাতা ও পরিবার সহ ঐ স্থানে বাস করিতেন। কথিত আছে রামনাথ চৌধুরীর জমিদারী পাওয়ার সময় বাণীবল্লভ তাহার বিস্তর উপকার করেন। এজন্য রামনাথ চৌধুরী বাণীবল্লভের পুত্র রাজবল্লভকে অনেক তালুক দেন এবং সেরপুরে আনিয়া বসতি করান"।

মৌলবী বসিরুদ্দীন কৃত পারস্য ভাষায় লিখিত রামনাথের জমিদারী প্রাপ্তির বিবরণের অনুবাদ হইতে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লইয়া অবশিষ্টাংশ লিখিত হইল।

তৎকালীন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী টোণ্ডা (Tondah) বাংলার রাজধানী ছিল। খাঁ নাজিম মিরজা ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্বপদ পরিত্যাগ করিলে তৎস্থলে সাহাবাজ খাঁ কুম্বো বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন (১)। তাঁহার শাসন কালে অর্থাৎ ৯৯৪ বঙ্গাব্দে, তাহাদের অধীনে পরগণে সেরপুরের অন্তর্গত দর্শা গ্রামে. নবাব সরকার কাননগু সেরিস্তার একটি কাছারী ছিল। সেখানে (দর্শায়) অবস্থাপন্ন সাবর্ণ গোত্রীয় নন্দীগণ বাস. করিতেন। দর্শা গ্রামের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়া তাড়াই নদী এখনও প্রবাহিতা আছে। প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের বসতির চিহ্ন এ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। দীঘি,. পুকুর, পথ, ঘাট ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ভগ্নস্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে। তৎকালে সেরপুরের মুসলমান বংশীয় সেরালি গাজি ভূম্যাধিকারী ছিলেন। তাহার নামানুসারে এই পরগণা সেরপুর নামে অভিহিত হইয়া

(১) Stewart History Page 113.

আসিতেছে। রমাবল্লভের স্ত্রীর অসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা রাষ্ট্র হওয়ায় কৌশলে তাহাকে দেখিয়া সেরালি মুগ্ধ হন। তাহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র ও কৌশল উদ্ভাবন করিয়া প্রথমতঃ রমাবল্লভের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করেন। একদা বর্ষাকালে রমাবল্লভকে লইয়া সেরালি গাজি নৌ বিহারে বহির্গত হইয়া তাহাকে হত্যা করেন। সেরালির ভয়ে রমাবল্লভের স্ত্রী নবম বর্ষীয় বালকপুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাঙ্গামাটীয়াতে বাণীবল্লভের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাণীবল্লভ তাহাদিগকে টোণ্ডাতে বাঙ্গালার সুবাদার সাহাবাজ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করান। (১)।

৮৪ বিচারে সেরালি গাজির অপরাধ সাব্যস্ত হয়। সেই সময়ের নিয়মানুসারে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে, তাহার ধন সম্পত্তি বাদী ইচ্ছা করিলে লইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিতে

---

(১) ৯৯৪ বঙ্গাব্দে রামনাথ জমিদারী প্রাপ্ত হন। সুবাদার আজিজ খাঁর নিকট সেরালির বিচার হওয়ার কথা বংশানুচরিতে উল্লেখ আছে। সুবাদার আজিজ খাঁ বলিয়া কেহ ছিলেন না। আজিম খাঁ পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তিত নাম খাঁ আজিম কোকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, ৯৯১ বঙ্গাব্দে তাহার পদ পরিত্যাগ করিলে, বাঙ্গালার সিংহাসনে সাহাবাজকুম্বো অধিষ্ঠিত হন।

Stewart's History of Bengal. Second Edition. Page 204.

পারিত। নবাব সরকারে বাণীবল্লভের প্রবল চেষ্টা, উদ্যোগ ও কৌশলে রামনাথ কৃতকার্য্য ও সফলকাম হন। এবং বাণীবল্লভের পরামর্শানুসারে রমাবল্লভের পুত্র রামনাথ সেরালির প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার জমিদারী পাইবার প্রার্থনা করেন। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে তদবধি রামনাথ নবাব সরকার হইতে "চৌধুরী" খেতাব প্রাপ্তে সেরপুর পরগণার প্রথম হিন্দু জমিদার হন। এই কৃতজ্ঞতায় রামনাথ বাণীবল্লভকে প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। অতঃপর বাণীবল্লভ তৎপিতা ভুবনানন্দ ও পুত্র রাজবল্লভ এবং সমস্ত পরিবার সহ সেরপুরে আসিয়া অবস্থান করেন। তাহাদের নিবাস গ্রাম ও রাস্তা অদ্যাপিও "রাজবল্লভপুর" ও "রাজবল্লভপুর রোড" নামে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময় সম্রাটের প্রতিনিধি ইসলামখাঁ রাজমহল হইতে রাজধানী উঠাইয়া ঢাকা নগরীতে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপিত করেন এবং ঢাকা জাহাঙ্গীর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। প্রতিনিধি ইসলামখাঁর শাসনকালে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপুর হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ আনীত এবং ঢাকাতে নূতন মন্দির প্রস্তুত হইয়া তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ বিগ্রহ স্থাপিত হয়। জন্মাষ্টমীর সময় ঐ বিগ্রহের সম্মানের জন্য ঐ সময় হইতে জন্মাষ্টমীর উৎসব হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে ঢাকাতে চিরপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল আজি পর্য্যন্তও বাহির হইয়া দর্শকগণের আনন্দ ও প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই লোক

প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিবার জন্য জন্মাষ্টমীর সময় ঢাকায় বহু লোক সমাগম হয়।

সম্রাট্ আরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়ার পর মুর্শিদকুলি খাঁ হায়দ্রাবাদে দেওয়ান স্বরূপে সম্রাটের অধীনে কাজ করিতেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজস্ব আদায়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া কুরতুলাব খাঁ উপাধি দিয়া ঢাকা নগরীতে প্রেরণ করেন। সেখানে যুবরাজ আজিমওসানের সহিত তাহার অবর্গ হওয়ায় তিনি মুকসুদাবাদে চলিয়া আসেন এবং তথায় বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজ নামানুসারে নূতন রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। মুর্শিদ-
৮৬ কুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। তাহাকে হাজি সফি নামে ইস্পাহনের এক জন বণিক শিশুকাল হইতে প্রতিপালন করিয়া মহম্মদ হাদি নাম রক্ষা করেন। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হওয়ার পরই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। টাঁকশাল স্থাপন করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন এবং রাজ্য শাসন সম্বন্ধে নানারূপ বিভাগ সৃষ্টি করিয়া সুশৃঙ্খলারূপে রাজ্যশাসন করেন। পূর্ব্বে জমিদারগণ ইজারাদার মাত্র ছিল। ইহার সময় রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ভার জমিদারদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ও প্রজা শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা জমিদারদিগকে প্রদান করেন। তাহার সময় হইতে জমিদারের পদ প্রথম সৃষ্টি হয়। কিন্তু অধীন জমিদারগণ হইতে রাজস্ব

আদায়ের ভার তাহার দৌহিত্রী নফিসা বেগমের স্বামী, তাহার দেওয়ান সৈয়দ রেজাখাঁর উপর ন্যস্ত করেন। সৈয়দ রেজাখাঁ ভীষণ অত্যাচারী ও দুর্দ্দান্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন (১)। বাকী পড়া রাজস্বের জন্য বাঙ্গলার কত ভূস্বামী যে কারারুদ্ধ হইয়া তাহার পাশবিক অত্যাচারে জমিদারী ইস্তফা দিতে ও মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রেজাখাঁ জাতীয় বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু জমিদারগণকে আবর্জ্জনা মলমূত্র পূর্ণ খাদের ভিতর নামাইয়া আটক করিয়া রাখিতেন এবং এই স্থানকে "বৈকুণ্ঠ বাস" বলিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করিতেন। এইরূপ অদৃষ্ট ও অভূতপূর্ব্ব পীড়নের কাহিনী সম্বন্ধে Charles Stewart
M. A S. তাঁহার History of Bengalএর দ্বিতীয় সংস্করণে, ৮৭
৪১১ পৃষ্ঠায় যেরূপ প্রাঞ্জল ও জ্বলন্ত ভাষায় এই ভীষণ নিষ্ঠুরতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা দুরূহ। উহা পাঠ করিলে পাঠকগণের শরীর রোমাঞ্চিত হইবে।

"A principal instrument of the Nawab's severity was Nazir Ahmed, to whom when a district was in arrear, he used to deliver over the captive Zemindar, to be tormented by every species of cruelty, as hanging up by feet, bastinadoing, setting them in the sun in summer; and by stripping them naked, spinkling them frequently with cold water in winter.

---

(১) The Musnid of Murshidabad Compiled by Purna Chandra Mazumdar.

But all these acts of severity were but trifles,
compared with the wanton and cruel conduct of syed
Rezi khan, who was married to Naffisah Begum, the
grand daughter of tho Nawab, and who npon the
death of syed Ikram khan, had been appointed
Deputy Dewan of the Province. In order to enforce
the payment of the revenue he ordered a pond to bc
dug, which was filled with everything disgusting,
and the tench of which was so offensive, as nearly
to suffocate who ever approached it, to this shocking
place, in contempt of the Hindoos, he gave the name
of "Baicoont" which, in their language, means
৮৮ paradise, and, after the Zamindars had undergo the
usual punishment, if their rent was not forthcoming,
he caused them to be drawn, by a rope tied under
the arms, through his infernal pond. He is also stated
to have compelled them to put on loose trowsers, into
which were introduced live cats. By such cruel and
horrid methods he exorted from the unhappy
Zemindars everything they possessed, and made them
weary of their lives." এই অমানুষিক অত্যাচার হইতে
সেরপুরের জমিদারগণও অব্যাহতি পান নাই। রামনাথ জমিদারি
প্রাপ্তির পর দর্শাতেই বাস করেন। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের
পুত্র জগজ্জীবন দর্শা পরিত্যাগ করিয়া সহর সেরপুর, কসবা চাকলার
অন্তর্গত গৃদানারায়ণপুরে, বর্ত্তমান ৵১০ আনি বাড়ীর স্থানে ভদ্রাসন

নির্ম্মাণ করিয়া সেরপুরে অবস্থান করেন। ঐ সময় কাননগুর দপ্তর দর্শা হইতে উঠিয়া কসবার কাছারী পাড়ায় এক আমীন দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেরপুরের জমিদারগণ রামনাথের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। (১)। ১১৩২ সনে জয়নারায়ণের শেষ অবস্থা হইতেই মোদনারায়ণ জমিদারী শাসন ও সংরক্ষণ করিতে থাকেন। তৎকালীন নিরিখ বাজেয়াপ্ত ও অনেক প্রকার আবোয়ার ধরিয়া জমিদারগণ প্রজার উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া খাজনা আদায় করিতে থাকেন। তজ্জন্য এ পরগণার অধিকাংশ প্রজাই বিদ্রোহী হয়। তদুপলক্ষে নবাব সরকারের বহু রাজস্ব বাকী পড়ে। বাকী রাজস্বের জন্য মোদনারায়ণ মুর্শিদাবাদে নীত হইয়া ১১৩২ সনে কারারুদ্ধ হন।
তিনি রেজাখাঁর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জমিদারী ইস্তফা দেন। মোদনারায়ণের প্রধান অমাত্য আদিত্যরাম নাগ বহুচেষ্টায় বাকী রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া মুর্শিদাবাদে যান এবং নবাবকে সেলামি এবং বেগমদিগকে নানারূপ মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন। আদিত্যরাম পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া নবাব সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জমিদারী প্রত্যর্পণ করিতে চান। কিন্তু মহৎ অন্তঃকরণ, উদার-চিত্ত, ধার্ম্মিক ও বিশ্বস্ত অমাত্য আদিত্যরাম নিজনামে সনন্দ না লইয়া মালিক জমিদারের নামে সনন্দ লিখাইয়া আনেন। কতিপয়

(১) স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রণীত সেরপুর পরগণার ভূস্বামিগণের বংশানুচরিত।

বৎসর পর আদিত্যরাম নাগের গৃহদাহ হয়। তাঁহাদের সম্পত্তির সনদ পুড়িয়া যায়। ১১৫৫ সনে মোদনারায়ণের মৃত্যু হইলে সূর্য্যনারায়ণ জমিদারীর অধিকারী হইয়াই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ঐ সনে আদিত্যরামকে নূতন কতকগুলি সম্পত্তি সহ পুনরায় সনদ প্রদান করেন (১)। পূর্ব্বোল্লিখিত বংশানুচরিতে সূর্য্যনারায়ণ কারারুদ্ধ ও কৃষ্ণপ্রসাদ নাগ কর্ত্তৃক কারামুক্ত হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহা প্রকৃত নহে। তৎকালে সূর্য্যনারায়ণ বালক ছিলেন এবং পিতৃব্য মোদনারায়ণের পরামর্শমত কার্য্য-শিক্ষা করিতে থাকেন। ১১৫৫ সনে মোদনারায়ণের অভাবে সূর্য্যনারায়ণ জমিদারী প্রাপ্ত হন (২)। আদিত্যরাম নাগ
৯০ মোদনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। সেইসময় কৃষ্ণপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও অতি শিশু ছিলেন কেননা কৃষ্ণপ্রসাদ জমিদারের অধীন হইতে সম্পত্তি খারিজ করিবার জন্য ১২০৮ সনের ১৭ই আশ্বিন তারিখে কালেকটরীতে নাম খারিজের দরখাস্ত করেন। তৎপর প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর অনুরোধে ঐ দর-খাস্তের তদ্বির করা হইতে ক্ষান্ত হন। প্রতাপনারায়ণ তাহাকে ১২০৮ সনের ২৮শে ফাল্গুন তারিখে নামজারী করিয়া দেন। ১২১৫ সনে কৃষ্ণপ্রসাদের নামে, প্রতাপ নারায়ণ, কৃষ্ণপ্রসাদের

---

(১) ১১৫৫ সনের ১৯শে আষাঢ় তারিখের সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীর প্রদত্ত আদিত্যরাম নাগ বরাবর সনদ।

(২) স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বংশানুচরিত।

সম্পত্তি জমা মোকররী স্বীকারে কশমনামা দাখিল করেন। সুতরাং অন্ততঃ ১২১৫ সন পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রসাদ জীবিত ছিলেন, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সূর্য্যনারায়ণ কারারুদ্ধ এবং কৃষ্ণপ্রসাদ তাহাকে কারামুক্ত করার কথা একেবারেই অসম্ভব। কারাদণ্ডের ঘটনা সময় ১১৩২ সন হইতে ১২১৫ সন পর্য্যন্ত, কৃষ্ণপ্রসাদের বয়স ৮৩ বৎসর হয়। ১১৩২ সনে মোদনারায়ণের জমিদারির কর্ত্তৃত্ব সময় সূর্য্যনারায়ণ নাবালক মাত্র। রমাবল্লভ হইতে জয়নারায়ণের ভাই মোদনারায়ণ চতুর্থ পর্য্যায় এবং ভুবনানন্দ নাগ হইতে আদিত্যরাম নাগ ষষ্ঠ পর্য্যায়। মোদনারায়ণ এমন কি সূর্য্যনারায়ণ পর্য্যন্তও আদিত্যরাম নাগের সমসাময়িক দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ আরও এক পর্য্যায় নীচে। সুতরাং বংশানুচরিত অনুসারে মোদনারায়ণ অথবা সূর্য্যনারায়ণের সময় ধরিলেও কৃষ্ণপ্রসাদের অতি শৈশব অবস্থা, অতএব কোন কারণেই কৃষ্ণপ্রসাদকে মুর্শিদকুলি খাঁর সমসাময়িক ধরা যাইতে পারে না। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩২ সনে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং সেরপুরের জমিদারের কারারুদ্ধের ঘটনা ১১৩২ সনের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বের সময় বঙ্গদেশ তিন প্রকারে বিভাগ হয়। রাজা টোডরমল্লের সময় ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার বাজুহায় নামাকরণে ২২ ভাগে বিভাগ হয়। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে নবাব জাফর খাঁ বঙ্গদেশ ১৩ চাকলায় বিভাগ করেন। দেওয়ান হোসেন সাহার সময় পরগণাওয়ারি বিভাগ হয়।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩২ সনে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। সুজাউদ্দীনের সময় ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩৫ সনে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) ওয়াশীল জমা তুমার প্রস্তুত ও ঐ সময় চাকলা কড়েবাড়ী সরকার বাজুহায় পরগণা সেরপুর দশকাহনিয়ার রাজস্ব ১৬৭৫০৲ টাকা ধার্য্য হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিলে, ১১৭০ ও ১১৭২ সনে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রেজাখাঁ, মালিকের নাম সহ রাজস্ব ধার্য্য করেন। জমাকুল ওয়াশীলময় আবোয়ার প্রস্তুত হয়। পরগণা সেরপুর দশকাহনিয়া বৃদ্ধিসহ ২৫১৮৬৲ টাকা জমায় বিনোদ নারায়ণের নিকট বন্দোবস্ত ধার্য্য হয়। কিন্তু বিনোদ
৯২ নারায়ণ সম্পত্তিতে দখল পান না। কৃষ্ণপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ নাগ ঢাকা অর্থাৎ জাহাঙ্গীর নগরে গিয়া ডাক জমায় ২৮০০১৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া তদানীন্তন ঢাকার চীফ অফিসার Mr. Shakespeare হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আসেন (১)। সেই সময় রেজাখাঁর অত্যাচার এবং শাসন বিচার ইত্যাদিও ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। অরাজকতার একশেষ হইতেছিল। এই সময় Warren Hasting গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন ও অত্যাচারি রেজাখাঁকে বরখাস্ত করেন। ঐ পদে Mr. Middleton সাহেব

---

(১) 1765—1772 During this period there could scarcely be said to have any government at all. Marshman's History of Bengal, Page 113.

নিযুক্ত হন। তিনি নিযুক্ত হইয়া বৃদ্ধিডাকে একের জমিদারী অন্যের নিকট পত্তন দিতে থাকেন। তাহার অত্যাচারে লোক রেজাখাঁকে প্রশংসা করিতে লাগিল। Mr. Middletonও তাহার অত্যাচারের জন্য তাড়িত হইলেন। অতঃপর কতিপয় সদস্য লইয়া এক Committee of Circuit নির্ব্বাচিত হইল। তাহাদের পীড়ন Mr. Middletonকেও পরাস্ত করিল। সেই সময় হইতেই পাঁচ পাঁচ বৎসরের জন্য (কুইনকুনিয়েল) বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মালিকগণ খোরাকী পাইতে লাগিলেন (১)।

সেরপুর পরগণার জমিদারগণ পৃথকান্ন হওয়ার বহুকাল পর পর্য্যন্তও জমিদারী শাসন সংরক্ষণ কার্য্যাবলী সমস্তই এজমালিতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। তৎকালীন স্বনামখ্যাত আদিত্য-
রাম নাগের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ নাগের উপর পরগণার জমিদারীর সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত ছিল। তাহাদের দুই ভাইয়ের হাতে ১১৭৮ সনে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ পরগণার জমিদারী ||/০ আনা ও |৶০ আনা বিভাগ হয়। জয় নারায়ণের পুত্র সূর্য্যনারায়ণ। সূর্য্যনারায়ণের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ ও জয়নারায়ণের অপর পুত্র শূরনারায়ণ। শূরনারায়ণের পুত্র প্রতাপ নারায়ণ একদিকে ও জয়নারায়ণের অপর ভ্রাতা মোদনারায়ণের পুত্র ভীমনারায়ণ মধ্যে প্রতাপ নারায়ণের অংশে ||/০ আনা ও ভীমনারায়ণের অংশে |৶০ আনা। এইরূপ ভাবে ||/০ আনা ও |৶০

(১) W. W. Hunter's dessertation on landed property.

আনা বিভাগ হয়। এইরূপ অসমান বিভাগ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তদানীন্তন কালে বিধি ও প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠাংশ বলিয়া জ্যেষ্ঠের ভাগে ৵০ আনা বেশী পাওয়ার নিয়ম ছিল।

জয়নারায়ণের পৌত্র কীর্ত্তিনারায়ণ ও অপর পৌত্র প্রতাপ-নারায়ণ ও জয়নারায়ণের ভ্রাতা মোদনারায়ণের পুত্র ভীমনারায়ণ মধ্যে পরগণা ৷৷⁄০ আনা ।৶০ আনা বিভাগ হইলে কীর্ত্তিনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র ও রাজচন্দ্রের পিতৃব্য প্রতাপ নারায়ণ ইহাদের ৷৷⁄০ আনার অর্দ্ধাংশ ।১০ আনা পাওয়ার জন্য জয়নারায়ণের অপর ভ্রাতা কন্দর্পনারায়ণের ১ম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র উপেন্দ্র নারায়ণ ও অপর স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র অনুপনারায়ণের স্ত্রী ভবানী
৯৪ চৌধুরাণী ঐ ।১০ আনা অংশ পাইবার জন্য নালিশ করেন। জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজচন্দ্র ।১০ আনা ও প্রতাপনারায়ণের ।১০ আনা মোট ৷৷⁄০ আনার তাহাদের প্রত্যেকের ৵১৫ আনা করিয়া জ্যেষ্ঠাংশ সমেত ।⁄১০ আনা স্থির হয়। এবং আপত্তিকারী বাদী উপেন্দ্র নারায়ণ এবং ভবানী চৌধুরাণী প্রত্যেকে ⁄১৫ গণ্ডা করিয়া প্রত্যেক ।১০০ আনিতে ডিক্রী লাভ করেন। ডিক্রী লাভের পর সম্পত্তিতে দখল না পাইয়া বাটোয়ারা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। সুদীর্ঘকালব্যাপী মোকর্দ্দমা পরিচালনের পর ১২৫০ সনে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহার নিষ্পত্তি হয়। এই বাটোয়ারা মোকর্দ্দমার সাহায্যকল্পে ভীম-নারায়ণের পুত্র ব্রজনাথ চৌধুরী ও উল্লিখিত বাদিগণ মধ্যে এক একরার হয়। ঐ একরার অনুসারে ব্রজনাথ চৌধুরী বাদিগণকে

বিস্তর সহায়তা করেন ; তজ্জন্য অঙ্গীকার অনুসারে উপেন্দ্রনারায়ণ তাহার ডিক্রী প্রাপ্ত /১৫ গণ্ডা হইতে ৻১০ গণ্ডা ও ভবানী চৌধুরাণী তাহার ডিক্রী প্রাপ্ত /১৫ হইতে ৻১০ গণ্ডা এই উভয়ের মোট /০ আনা ব্রজনাথকে প্রদান করেন। (১২৫০ মোঃ ১৮৪৩ সনের বাটোয়ারা মোকর্দ্দমার রায়)। এইরূপে ။/০ আনা অংশ বিভাগ হইয়া অংশানুসারে কালেকটরীতে তৌজী নং সৃষ্টি হয়। মুঃ রাজচন্দ্র ১৩৯ নং ৶১৫ আনা, মুঃ প্রতাপ নারায়ণ তৎপর তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র নামে ৪০৮২ নং ৶১৫ আনা। ইহার ষোল আনা রকমে বার আনা আজমগঞ্জের রাজা বিজয় সিং দুধুরিয়া খরিদ করেন। উহা ৶১৫ আনার জমিদার পুনঃ পত্তনী সূত্রে বন্দোবস্ত আনেন। রাজচন্দ্রের মুদাফতের ১৪০ নং /৫ পাই ও কীর্ত্তিচন্দ্রের মুদাফতের ১৩৮ নং /৫ পাই এবং ঐ শেষোক্ত উভয় অংশ হইতে প্রাপ্ত ব্রজনাথের ১৪১ নং /০ আনি জমিদারী লেখা যায়।

৶০ আনি অংশের মধ্যস্থিত ।০ আনির মালিক ভীম নারায়ণের সহোদর রঘুনাথ তাহার অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য আদালতে নালিশ করিবার উদ্যোগী হইলে ভীম পুত্র ব্রজনাথ তাহাকে ন্যায্য অংশ না দিবার জন্য কৌশলে রাজস্ব বাকী ফেলিয়া ।০ আনার অন্তর্গত ৶১॥ কড়া নিলাম করান এবং ঐ অংশ আপন ভাগিনেয় গোপালকৃষ্ণ পত্রনবীশের নামে নিলাম ডাকিয়া রাখিয়া উহা লেখাইয়া লন। ব্রজনাথের নামে অবশিষ্ট /১৮॥ গণ্ডা থাকিয়া য়। রঘুনাথ মোকর্দ্দমা করিয়া উহা হইতে /১৫ গণ্ডা অংশ

ডিক্রী প্রাপ্ত হন। ঝঞ্ঝাট ও কলহ নিষ্পত্তির জন্য তাহার ডিক্রী প্রাপ্ত /১৫ গণ্ডা হইতে ৻৫ গণ্ডা আপোষ সূত্রে ব্রজনাথকে ছাড়িয়া দেন। সুতরাং এই সূত্রে ব্রজনাথ ৵১০ আনা ও রঘুনাথের /১০ আনা অংশের মালিক হইয়া বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এই অংশানুসারে।৶০ আনি মুদাফতের।০ আনা হইতে ১৪২ নং ৻৩া কড়া, ১৪৩ নং ৵১॥ কড়া, ১৪৪ নং রঘুনাথ হইতে আপোষপ্রাপ্ত ৻৫ গণ্ডা এই ৵১০ লইয়া ৵১০ আনি ও রঘুনাথের ১৪৪ নং এর /১০ আনা লইয়া যথাক্রমে ৵১০ আনি ও /১০ আনি জমিদারি সৃষ্ট হয়। এবং শিবনাথের ৶০ আনা ৪০৮৩ নং তৌজীভুক্ত হয়।

৯৬ পরবর্ত্তীকালে ৶০ আনি জমিদারী শিবনাথের কন্যা গঙ্গাময়ী ও হরিনারায়ণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গোবিন্দ প্রসাদের পৌত্র হর-কিশোর মধ্যে প্রত্যেকে /১০ আনা অংশে বিভক্ত হয়। গঙ্গাময়ীর মুদাফতের /০ আনা কালীপুরের জমিদার ধরণীকান্ত লাহিড়ীর পিতা তারিণীকান্ত লাহিড়ী ও অপর ৻১০ গণ্ডা ৵১০ আনি ছোট বড় হিস্যার গোবিন্দ কুমার ও কৃষ্ণ কুমার খরিদ করেন। হরিকিশোরের /১০ আনা মধ্যে ৻১০ গণ্ডা স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী খরিদ করেন, অবশিষ্ট হরকিশোর চৌধুরীর পুত্রগণ মধ্যে আছে। উহা হইতে স্বর্গীয় অনাথবন্ধু গুহ সাত খানা মহাল খরিদ করিয়াছেন। রঘু-নাথের /১০ আনা উল্লিখিত লাহিড়ী চৌধুরী খরিদ করিয়াছেন। কৃষ্ণকুমার চৌধুরীর ১৪১ নং এর ৻১০ গণ্ডার অর্দ্ধাংশ মহারাজা সূর্য্যকান্ত খরিদ করিয়াছেন। ভিন্ন স্থানীয় এই দুইটী প্রবল

জমিদার সেরপুর টাউনের উপরই কাছারী স্থাপন করিয়া পরগণার অংশীদার ও মালিক হইয়াছেন। এক্ষণে কালীপুরের লাহিড়ীর, সেরপুর পরগণার জমিদারীতে, ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী ও মুক্তা গাছার মহারাজা সূর্য্যকান্ত স্থলে মহারাজা শশীকান্ত মালিক হইয়াছেন। অতঃপর ১৩৮, ১৪০ ও অন্যান্য তৌজী হইতে যে পরিমাণ অংশ ও মহাল বিক্রয়, নিলাম, রফা ও ছোলে সূত্রে হস্তান্তরিত হইয়াছে, বিগত সেটেলমেণ্টে উহার অংশ ও দখলি-কারের নাম সেটেলমেণ্টে রেকর্ড হইয়াছে সুতরাং উহা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের কোণ্ডা নিবাসী জয়চন্দ্র মজুমদারের সেরপুর জমিদারির কতক সম্পত্তি মজুমদারদের দেশস্থ সাগরদী পরগণা উল্লেখে ৬১, ৬২, ৬৩ তৌজী হইয়া খারিজা তালুক সৃষ্টি হইয়াছিল। উহার অধিকাংশই পুনঃ খরিদ্দারি সূত্রে সেরপুরের জমিদারের হস্তগত হইয়াছে।

মন্তব্য :—সেরপুরের ইস্তমুরারী কায়েম মোকররী জমার লায়েক খারিজা মিরাশ তালুকাত ও সর্ব্বপ্রকার নিস্করাদির দখলি-কার মালিকগণের ঐ সকল তৌজীর বিবরণ জ্ঞাত থাকা ও ভবিষ্যতে সর্ব্বদা আবশ্যক হইবে বোধে জমিদারী বিভাগ সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। এই পরগণায় ইস্তমুরারী, কায়েম মোকররী তালুক, পত্তনী, দরপত্তনী, সিকিমি, মৌরশী, নিষ্করচক, নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর, স্বকরচক, স্বকর ব্রহ্মোত্তর, মহাত্রাণ, ইজারা, দরইজারা, মিরাশ ইজারা, দায়মুধি ইজারা, কটকবালা, জোত, নিজজোত, খামার, চুক্তিবর্গা, আধিবর্গা প্রভৃতি ভূমির এই

সমস্ত স্বত্ব সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। জমিদারী এবং তালুকাদি এক সময় তৌজীতে তৌজীতে বিভাগ হওয়ায় উহা পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ আছে।

সেটেলমেণ্টের পরবর্ত্তী সময় ১৪৪ নং ৴১০ আনি ও ১৪০ নং ৴৫ গণ্ডা মধ্যে হস্তান্তরাদি হইয়া যেটুকু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ১৪০ নং :—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ নারায়ণ চৌধুরীর ৲২ ৲৩ দন্তি মধ্যে মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর পূর্ব্ব খরিদা ৲১ ৲১॥ দন্তি বাদে কৃষ্ণনারায়ণের বাকী ৲১ ৲১॥ দন্তি কাকিলাকুড়া নিবাসী গোকুলচন্দ্র সাহা ও তদ্ভ্রাতা বিশ্বম্ভর সাহা খরিদ করিয়া ১৪০ নং তৌজীর আংশিক মালিক হইয়াছে।

এখন ইহারা কাগজ পত্রে চৌধুরী উপাধি লিখিতেছে।

১৪৪ নং—	৴১০ আনি
হর গোবিন্দ লস্কর—	৲৩
হৈমবতী চৌধুরাণী—	৲৫
দ্বারকা নাথ সেন—	৲২॥৵১০
গোপাল দাস চৌধুরী—	৲৫।
ধরণী কান্ত লাহিড়ী—	৲১৮।/১০
	৴১০

শ্রীযুক্তা হৈমবতী চৌধুরাণীর ঐ ৲৫ কড়া অংশ নাচন মোহরীর রাজবংশী জাতীয় হরি সিং সরকারের পুত্র হরসুন্দর রায় খরিদ করিয়া ১৪৪ নং তৌজীর আংশিক মালিক হইয়াছে। ইহারা এখন কাগজ পত্রে "চৌধুরী" উপাধি লিখিতেছে।

ইহার তিন চার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অনাবৃষ্টিতে এ প্রদেশের শস্য নষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর বঙ্গদেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়।

বঙ্গে ১১৭৬ সনের (১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের) ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর। ঐ সনে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা হয়। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার অক্ষয় লেখনীতে উহা চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পরে ক্রমে ময়মনসিংহ জেলার স্থানে স্থানে সন্ন্যাসীগণ আড্ডা স্থাপন করিয়া লুট তরাজ আরম্ভ করে।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের তাড়নায় পরবর্ত্তী ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাগণ খাজনা দিতে অপারগ হওয়ায় জমিদারীর রাজস্ব বাকি পড়ে। বাকিপড়া রাজস্বের জন্য ১১৮০ সনে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কীর্ত্তিনারায়ণকে ধরিয়া লইয়া ঢাকার তদানীন্তন জজ Mr. Petterson কারারুদ্ধ করেন। সেই সময় অমাত্য কৃষ্ণপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ বহু চেষ্টা করিয়া বাকীপড়া রাজস্ব কতক সংগ্রহ এবং অবশিষ্ট নিজ হইতে দিয়া ঢাকায় গিয়া কীর্ত্তিনারায়ণকে কারামুক্ত করিয়া আনেন। ১১৮২ সনে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কীর্ত্তিনারায়ণের মৃত্যু হয়। ১১৮৮ সনে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ॥/০ আনি জমিদারি পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্রের ভাই রাজচন্দ্র ও প্রতাপনারায়ণের মধ্যে ।১০ আনি ।৯০আনি এইরূপ বিভাগ হইয়া দেবীপ্রসাদ রাজচন্দ্রের ও কৃষ্ণ প্রসাদ প্রতাপনারায়ণের অমাত্য স্বরূপে দুই ভ্রাতা দুই মুদাফতে কর্ত্তৃত্ব করেন। এই বিভাগের অব্যবহিত পরেই কীর্ত্তিনারায়ণের কারামুক্তির কৃতজ্ঞতা ও পুরস্কার স্বরূপ কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র

কৃষ্ণচন্দ্র দেবীপ্রসাদের পুত্র গঙ্গাধর, গদাধরকে ও প্রতাপ নারায়ণ কৃষ্ণপ্রসাদকে যথাক্রমে সম্পত্তি প্রদান করেন (১)।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উপদ্রবে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জামালপুর Cantonment অর্থাৎ সেনানিবাস স্থাপিত হয়। ঐ স্থানে পূর্ব্বে সন্ন্যাসীগণের একরূপ স্থায়ী আড্ডা ছিল বলিয়া উহা সন্ন্যাসীগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ও ঐ স্থানকে সন্ন্যাসীগঞ্জ বলিয়া কেহ কেহ অভিহিত করেন। রেণল্ডের ম্যাপে জামালপুর বলিয়া কোন নাম নাই। যখন ব্রহ্মপুত্র নদ এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত তখন জামালপুর টাউন সন্ন্যাসীগঞ্জ বলিয়া পরিচিত ছিল। সন্ন্যাসীগণের অত্যাচারে এতদঞ্চল অতিষ্ঠ

হইয়া উঠে। Mr. Lodge সন্ন্যাসী দমনের জন্য নিযুক্ত হন। জমিদারগণের সাহায্যে তিনি নানা স্থানে সন্ন্যাসীদিগকে ধরিতে লাগিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূপালগির সন্ন্যাসী তাহার চেলা ও দলবলসহ সেরপুরে আবির্ভূত হন। Mr. Lodge এর লোক ও জমিদারগণের লোকজন একত্রে এই সন্ন্যাসীদলকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। ভূপালগির অনন্যোপায় হইয়া সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক এ স্থান পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংক্রান্ত গুরুতর

(১) তালুকি সনদ:—কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত গঙ্গাধর নাগের বরাবর ১১৯০ সনের ৩রা কার্ত্তিক তারিখের কান্দুলী, চাউলীয়া প্রভৃতি গ্রামের সনদ ও প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরী প্রদত্ত কৃষ্ণপ্রসাদ নাগের বরাবর ভায়াডাঙ্গা, কাপাসিয়া প্রভৃতি গ্রামের সনদ।

ঘটনা উপলক্ষে এ প্রদেশে শাসনের সুশৃঙ্খলার জন্য ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে তারিখে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ জেলা স্থাপনের বহু পূর্ব্বে গৌড়ের বাদশাহ হোসেনশাহ তৎপুত্র নছরতশাহকে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এ প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ নছরত শাহর নামানুসারে এই স্থানের নাম নসিরাবাদ ছিল। আজ পর্য্যন্তও নিম্নশ্রেণী, এমন কি ভদ্রলোকের মধ্যেও অনেকে জেলার নাম নসিরাবাদ বলিয়া থাকেন। নছরত শাহ তাহার সুবাদার মমিনশার উপর এ প্রদেশের ভার অর্পণ করিয়া গৌড়ে চলিয়া যান। ঐ মমিনশার নাম অপভ্রংশ হইয়া ময়মনশাহি পরে ময়মনসিংহ হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলা স্থাপনের পর Mr. W. Wrongton সাহেবের উপর জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারি প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেকটর, ও জজের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেন। জেলা স্থাপনের পর Mr. W. Wrongton সাহেব জমিদারদের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করেন। সেই সময় পর্য্যন্ত ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুইনকুনিয়েল বন্দোবস্তের ন্যূনধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া দশকাহনিয়া সেরপুরের রাজস্ব ৩৩০০১৲ টাকা ধার্য্য থাকে। ১১৯৮ সনে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে Mr, W. wronghton সাহেব দশশালা বন্দোবস্ত করেন। ঐ বন্দোবস্তই পরে ১793 খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে পরিণত হয়। ঐ সময় Mr, W. Wrongton সাহেব চলিয়া গেলে ঐ স্থানে Mr. Stephen Beyard নিযুক্ত হইয়া আসেন।

১১৯৮ সনে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জয়নারায়ণের ভ্রাতা মোদ-নারায়ণের পুত্র ভীমনারায়ণের ।৶০ আনা অংশ ভীম নারায়ণ ও জয় নারায়ণের অপর ভ্রাতা হরিনারায়ণের পৌত্র শিবনাথ মধ্যে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠাংশসহ ।০ আনি ও ৶০ আনি এইরূপ অংশে বিভাগ হয় এবং ১২০১ সনে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে খরিদা ব্রহ্মোত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র রাজচন্দ্রের খানাবাড়ী কৃষ্ণ নগর প্রস্তুত হয়। উহার দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে কড়ৈবাড়ী ও সেরপুর জমিদার-গণের সীমা ও মহাল সংক্রান্ত তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রকাশ্য বিবাদে সেরপুর জমিদারগণের সহিত অপারগ হইয়া সেরপুর জমিদারগণের পশ্চিমদেশীয় বরকন্দাজদের সর্দ্দার বকসার
১০২ নিবাসী হিরজীকে অর্থদ্বারা বশীভূত ও নানা প্রকার প্ররোচনার দ্বারা সেরপুর জমিদারগণের বাড়ী লুণ্ঠন করায় এবং ॥৶০ আনির জমিদার কীর্ত্তিনারায়ণকে ধরিয়া লইয়া লুকাইয়া রাখে। Mr. Beyard এর চেষ্টাতে কীর্ত্তিনারায়ণের অনুসন্ধান হয় এবং তাহাকে মুক্ত করিয়া হিরজীকে ধৃত করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করেন। কারাগারেই হিরজীর মৃত্যু হয়। কিন্তু হিরজীর অনুচর-বর্গ পুনরায় সেরপুর আক্রমণ করিয়া ।৶০ আনি অংশের দুই জমি-দার ভ্রাতাকে ধৃত করিয়া কড়ৈবাড়ী লইয়া যায়। Mr. Beyardএর নিকট জমিদারগণ দরখাস্ত করেন। Mr. Beyard নিজে অক্ষম হইয়া সকাউন্সিল গভর্ণরের নিকট এত্তলা দেন। সকাউন্সিল গভর্ণরের আদেশ ক্রমে কড়ৈবাড়ীর জমিদারগণ সেরপুরের জমিদার-গণকে ছাড়িয়া দেন। সাধু বালগির মোহান্ত তাহাদিগকে সেরপুর

পাঠাইয়া দেন। ইহাই বকসার বরকন্দাজগণের বিদ্রোহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তৎকালে সেরপুর পরগণার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গার ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীয় লোকেরা সর্ব্বদা অত্যাচার করিত। তজ্জন্যই গভর্ণমেণ্ট হইতে সেরপুর টাউনের পশ্চিমভাগে মৃগী নদীর পূর্ব্বপারে কালীগঞ্জে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২১৪ সনের মহকুমা ও Cantonment স্থাপিত হয় এবং Mr. Maxul সাহেব প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তাঁহার হাতেই দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রেজিষ্টারের ভার অর্পিত ছিল। সে সময় জেলার আপীল কালীগঞ্জে হইত (১)। এবং কালীগঞ্জের আপীল ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগরে) হইত (২)।

---

(১) দেওয়ানি আদালত মোকাম কালিগঞ্জ পরগণা সের-পুর মোতালক ময়মনসিংহ হুজুর Mr. John Dunbar. Esqr. Register. রোবকারি ৩০শে মার্চ্চ ১৮২৯ মোঃ ১৮ই চৈত্র ১২৩৬ সন। চিত্রমণি দাস্যা পতির নাম মৃত রাধামোহন নাগ গং বিবাদি আপীলাণ্ট বনামে তারামণি দাস্যা পতির নাম মৃত গঙ্গাধর নাগ গং বাদি রেস্পণ্ডেণ্ট। ঐ আপীলের মূল মোকর্দ্দমা সদর আমীন কাছারী জেলা ময়মনসিংহের ১ম সদর কাজি জালালুদ্দিন মহম্মদ বিচার ৩০শে জুন ১৮২৫ মোঃ ১৮ই আষাঢ় ১২৩২ সন বাদি তারামণি দাস্যা গং বিবাদি রাধামোহন নাগ গং।

(২) কালীগঞ্জের রেজিষ্টারের বিচারের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর নগর আপীল। বিচারক উইলিয়ম বাসর সাহেব। বাদী আপীলাণ্ট

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সুসঙ্গের অন্তর্গত সফাতি গাড়, সুসঙ্গ ও সেরপুর পরগণার পাহাড়িয়া মহাল সমূহ একত্র করিয়া করপ্রদ স্বাধীন রাজা হইবার জন্য ময়মনসিংহ জেলার কালেকটর Mr. Legros এর সহিত সাক্ষাৎ করে। সফাতির বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দেখিয়া ও আলাপে মুগ্ধ হইয়া তাহার আবেদনে সফাতির পক্ষে নিজ মন্তব্য লিখিয়া তাহাকে ঐরূপ করপ্রদ রাজা করিবার জন্য অনুরোধসহ তাহার আবেদন গভর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বোর্ড ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন (১)।

এ পরগণার জমিদারগণ মধ্যে পরস্পর বিভাগ হইয়া যাওয়ার পর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমা বৃদ্ধি হওয়ায় জমিদারগণ নিরিখ
১০৪ বৃদ্ধি খরচা আবোয়াব ধরিয়া খাজনা আদায় করা আরম্ভ করেন। এক সঙ্গে বহু টাকা বৃদ্ধি হওয়ায় পরগণার প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়। সেরপুর পরগণায় বিদ্রোহী হওয়ার বৎসরাধিক পূর্ব্ব হইতেই সুসঙ্গ পরগণার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। সুসঙ্গ নিবাসী টিপু গাড় বিদ্রোহী হইয়া সুসঙ্গে ভীষণ অত্যাচার করে। ক্রমে তাহারা দলবল সহ সেরপুরে আসে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২৩২ সনে টিপুর শিষ্য বকসু ও দ্বীপচাঁদ প্রভৃতিও তাহার দলে সঙ্গী হইয়াছিল।

রঙ্গপুর হইতে Light Infantry ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জামালপুর

কৃষ্ণলোচন বসু গং বিবাদি রেস্পণ্ডেণ্ট তারামণি দাস্যা গং রোবকারি নং ২৮৭৮, ১৮৩০ সন।

(১) Bengal District Gazetteer. F. A. Sachse.

আসিয়া আস্তানা করিয়াছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২৩১ সনে কালীগঞ্জের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেব জামালপুর হইতে ঐ সৈন্য আনাইয়া টিপুকে ধৃত করেন। বিচারে টিপুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। টিপুর শিষ্য বকসু, দীপচাঁদ ও গুমানু সময় সময় সেরপুরের উপর বহু অত্যাচার করিতে থাকে। ইহাদের অত্যাচারে স্থানীয় লোক ভীত হইয়া কালীগঞ্জের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে। ইহারা লোক ধৃত করিয়া রীতিমত দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচার আরম্ভ করে। সেরপুরের স্বর্গীয় রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে এক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

"বকসু জজিয়তী করে, দীপচাঁদ কালেক্‌টার।
নথীপত্র পেস করে, গুমানু সরকার॥

ইহাদের উপদ্রবে ও সেরপুরের স্থানীয় লোকের সাহায্যার্থে সৈন্য চাহিয়া Mr. Dampiar সাহেব জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Dunbarএর নিকট পত্র দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Dunbar কখনও জেলার কাজ করিতেন এবং কখনও কালীগঞ্জ আসিয়া আপীল করিতেন। Mr. Dunbar, Capt. Garret সাহেবকে সৈন্যসহ পাঠাইয়া দেন। Mr. Garret ও Mr. Dampiar বহু চেষ্টায় বিদ্রোহী সর্দ্দারদিগকে হস্তগত করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। এ পরগণায় শান্তিস্থাপন হইলে ১২৩৮ সনে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কালীগঞ্জের কাছারী উঠিয়া যায়। কাছারী উঠিয়া গেলে কিছুদিন পরে পূর্ব্ব বিদ্রোহীদলের লোকদিগকে সংগ্রহ করিয়া

জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর পুনঃ স্থানে স্থানে লুণ্ঠন আরম্ভ করে। ইহাদের অত্যাচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিদ্রোহীদের অপেক্ষা আরও ভীষণতর হইয়া উঠে। জমিদারের পেয়াদা পাইক ও গভর্ণমেণ্টের পুলিসগণ একযোগে বহু চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। জানকু বাটাজোড় ও দোবরাজ নালিতাবাড়ী অঞ্চলে আড্ডা স্থাপন করিয়া রীতিমত লুট তরাজ করিতে আরম্ভ করে। গভর্ণমেণ্ট হইতে Lt. Young husband ও Capt. Seal সৈন্য সামন্ত লইয়া সেরপুরে শিবির সংস্থাপন করেন এবং ক্রমে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে থাকেন। ইহারা দুইজন কখনও পৃথকভাবে এবং কখনও একযোগে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।
১০৬ বহু বিদ্রোহী ধৃত হইল। একে একে বহু বিদ্রোহী আত্ম সমর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। এইরূপে দল ভাঙ্গিয়া গেলে জানকু ও দোবরাজ কড়ৈবাড়ী পাহাড় অঞ্চলে আশ্রয় লইল। এই পাগল পন্থী দল ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে এইরূপ দলের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ইহারা নিরামিষভোজী, একমাত্র ভগবান ব্যতীত ইহারা কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিত না। এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নাই। এবং কেহ কাহারও অধীন নহে। ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। ইহারা দাড়ি, গোঁপ রাখিত না। ঐ সময়ের এ ঘটনা সেরপুরবাসিদের নিকট পাগলাই ধুম নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

জমিদার ও প্রজার মধ্যে নিরিখ সংক্রান্ত যে জটীল আপত্তি ছিল তাহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২৩৪ সনে Mr. Dunbar নিষ্পত্তি

করিয়া দেন। নিরিখ সংক্রান্ত গোলযোগ নিষ্পত্তির পর পাগলাই পন্থীর ন্যায় এইরূপ পরগণাব্যাপী প্রজাগণ আর বিদ্রোহী হয় নাই। একমাত্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২৬৪ সনে সিপাহী বিদ্রোহের সময় একদল সিপাহী সেরপুরের উপর দিয়া কড়ৈবাড়ী পাহাড়ের দিকে চলিয়া যায়। ঐ ভয়ে স্থানীয় লোক আতঙ্কে কেহ জঙ্গলে আশ্রয় লয়, কেহ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। অতঃপর প্রজা বিদ্রোহ বা লোকের উপদ্রব জনিত কোন ঘটনা এ অঞ্চলে হয় নাই। Mr. Dumbarএর প্রিয়তমা কন্যা Allen Sofia ও শ্যালক Hegarএর কালীগঞ্জেই মৃত্যু হয়। কালীগঞ্জের সংলগ্ন নৌহাটাতে তাহাদিগকে সমাহিত করা হইয়াছে। ঐ সমাধিস্থান পাকা প্রাচীর দ্বারা ঘেরা আছে। এই সমাধি-
স্থানের অনুমান দুই মাইলের মধ্যে বৃহৎ ইচলিবিলের পাড়ে কাড়ারপাড়া গ্রামে একটি অতি প্রাচীন ও বৃহৎ বটগাছ আছে। উহার এক একটি বলতা এক একটি বৃহৎ বটগাছের ন্যায়। এই বটগাছের সহিত কলিকাতা গঙ্গার পরপারের শিবপুর Botanical Gardenস্থিত বটগাছের তুলনা হইতে পারে। এই বটগাছ শেষোক্ত বটগাছ হইতে উচ্চতায় কিঞ্চিৎ ছোট।

বিদ্রোহাদি গোলযোগে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২৫২ সনে জামালপুর-সবডিভিসান স্থাপিত হয়।

ইংরাজ রাজত্বে জমাধার্য্য সংক্রান্ত যে সমস্ত পরিমাপ ও কাগজ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিবরণ জানা থাকা আবশ্যক। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে মোগল সম্রাটের নিয়মাদির আদর্শ

স্বরূপ জমি জমার কর ধার্য্য ও আদায় ওয়াশীল হইয়া আসিতে থাকে। পাঁচ পাঁচ বৎসর অন্তে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ ১১৭৯ সন হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত কুইনকুনিয়েল্ বন্দোবস্ত চলিতে থাকে। তৎপর ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১১৯৮ সনে দশ বৎসর নিয়মে ডিসাইনিয়েল (দশশালা) বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। সেরপুর ৪০৮৩নং জমিদারির মালিককে বাকীপড়া রাজস্বের জন্য গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা বাহির হয়। পরোয়ানা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বোর্ড হইতে বিধিবদ্ধ হয় যে বাকীপড়া রাজস্ব আদায়ের উপযুক্ত সম্পত্তি দায়ীকের থাকিলে, বন্দোবস্ত গৃহীতাগণের গ্রেপ্তার বা কারাদণ্ড প্রভৃতি কায়িক শাস্তি হইবে না। বাকীপড়া সম্পত্তি
১০৮ নিলাম হইবে। এই দশশালা বন্দোবস্তই ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২০০ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমা ওয়াশীল বাকী দশশালার তাহুত এবং ডৌল জেনারেল রেজিষ্টার ১৮৯৬ সনে প্রস্তুত হয়। উহাতে অক্ষরানুক্রমিক ষ্টেটের নাম ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে পর গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন বন্দোবস্ত মহালের অন্তর্গত বহু ছাট জমি নিষ্করাদি উল্লেখে কর ধার্য্য হইতে বর্জ্জিত আছে। Regulation II ও III দৈয়ম ও ছিয়ম কানন অনুসারে ১২০২ সনে গভর্ণমেণ্ট নিষ্করের তায়দাদ তলব করিলেন। তায়দাদ অনুসারে ক্রমে ঐ সকল নিষ্করগুলির উপর কর ধার্য্য করিতে লাগিলেন। কতক প্রমাণ প্রয়োগাদির দ্বারা ওয়াগুজাস্ত লাখেরাজ কতক সিদ্ধ লাখেরাজ এবং কতক বাজেয়াপ্তি

লাখেরাজ হইয়া লাখেরাজ রেজিষ্টারী প্রস্তুত হইল। পঞ্চাশ বিঘার ন্যূন লাখেরাজ রেহাই উল্লেখে গভর্ণমেণ্ট কর ধার্য্যের দায় হইতে মুক্তি দিলেন। এই সকল নিষ্কর বাজেয়াপ্তির পরিমাপ ও মোকর্দ্দমাদি থাকবস্তের ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট হইতে অতঃপর কাননগু পদ সৃষ্ট হইয়া কাননগু কাছারী ও দপ্তর ইত্যাদি হইয়া বাঙ্গালামতে প্রথম জরিপ আরম্ভ হয়। উহাই "সরহদ্দবন্দী" নামে প্রচলিত। Regulation IV of 1808 আইনানুসারে এই পরিমাপে প্রত্যেক গ্রামে স্থানীয় গজনিরিখ ও জমির চৌহদ্দি মালিকের নাম ও পাটোয়ারির বেতন ইত্যাদি উল্লেখে কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহার পর পরগণাওয়ারী হকিয়তবন্দী রেজিষ্টার ১৮৫১ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত জমিজমা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট কোন নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৬ সনে থাকবস্ত জরিপ আরম্ভ হয়। কম্পাস আদি দ্বারা বিশুদ্ধ রকমে মৌজা ও কিসমত ওয়ারী গভর্ণমেণ্ট ও ভূম্যাধিকারী মধ্যে প্রত্যেক গ্রামের সীমা ও জমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই পরিমাপ দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। এমন কি বিগত ক্যাডেষ্ট্রাল সার্ভের পরিমাপের ভুল ভ্রান্তিও এই থাকের সুদীর্ঘকাল পরে, থাকের ফিল্ডবুক নক্সা দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ হইয়াছে। ইহার স্কেল ১৬" ইঞ্চিতে এক মাইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে সার্ভে মাপ হয়। উহার স্কেল ৪" ইঞ্চিতে ১ মাইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে District Settlement আরম্ভ

হয়। এই পরিমাপে প্রত্যেক গ্রামের কিত্তাওয়ারি পরিমাপ ও নক্সা প্রস্তুত হয়। ইহাতে গভর্ণমেণ্ট, ভূ-স্বামী তদাধীন সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্তকারী ও সাধারণ প্রজা উপস্থিতে সকলের মধ্যে এই পরিমাপে প্রত্যেকের দখলীয় ভূমি কিত্তাওয়ারী জরিপ হইয়া প্রত্যেক গ্রামের সীমানা সরহদ্দ ও গভর্ণমেণ্ট হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলের স্বত্ব সংস্রব নির্দ্দিষ্ট ও রেকর্ড হইয়াছে। ইহার ভুল, ভ্রান্তি ৫টি ভাগে বিচার ও সংশোধন হয়। খানাপুরি বুঝারত, attestation, খাজানা আইনের ১০৩ ধারা, ১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারা পর্য্যন্ত আপত্তি নিষ্পত্তি হইয়াছে।

কালেকটরীর "A" রেজিষ্টারী :—তৌজী ও মহাল ওয়ার
১১০ রেজিষ্টার; ইহাতে তৌজীর নম্বর ও অক্ষরানুক্রমিক মহালের নাম লেখা থাকে।

কালেকটরীর "B" রেজিষ্টারী :—নিষ্করের রেজিষ্টার, ইহাতে নিষ্কর মহালের নাম রেজিষ্টারী থাকে।

কালেকটরীর "C" রেজিষ্টারী :—থানাওয়ারি মৌজার নাম অর্থাৎ থানার বিভাগমত যে থানায় যত মৌজা পড়িয়াছে তাহার নাম।

কালেকটরীর "D" রেজিষ্টারী :—নামজারীর রেজিষ্টার, ইহাতে নাম খারিজ দাখিল ব্যক্তিগণের নাম ও অংশ লেখা থাকে।

সেরপুর পরগণার জমির পরিমাপ কুড় হিসাবে হইয়া থাকে। ইংরাজী একর ও কুড় অতি সামান্য ন্যূনাধিক মাত্র।

২০ গণ্ডা=১ কাঠা

২০ কাঠা=১ কুড়

১ কুড়=১ একর, ০ রোড, ২০ পোল

সেটেলমেণ্ট বিঘার মাপে পরিমাপ হইয়াছে। ১৮ ইঞ্চি হাতের ১ হাত দীর্ঘ, উহার ৮০ হাত দীর্ঘ, ৮০ হাত প্রস্থে ১ বিঘা। ৩॥ বিঘা এক কুড়ের সমান। ১৬" ইঞ্চি=১ মাইল স্কেলে সেটেলমেণ্টের পরিমাপ। পরগণার অধিকাংশ মৌজা, কিসামত ২১" ইঞ্চি গজে পরিমাপ হইয়াছে। টাউনের উপর ১৮" ইঞ্চি ও ২১" ইঞ্চি গজ উভয় পরিমাপই প্রচলিত আছে।

১১৯৪ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রাজবংশীগণ রঙ্গপুরের
অন্তর্গত বাহিরবন্দ প্রভৃতি ও পাতিলাদহ পরগণা হইতে সেরপুরে
আসিয়া বাস করিতে থাকে। ইহারা অতিশয় নিরীহ ও ধর্ম্মভীরু এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, পূর্ব্বে ইহাদের স্ত্রীলোকগণ হাটবাজার করিত। বিধবা বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিগত ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের পর হইতে ইহাদের রঙ্গপুরের জ্ঞাতিবর্গের সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে ইহাদের উল্লিখিত আচরণাদি লইয়া নানা প্রকার কথান্তর হয়। অতঃপর ইহারা স্ত্রীলোকদের বাজার বন্ধ ও বিধবাদের বিবাহ রহিত করিয়া জাতীয় উন্নতি করিবার মানসে পৈতা গ্রহণ করে এবং বিগত ১৯২১ সনের Censusএ ইহারা জাতি রাজবংশী স্থানে ব্রাত্যক্ষত্রিয় লিখাইতে চেষ্টিত হয়। কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

ইহার পরবর্ত্তী সময় রাজবংশী জাতির মধ্যে ধর্ম্ম বিষয় লইয়া

একটা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। প্রকাশক সভা করিয়া ঐ সব গোলযোগ মীমাংসা করিয়াছেন। ভূমিকম্পের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই, রাজসাহী জেলান্তর্গত নওপাড়া পানসীপাড়া নিবাসী রাজবংশী সূর্য্যনারায়ণ সাধু ও পরাণচন্দ্র সাধু, এতদাঞ্চলে আসিয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করে; এইদল ক্ষেপা দল নামে প্রসিদ্ধ হয়। বহু রাজবংশী এই দলভুক্ত হয়। শ্রীবরদী শম্ভুগঞ্জ এলাকায় প্রথমতঃ উক্ত প্রচারকদ্বয় আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্র করে। তৎপর রাণীশিমুল, কাংসা, বিলাসপুর প্রভৃতি রাজবংশীবর্গের বসতি গ্রাম সমূহে তাহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে থাকে। কাকিলা-কুড়ার সাহা জাতি মধ্যে কতক কতক এবং দেওয়ানগঞ্জ থানার
১১২ এলাকায় মহেন্দ্রগঞ্জের পালদের মধ্যে অনেকেই ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইহাদের মাছ মাংস প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ। এক-মাত্র ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য দেবতা নাই, ইহাই ইহাদের ধর্ম্মমত। ইহারা জাতিভেদ মানিত না। স্থূল কথা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় ইহাদের কতকটা আচার প্রণালী ছিল। রাণীশিমূলের লেহু মণ্ডল, কালীয়া মণ্ডল ও নিহাল্ মণ্ডল; খাটীয়া ডাঙ্গার হরিচরণ মণ্ডল, নিমাই সরকার; বিলাসপুরের রামচন্দ্র সরকার কাংসার রামকুমার মণ্ডল এবং কান্দুলীর দ্বারিকা নাথ সরকার ও অন্যান্য প্রায় ৫০০ শত লোককে আনাইয়া প্রকাশকের বাড়ীতে সমবেত করেন। হিন্দু ধর্ম্ম হইতে ইহাদের মতের পার্থক্য্য কিছুই নাই। বিনা কারণে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করিয়া হিন্দুগণের বলক্ষয় করা ক্ষতিজনক এবং দুষ্য ইত্যাদি

নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া এই ক্ষেপার দল ভাঙ্গিয়া দেন। ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পৈতাগ্রহণে নিজ জাতির উন্নতিকল্পে সচেষ্ট আছে।

বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কড়াপুর হইতে আগত ভুবনান্দের পৌত্র রাজবল্লভ নাগের তিন পুত্র হরবল্লভ, গোপীবল্লভ ও রাধাবল্লভ। হরবল্লভের ধারা প্রকাশক ও তাঁহার ভ্রাতাগণ। হরবল্লভের পৌত্র আদিত্য রাম নাগের ৪ পুত্র। কৃষ্ণপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, কালিকাপ্রসাদ, শম্ভুনাথ, এই চারিভ্রাতা একান্নে এজমালীতে থাকাকালীন রাজবল্লভপুরের সংলগ্ন লাখেরাজ নাগেরগাতি প্রকাশ রাজবল্লভপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় রাজবল্লভপুর অর্থাৎ বর্ত্তমানে গোপালচন্দ্র নিয়োগীর বাড়ী এই স্থান হইতে হরবল্লভের অপর পুত্র রামজীবন সেরপুরের অন্তর্গত নারায়ণপুর, হরবল্লভের মধ্যম-ভ্রাতা গোপীবল্লভও ঐ নারায়ণপুরে উঠিয়া যাইয়া বাস করেন। এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাধাবল্লভের বংশধর জীবনারায়ণ নাগ স্থানীয় নরসিংহ আখড়া হইতে নরসিংহবাগ কায়েম মোকররী পত্তন নিয়া সেই স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। তাহার বংশধরগণ নরসিংহ বাগেই বাস করিতেছেন। হরবল্লভের পৌত্র আদিত্যরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র খ্যাতনামা কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র রাধামোহন বিলক্ষণ প্রতাপশালী ছিলেন। স্বনামধন্য মধ্যমপুত্র দেবীপ্রসাদের পুত্র গঙ্গা-ধর, ও গদাধর দুই ভ্রাতাই কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয় ভ্রাতাই অপরিণত বয়সে পরলোক গমন

করেন। গঙ্গাধরের পুত্র ও প্রকাশকের পরমারাধ্য পিতা স্বর্গীয় গুরুচরণ নাগ মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান্, ধর্ম্মভীরু ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। তিনি সন্ধ্যা হইতে প্রায় দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত জপতপে অতিবাহিত করিতেন। প্রকাশকের পরমারাধ্যা পবিত্রা, দয়াশীলা, করুণাময়ী, পুণ্যবতী, আশ্রিত প্রতিপালিকা মাতা শ্যামাসুন্দরী এখনও জীবিতা আছেন। তিনি এরূপ দয়াবতী যে গরীব দুঃখীকে গোপনে যাহা দেন তাহা কাহারও জানিবার উপায় নাই। অতিথি অভ্যাগতের আহার না হইলে তিনি নিজে আহার করেন না। কোন ভিক্ষুক, বাড়ী আসিলে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতে পারেন না। ইঁহাদের চারিপুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র মৃত
১১৪ অভয়চরণ নাগ, কন্যা শ্রীযুক্তা সর্ব্বসুন্দরী, দ্বিতীয় পুত্র প্রকাশক শ্রীবিজয়চন্দ্র নাগ, তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অক্ষয়চরণ নাগ ও চতুর্থ পুত্র শ্রীমান বিনয়ভূষণ নাগ।

জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় অভয়চরণ নাগ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করিয়াছেন।

২য় পুত্র প্রকাশক শ্রীবিজয়চন্দ্র নাগের এক পুত্র শ্রীমান্ বিধান চন্দ্র নাগ।

৩য় পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়চরণ নাগের তিন পুত্র ;—শ্রীমান অমূল্য চরণ, শ্রীমান অতুল্যচরণ ও শ্রীমান অপূর্ব্বচরণ নাগ।

৪র্থ পুত্র শ্রীমান বিনয়ভূষণ নাগের চারি পুত্র :—শ্রীমান বিভূতিভূষণ, শ্রীমান বিবেকভূষণ, শ্রীমান বিভবভূষণ ও শ্রীমান বিরাজভূষণ নাগ।



লেখকের পিতৃদেব
স্বর্গীয় গুরুচরণ নাগ মহাশয়





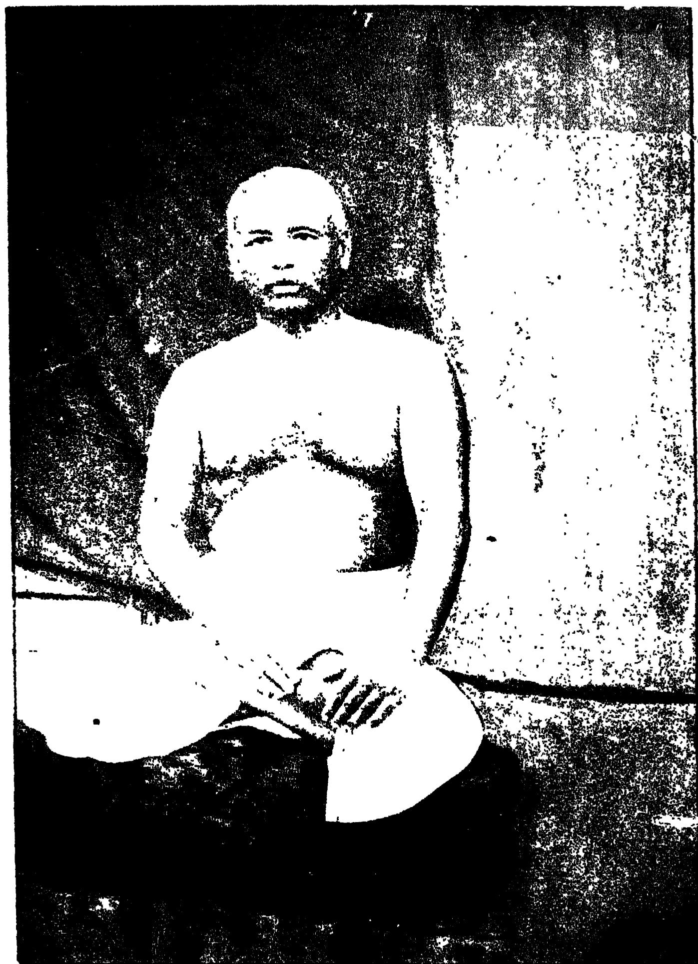
লেখকের ভ্রাতৃদেব
স্বর্গীয় অভয়চরণ নাগ মহাশয়।



লেখক শ্রীবিজয়চন্দ্র নাগ
৩০ বৎসর বয়সের সময়ের ফটো।



লেখক শ্রীবিজয় চন্দ্র নাগ



লেখক শ্রীবিজয়চন্দ্র নাগ
৬০ বৎসর বয়সের সময়ের ফটো।



লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
শ্রীমান অক্ষয় চরণ নাগ



লেখকের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা
শ্রীমান বিনয়ভূষণ নাগ।

শ্রীমান অমূল্যচরণ নাগের এক পুত্র শ্রীমান অচিন্ত্যচরণ নাগ।

স্বর্গীয় অভয়চরণ নাগ অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঢাকা বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি ও স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ষোড়শ বৎসর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি পান। জামালপুর সবডিভিসানে তিনিই প্রথম বি, এ, বি, এল এবং এই বিভাগে তিনিই ইংরাজীনবীশ প্রথম মুনসেফ। ওকালতি আরম্ভের পরই ১৮৮২ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর জিলা স্কুলের ছাত্রদের সহিত মিষ্টার ক্যালানোজ সাহেবের পালিত ব্যাঘ্র ঘটিত মোকর্দ্দমায় ছাত্রদের পক্ষে দক্ষতার সহিত একমাত্র ১১৫
তিনিই পরিচালনা করেন। ঐ সময় মিষ্টার গ্রেজিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাহার কোর্টেই এই মোকর্দ্দমা হয়। কতিপয় ছাত্র ব্যাঘ্র দেখিবার জন্য ব্যাঘ্রের খাঁচার নিকট যায়। বহুলোক সমাগমে ব্যাঘ্র উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সাহেবের চাপরাশি দিগের সহিত ছাত্রদের মারপিট হয়। ইহাই জনসঙ্ঘের ময়মনসিংহের তৎকালীন প্রধান ও প্রসিদ্ধ মোকর্দ্দমা। সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী ছাত্রদের পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

চারুমিহির যখন সেরপুর হইতে চারুবার্ত্তা নামে প্রকাশিত হইত তাহার দ্বিতীয় বৎসরের শেষ ভাগ হইতে দুই বৎসরের উর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। বোম্বাই

প্রদেশের প্রাতঃস্মরণীয় দাদাভাই নরোজি তাহার Poverty and un British rule in India নামক পুস্তকে প্রশংসিত সম্পাদকগণের নামের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ ইনষ্টিটুসান স্থাপিত হইয়াছিল তিনি ইহার সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার নামে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নসিরাবাদ স্কুলটী ১৭৫০৲ টাকায় খরিদ হয় এবং উহা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সিটী স্কুল ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ নামে নামাকরণ হইয়া উভয় স্কুল একত্র হয়। স্বনামধন্য আনন্দ-মোহন বসু ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই ইনষ্টিটুসান ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ স্থাপনের সময় হইতে সিটী
১১৬ কলেজিয়েট স্কুল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। অগ্রজ মহাশয় মুনসেফ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ ইনষ্টিটুসানের সেক্রেটারী ছিলেন।

ময়মনসিংহের সর্ব্বকার্য্যের ও উন্নতির নেতা মৃত শরৎচন্দ্র রায় ও প্রকাশকের ভাগিনেয় মৃত অমরচন্দ্র দত্ত। নসিরাবাদ স্কুল খরিদ ও ময়মনসিংহ ইনষ্টিটুসান সৃষ্টি, ইহাদের উভয়ের যোগে হইয়াছিল। অমরচন্দ্র দত্ত ভারতমিহির ও চারুবার্ত্তার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও হরবল্লভের স্নেহ, লহরী, জগুখুড়ো। (উক্ত শরৎবাবুর জীবনী,) অরূপা, নিরালা ইত্যাদি উপন্যাস এবং পরিমল পাঠ প্রভৃতি স্কুল পাঠ্য প্রণেতা। উক্ত অমরচন্দ্র দত্ত ও শরৎবাবু এই ময়মনসিংহ ইনষ্টিটুসান ও আনন্দমোহন কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা এবং তাহাদের যত্নেই এই ময়মনসিংহের আনন্দমোহন

কলেজটী স্থাপিত হয়। অগ্রজ মহাশয় মুনসেফী পদ প্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসর পরেই যশোহর টাউনে মুনসেফ থাকা কালীন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আসেন ও ১২৯৮ সনের ১০ই আষাঢ় তারিখে ৩২ বৎসর বয়সে অকালে বৃদ্ধ পিতামাতা স্ত্রী ও ভ্রাতা ভগ্নীকে শোক সন্তপ্ত করিয়া পরলোক গমন করেন। স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সেরপুর বংশানুচরিত সম্বন্ধে তিনি এইরূপ সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন।

Sherpur Town
Dated the.........July 1887.

My dear Sir,

I have read with much pleasure and interest ১২৭
your work entitled Vansanucharita. This small work as it appears from its name, though purports to be a family history, incidently treats of the origin of the Zemindars and Zemindaries of Sherpur. It also gives a brief ontline of the manner in which, as time went on, the family and the estate came in to a divided existence. Your well known spirit of research finds its way even in this small work and manifests itself in prominent relief when you give an outline of the contemporaneous events, the state of society, the popular diversions and the pricelist of the articles of consumption at the time of your noble and pious predecessor Raj Chandra. History as a science has only of late been commenced ta be cultivated in our

country and if your works are followed by others of its kind in the other part of the country they would form a valuable aid to future workers in the same field.

I remain yours affly
Sd. Abboy charan Nag

বৃদ্ধ পিতা এই গুণবান্ পুত্রের দুর্বিসহ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া অনতিকাল পরে পরলোক গমন করেন। প্রকাশকও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়।

City College
The 25th July 1889

১১৮ This is to certify that Bejoy Chandra Nag was a student of this college and read up to the F. A. standard. He is of respectable parentage and bears a good moral character·

Sd. U. C. Dutt.
Principal, City College.

স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ব্বাধিকারী হইতে এই পরিবারের এরূপ সংস্রব এবং তিনি যে কিরূপ ঐকান্তিকভাবে ইহাদের মঙ্গল কামনা করিতেন তাহা প্রকাশকের বরাবর তাঁহার স্বহস্তে লিখিত নিম্নের সার্টিফিকেটখানা পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবে।

I was always anxious how the Taluq of which the much deplored late Babu Abhoy charan Nag was

one of the owners, is actually being managed. I am now glad to find, that young Bejoy Chandra who is the younger brother of the late lamented Babu Abhoy Charan Nag B. L. Munsif is ably and credit-tably conducting the affairs of their Taluq and that the tenantry are well pleased with his mode of management. Babu Bejoy Chandra Nag bears a good moral character and unblamished reputation. He is honest and trustworthy.

It is almost needless to add that young Bejoy Chandra comes off from the respectable Nag Family of Serpur.

Sd. Hara Chandra Ghoudhuri

20/5/92,

উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা স্থানীয় অপর জমিদার ও ১ম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী এই পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রকাশকের বরাবর তাঁহার নিজ হস্তের লিখিত সার্টিফিকেটখানা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Babn Bejoy Chandra Nag a young member of a respectable Taluqdar family of this town is known to me from infancy. He is the younger brother of the late Babu Abhoy Charan Nag B.L. Munsif. He went up to F.A. but was obliged to give up study for some urg ent domestic reasons. About three years or so he is

ably managing his father's estate and within this time he had creditably increased the income of their Taluque. He was preparing himself for a Sub Deputyship but I am sorry to say he had to give the idea on account of his elder brother's premature death. He bears a very excellent moral character and is yonng active intelligent, obliging and trustworthy And in my opinion he is wellfitted for the post of a Naib or Superintendent of a Zemindar. He has my best wishes for success.

Sd. R. B. Choudhury
Sherpur Town — Zeminder & Hony. Magte.
১২০ 20/5/92 — Sherpur Town, Mymensingh.

স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ছোট জামাতা ও উক্ত রায়-বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা Dr. B. L. Choudhuri D. Sc. তাহার পাঠ্যাবস্থায় অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রকাশককে সান্ত্বনা সূচক যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেই অগ্রজ মহাশয় যে সকলের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

1o Argyla Place, Edinburgh.
২২শে শ্রাবণ ১২৯৮

প্রিয় বিজয়,—

যে মেইলে পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম সেই মেইলে পত্রের পরিবর্ত্তে শেষ সংবাদ পাইলাম। আজ ২ সপ্তাহ

হইল এই সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল তাহা যাহারা জানেনা তাহারা বুঝিতে পারিবে না। কি কষ্টে দিন কাটাইতেছি, অভয়বাবু আমাদের কি ছিলেন, তাহা অভয়বাবুই জানিতেন, আশা করি তুমিও জান। তোমাদের শোক অতুল, অভাব অপুরণীয়। জীবনের প্রথম উদ্যমে তুমি যে ভয়ানক আঘাত পাইলে তাহার যন্ত্রণা এজীবনে ফুরাইবে না। আমাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখ আমাদের এ অভাব কখনও পূরণ হইতে পারে কি? ভাবিয়া দেখিও কষ্টকর জীবনের অবশিষ্ট ভাগে কখনও আমরা এ আঘাত ভুলিতে পারিব না। আমাদিগকে সমব্যথী বলিয়া ভাবিও। অভয় বাবুও আমাদিগকে
তাহা ভাবিতেন। বলিবার আর আমার বেশী কিছু নাই। ১২১
ছোট দাদার নিকট অকপটে মনের অবস্থা জানাইও।

তোমার অবস্থা ভাবিতেও পারি না। নাগ মহাশয় যে এ শোকশেল সহ্য করিয়া উঠিতে পারিবেন তাহা বোধ হয় না। আর তোমার মাতা—মাতার শোক অকথনীয়। শ্রীযুত হলধর মজুমদার সন্তানশোকে এতদিন অর্দ্ধমৃত ছিলেন অভয়বাবু তাঁহাকে একেবারে ভাসাইয়া গেলেন। অভয়বাবুর প্রতি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা অতুল ছিল। আপন সহোদরকেও তিনি ইহা হইতে বেশী ভালবাসিতে পারিতেন না। অভয়বাবুর ক্ষণিক আরাম বিরামের সংবাদে যিনি পাগল হইয়া পড়িতেন, জন্মের মত তাহাকে হারাইয়া তিনি যে বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন তাহা আমার মনে হয় না। কাজেই তোমাকে সান্ত্বনা করে

এমন কাহাকেও দেখি না। অভয়বাবু তোমার উপর যে গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার ফেলাইয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিও। আর বাড়ীর আর সকলকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিও। পুণ্যে ও ঈশ্বরে আমার অবিশ্বাস নাই, আর যদি পরলোক থাকে অভয়বাবুর থাকার জন্য তাহা নিশ্চয় অবারিত। রোগ শোকের জন্য আর তাহার কষ্ট নাই। অবিশ্বাসের অকৃতজ্ঞতার আশঙ্কা নাই। কপট আত্মীয়তার ভয় নাই। স্বদেশীর তাচ্ছল্যে বা আত্মীয়ের অনাদরে আর তাহার ভ্রূক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি এখন প্রকৃত সুখী। শোক ক্লেশের অতীত। দুঃখ ও কর্ত্তব্য তিনি তোমাদের জন্য
১২২ রাখিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্য পালনে ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।

কালীকমলের বিধবা পত্নীর কথা তোমাদের মুখে শুনিয়া মনে মনে এক ভয়ানক বিষাদময়ীমূর্ত্তি দেখিতাম, আর চক্ষে জল আসিত। তোমার ভ্রাতৃবধূর অবস্থা তাহা হইতেও শোচনীয়।

কালীকমলের কন্যা দুইটী বিধবার জীবন্ত আরাধ্য-দেবতা। প্রলয়ের বিদ্যুত। ঈশ্বর তোমার ভ্রাতৃবধূকে না জানি কি ভয়ঙ্কর অবস্থাতে রাখিয়াছেন। অধিক লিখিতে পারিলাম না। এখনই পত্র শেষ করিতে হইবে। সেরপুর অভিশপ্ত, আর আমরা দুর্ভাগা, নতুবা অকালে এই বিপদ্ ঘটিবে কেন। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। প্রকৃতিস্থ হইতে সমর্থ করুন। আর পরকালে অভয়বাবুর ন্যায় হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে যোগ্য করুন।

শোকসন্তপ্ত—বনওয়ারী।

ইহার কিছুদিন পরে স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় প্রকাশককে তাঁহার ষ্টেটের প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন। রোগ ও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বৎসরাধিক হইল তিনি ঐ ষ্টেটের ম্যানেজারের পদ হইতে পেন্সান প্রাপ্তে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত জমিদার মহাশয়ের প্রধান কার্য্যকারকের পদে প্রকাশক নিযুক্ত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীমান অক্ষয়চরণ নাগ দক্ষতার সহিত তাঁহাদের নিজ ষ্টেট পরিচালনা করিতেছে এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীমান বিনয়ভূষণ নাগ বি, এল ১৩১৯ সনের চৈত্রমাসে ময়মনসিংহ জেলা কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ভগ্নীপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ কবিভূষণ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। এখন বৃদ্ধাবস্থায় অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় ও আয়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত। অধ্যাপক হওয়ার পূর্ব্বে, Dr. P. C. Royএর অধীনে যতপ্রকার নিয়মে পারা (ক্যালোমেল) শোধিত হইতে পারে তাহার নিয়মাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে পরিভ্রমণ করিয়া পারা (ক্যালোমেল) সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। Dr. P. C. Roy তাহার Hindu chemistryর ভূমিকাতে বিশেষভাবে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি ১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপন ও আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব। ২। প্রদীপ

পত্রিকায় আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক। ৩। চারুবার্ত্তায়—৺বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃতশিক্ষা, সমবেত শক্তি এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন বিষয়ক প্রবন্ধ। ৪। বিষাদস্মৃতি—(সঞ্জীবনী যন্ত্রে মুদ্রিত) ইত্যাদি পত্রিকায় উপরোক্ত প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রকাশকের ভাগিনেয় শ্রীমান্ কুমুদকান্ত গুহ ওকালতি করিয়া বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

কনিষ্ঠ শ্রীমান্ বিনয়ভূষণের শ্বশুর স্বনামধন্য জননায়ক ৺অনাথ বন্ধু গুহ ভারতবর্ষে পরিচিত। তিনি ময়মনসিংহ জেলা কোর্টের শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তিনি এক জীবনে প্রচুর সম্পত্তি, বহুটাকা অর্জ্জন ও ভারতমিহির পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া সাহিত্যিক-

দের মধ্যেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক ভারতমিহিরের গৌরব তাঁহার সম্পাদকতা কালেই হইয়াছিল। ইঁহার লোক হিতকর সদানুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, ময়মনসিংহ জেলার সদর টাউনে পিতার নামে বালকদের "মৃত্যুঞ্জয়" হাইস্কুল স্ত্রীর নামে বালিকাদের জন্য "রাধাসুন্দরী" হাইস্কুল এবং কাশীতে বেনারস হাসপাতালে মহিলাদের চিকিৎসার্থ মাতৃদেবীর নামে "জগদম্বা ওয়ার্ড" বলিয়া একটি ওয়ার্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

Dr. B. L. Choudhuriর পত্রের উল্লিখিত, স্বর্গীয় হলধর মজুমদার মহাশয়, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর Eden সাহেবের সময় নায়েব নাজির ছিলেন। তৎপর জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেটে দেওয়ানি কার্য্য

করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র শ্রীমান্ ধরণীধর মজুমদার ডাক্তার হইয়াছে। মৃত অমরচন্দ্র দত্ত ইহার আপন ভাগিনেয়।

প্রকাশকের অপর সরিক ও খুড়াত ভ্রাতা ৺কৈলাসচন্দ্র নাগ সেরপুরে অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ও সুধাকর পত্রিকার পৃষ্টপোষক ছিলেন। সেরপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ১৮৯১-১৮৯৩ সন পর্য্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ সময়ে সেরপুর পঞ্চবটী হইতে সেরী নদী পর্য্যন্ত টাউনের জল নিঃসরনের জন্য একটি খাল কাটাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন কিন্তু জমিদারগণ কর্তৃক বাধা-প্রাপ্ত হইয়া খালটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। উহার কার্য্য শেষ হইতে পারিলে সহরের যথেষ্ট স্বাস্থ্যোন্নতি হইত। তিনি
৵১০ আনি বড় বাড়ীর ম্যানেজার ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে, কিছু- ১২৫
দিন জামালপুরে মোক্তারি করিয়াছেন। তাহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র নাগ M. A. B. L. Vakil হাইকোর্টে ও মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র নাগ বি, এল্ ময়মনসিংহ জেলা কোর্টে ওকালতি করিতেছে ও তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র নাগ বি, এ, স্থানীয় ৵১০ আনি বড় বাড়ীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান ভাইস্ চেয়ারম্যান। চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র নাগ B. Sc.

অপর সরিক ও খুড়াত ভ্রাতা শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র নাগ ব্যবসায়ী, বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের, জেলায় একমাত্র সোল এজেণ্ট। অতঃপর মনোহারী, কাপড় ইত্যাদি দোকানের ও একটি ফার্ম্মেসীর স্বত্বাধিকারী মিউনিসিপালিটীর

ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান এবং সেরপুরের সর্ব্বপ্রকার স্বদেশ-হিতকর অনুষ্ঠানের নেতা।

অপর সরিক ছোট তরফ খুল্লতাত শ্রীযুক্ত মুকুন্দদয়াল নাগ মোক্তারি করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺দিগেন্দ্রদয়াল নাগ উকীল ছিলেন। অপর খুড়াত ভ্রাতা শ্রীমান্ গিরিজাশঙ্কর নাগ জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও কোষ্ঠী প্রস্তুত ও কোষ্ঠী বিচারাদিতে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছে।

অপর জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র নাগ এম, বি, চক্ষু-চিকিৎসায় স্পেসিয়ালিষ্ট। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ অমরচন্দ্র নাগ অল্প বয়সেই ব্যায়াম বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।
১২৬ তাহার বুকের উপর দিয়া ৮২/• মণ ওজনের লোহার রোলার টানিয়া নেওয়া, চলতি মটর গাড়ি থামান ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক শক্তির পরিচয় দিতেছে। ঢাকার Atheletic Sportingএ সে ঢাকা ডিভিসানের champion prize ও ঐ sportingএ অন্যান্য মেডাল প্রাপ্ত হইয়াছে। লাঠী খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদিতেও সে বিশেষ পারদর্শী। সে স্থানীয় ছাত্রসঙ্ঘের একজন মেম্বর।

অপর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রপ্রসাদ নাগ এম, এসসি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক।

অপর জ্ঞাতি খুল্লতাত ৺প্রসন্নকুমার নাগ স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের দেওয়ান ছিলেন।

জ্ঞাতিগণ মধ্যে ট্যাকস্ দারোগা স্বর্গীয় গোবিন্দ দয়াল নাগ

স্থলে বর্ত্তমানে সেরপুর মিউনিসিপালিটীতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ ট্যাকস্ দারোগা আছেন ও কেহ গভর্ণমেণ্ট আফিসে কেহ রেলওয়েতে কেহ মিউনিসিপালিটীতে কেহ ব্যাঙ্কে কেহ জমিদার সেরিস্তায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও ছিলেন। ছেলেরা স্কুল, কলেজ ও মেডিক্যাল বিভাগ ইত্যাদিতে পড়িতেছে।

অধিবাসী।

মুসলমান গাজিবংশের জমিদারী হস্তান্তর হওয়ার পর কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য যথাক্রমে এই তিন উচ্চ শ্রেণী সেরপুরের উপনিবেশী হন। কায়স্থ ও বৈদ্য জমিদার নাগবংশ এখানকার আদিম নিবাসী। জমিদার বর্গের জ্ঞাতি, রায় ও লস্কর বংশ প্রথমতঃ জমিদারগণ কর্ত্তৃক এইস্থানে স্থাপিত হইয়া ক্রমে জমিদার ও তাঁহাদের জ্ঞাতিগণের পুত্র ও কন্যা বিবাহ দিয়া কুটুম্ব রায়, সেন, দত্ত, জয়দাস গোষ্ঠি, দাস, ধর, নিয়োগী, পত্রনবীশ এবং মল্লিকগণকে সেরপুরে স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ধর ও মল্লিক গোষ্ঠি একদা লোপ পাইয়াছে। অন্যান্য কুটুম্ব মধ্যেও কতক ঘর উপান্ত হইয়া গিয়াছে। জমিদারের জ্ঞাতিগণ মধ্যে চণ্ডিদাস পুত্র রামনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয় ভ্রাতা অনন্তরাম রায়, তৃতীয় ভ্রাতা গোপীকান্ত রায় ও পঞ্চম ভ্রাতা লক্ষ্মীকান্ত রায়। এই রায় গোষ্ঠীর তিন ঘর বংশধর বর্ত্তমান আছেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা অনন্তরামের বংশধর শ্রীযুত উমেশচন্দ্র রায় বর্ত্তমান আছেন। ইনি

বহুকাল সেরপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা গোপীকান্ত রায়ের উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় ও চতুর্থ ভ্রাতা নীলকণ্ঠ লস্করের একমাত্র উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত হর-গোবিন্দ লস্কর চৌধুরী ও পঞ্চম ভ্রাতা লক্ষ্মীকান্ত রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় জীবিত আছেন। ইহাদের পরস্পর জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে।

রায়, লস্কর, মজুমদার। মজুমদার হলেন জমিদার ॥
খেতাব হল তার চৌধুরী। হলেন পরগণার অধিকারী ॥
রায়, চৌধুরী, লস্কর। এক গোত্র একই প্রবর ॥

জমিদারগণের মধ্যে ঢাকা জেলা মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন
১২৮ তেওতার জয়দাস গোষ্ঠি মাধবের ধারার একঘর এখানে মাতুলের জমিদারী পাইয়া স্থায়ী হইয়া আছেন। কায়স্থ নাগবংশ কর্ত্তৃক ঐরূপ ভাবে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি কায়স্থগণ এখানে স্থাপিত হইয়াছেন। অতঃপর কায়স্থগণের ২৭ ঘর মধ্যেও কতক কতক ঘর, অবশিষ্ট ৭২ ঘর মধ্যেও হোড়, বকসী, ভৌমিক প্রভৃতি ভদ্রলোক কায়স্থ এখানে আছেন।

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক, রাঢ়ী, বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণী, জমিদার-গণ কর্ত্তৃক ক্রমে এখানে স্থাপিত হইয়াছেন। আচার্য্য অগ্রদানী ও বর্ণব্রাহ্মণগণ এতদঞ্চলে আসিয়া বাড়ী ঘর করিয়া ক্রমে বসতি করিতেছেন। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখানে চারি ঘর আছেন। ইহারা সাধারণতঃ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। ইহাদের তিন ঘর আদিম জমিদারগণের গুরুবংশ ও একঘর ইহাদের কুটুম্ব।

এই বৈদিক শ্রেণীর অপর এক ঘর বগুড়ার জ্ঞাতি জয়দাস গোষ্ঠি জমিদারের গুরু।

রাঢ়ীশ্রেণীর ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এখানে পৌরোহিত্য, যাজকতা টোল ও অন্যান্য ব্যবসা করিয়া বহুসংখ্যক বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের সংখ্যা ক্রমে লোপ হইয়া অল্প কয়েক ঘর মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। ঐ শ্রেণীর বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ চাকুরী ব্যপদেশে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ঐরূপ চাকুরী উপলক্ষে নবাবী আমলের অন্যান্য উপাধি খাঁ, বিশ্বাস, মণ্ডল, সরকার, রায়, জোয়ারদার, চৌধুরী এই পরগণা মধ্যে স্থানে স্থানে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। উল্লিখিত ব্রাহ্মণ সমূহের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া ও সম্পত্ত্যাদি অর্জ্জন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

সেরপুর বারেন্দ্র শ্রেণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মাত্র ২।৪ ঘর ছিলেন। ক্রমে চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী কয়েকঘর বাস করিয়াছিলেন। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে ভিন্ন দেশীয় এই শ্রেণীর কয়েকঘর ব্রাহ্মণ এখানে প্রথমতঃ বাসা ও পরে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ক্রমে এখানকার বাসিন্দা হইতেছেন। ইহাদের মধ্যে মৈত্র, বাঁগচি, সান্যাল, লাহিড়ী, ভাদুড়ী ও ভাদড় এই কয় ঘর প্রধান, যথা :—

"আদৌ মৈত্র স্তথা ভীম,
রুদ্র সঞ্জামিনী তথা।

লাহিড়ী ভাদুড়ীশ্চৈব,

ভাদড় পুঁক্তি পোরগ ॥

এই কয় ঘর মধ্যে ভাদড় উপাধিধারী কোনও ব্রাহ্মণ এ পরগণায় নাই, কান্যকুব্জ হইতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র ছিল, সুতরাং এই গোত্রের ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন।

পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁই।
তার চেয়ে বামন নাই ॥
যদি থাকে দুই এক ঘর।
সপ্তশতী——পরাশর ॥

আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের সাধারণতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসা ছিল। পঞ্জিকা প্রস্তুত বৎসরের ফলাফল নির্ণয়, ঠিকুজিকোষ্ঠী প্রস্তুত ও তাহার বিচার করার ব্যবসা ছিল। এই শ্রেণী এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের আদ্যশ্রাদ্ধ করান প্রধান ব্যবসা ছিল। ইহারা শ্রাদ্ধের গোদান স্বর্ণদান প্রভৃতি গ্রহণ করায় ইহারা পতিতশ্রেণী মধ্যে গণ্য।

বর্ণ ব্রাহ্মণ :—ইহারা চণ্ডাল (নমদাস) ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের যাজকতা কার্য্য করিয়া পতিত হইয়াছে। সাহা, কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল, রাঁজবংশী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অচল জাতির যাজকতা কার্য্য করিয়া থাকে।

ভাট ঃ—কবিতাগাথক ও গায়ক, পূর্ব্বে রাজদ্বারে বেতনভোগী ছিল এখন ভিক্ষা উপজীবিকা। শ্রাদ্ধাদিতে ভিক্ষা গ্রহণ।

রাঘব ব্রাহ্মণ ঃ—শ্রাদ্ধাদিতে ভিক্ষা গ্রহণ।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু।

শূদ্র—জলচল ঃ—

(১) গোপো মালী তথা তৈলী, তন্ত্রী মোদক বারুজাঃ।
কুলালঃ (কুম্ভকার) কর্ম্মকারশ্চ, নাপিতো নবশায়কাঃ॥

পরাশর সংহিতা।

(২) নিম্নশ্রেণী মধ্যে নবশাক সম্বন্ধে একটি উপকথা আছে ঃ— ১৩৯

"তাঁতি, মালি, পুটলি, (বাইনা)
নাই, গোপ, গোছালি (বারুই)
কামার, কুমার, পাইটালি (পাটিবন্ধনকারী)"

নাপিত, কামার, কর্ম্মকার, কুমার, তেলি, সদ্‌গোপ, মালা. অথবা মালাকার, গন্ধবণিক বা বাইনা। বারুই (কালী-হরের জোয়ারদার গোষ্ঠী খুব অবস্থাপন্ন), শাঁখারি, কাঁসারী, তৈপাল, গোয়ালা, (আহেরি ও নন্দগোপ)। পরাশর বলেন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে গোপের উৎপত্তি। মনু বলেন ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে গোপের জন্ম। পরশুরাম পদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে মনিবন্ধ্যার গর্ভে তন্তুবায়ের ঔরসে গোপ জন্মিয়াছে। সুরি, ময়রা।

বৈষ্ণব ঃ—বাউল, গুরুসত্য, আগল শঙ্কর ও ভেকধারী। তাঁতি, সুবর্ণ বণিক।

নিম্নশ্রেণী ঃ—সূত্রধর, ধোপা, যোগী বা যুগী, কাপালি, কাহার, সুরি, কাছারু, বেহারা, রাজমিস্ত্রী, জালিয়া ঝাল, মাল, মাঝি, লোদ, টিয়র, মাইঠাল, পাটুনি, তিলকদাস, ঢুলি, পাটিয়াল, ভুঞ্জ-মালি, মেথর, ঝাড়ুদার।

পার্ব্বত্য জাতি এবং আদিম অধিবাসী ঃ—গারো হাজং, বানাই, মান্দাই, কোচ, ডালু, ম্যেচ, হদি ও রাজবংশী।

ক্ষত্রিয় অথবা ক্ষত্রি ঃ—রাজপুত, ঘাটাল।

মহাজন ঃ—মাড়োয়ারী এবং আগরওয়ালা।

পেশাগত ব্যবসায়ী

হিন্দু ঃ—পুরোহিত, গুরু, কথক, আচার্য্য, পাণ্ডা, পুজারি,

মুসলমান ঃ—মোল্লা, খন্দকার, মুন্সি।

পার্ব্বত্যজাতি ঃ—ভূইঞা।

সর্ব্বজাতির ব্যবসা

শিক্ষা ঃ—স্কুল মাষ্টার, পণ্ডিত, মৌলভি।

আইন ঃ—উঁকিল, মোক্তার, ষ্ট্যাম্পভেণ্ডার, মুহুরী।

মুসলমান চারি শ্রেণীতে বিভক্ত

(১) সৈয়দ অথবা মীর :—মহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবী করে।

(২) সেখ :—দুই শ্রেণী।

(ক) সিয়া :—মহম্মদের জামাতা আলির বংশধর।

(খ) সুন্নি :—মহম্মদের পরবর্ত্তী প্রথম চার খলিফার বংশ-ধর বলিয়া দাবী করে।

(৩) পাঠান অথবা খাঁ :—আফগান বংশধর।

(৪) মিরজা অথবা বেগ।

(৫) চিনাম্যান একঘর (কসবা)

নিম্নশ্রেণী

মৎস্যজীবি :—নিকারী, ডালাতিয়া, মাইফরাস।

ব্যবসায়ী :—দাই, জোলা, কলু।

ব্যবসায়ী :—নাগারচি, ঢুলি।

ব্যবসায়ী :—ঠাটারু, মাইটা।

বিকানীর জয়পুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় ২০০ শত ঘর মাড়োয়ারী (কেয়ে) আসিয়া বাস করিয়াছে ইহারা প্রধানতঃ কাপড়ের ব্যবসা করে। ধনী ২।৪ ঘর কেয়ে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারবার করে এবং পাট তামাক খরিদ করিয়া চালান দেয়। এখানে ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার জিনিসের

কারবার আছে। ভূমিকম্পে নদী বন্ধ হওয়ায় ও রেল না থাকা স্বত্বেও গরুর গাড়ী দ্বারা মাল আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। এই স্থান বড় বড় গঞ্জের ন্যায় বাণিজ্য প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের পাড় হইতে সেরপুর পর্য্যন্ত মটর সার্ভিস আছে।

চিকিৎসা :—ডাক্তার, কবিরাজ, টিকাদার, পশু চিকিৎসক, গোবৈদ্য, হেকিম, কম্পাউণ্ডার।

চিত্রবিদ্যা :—চিত্রকর, ফটোগ্রাফার।

সার্ভে :—আমিন, সার্ভেয়ার।

খেজমতাগার :—পাচক, খানশামা, বাবুর্চ্চি, নাপিত, ধোবা, ঘটক।

১৩৪ ব্যবসা :—কোচম্যান, গাড়োয়ান, বেহারা, সরদার, মাঝি, লস্কর, (ব্যেঙ্কার্স, পোদ্দার, দোকানদার, বেপারি দালাল) প্যাদা।

শিল্প :—রাজমিস্ত্রী, ইটপ্রস্তুত করা, করাতি, সূত্রধর, খড়ের চাল ছাউনী করা, কূপ খনন করা, নৌকা প্রস্তুত করা, কর্ম্মকার, তাম্রকার, কাংশকার, কাঁসারি, ঝালাইকার, স্বর্ণকার, কুমার, চুণ প্রস্তুত করা, Furniture প্রস্তুত করা। মাদুর পাটি প্রস্তুত করা, খেলনা প্রস্তুত করা। মালা প্রস্তুত করা, দর্জ্জি, বেতের কারিকর, ধুনকর, তাঁতি, সিল্ক, তুলা ও পাটের জুতা প্রস্তুত করা, কাপড়ের ব্যবসায়ী, ছালা, চট প্রস্তুত করা, জাল প্রস্তুত করা, সূতার ব্যবসায়ী, দপ্তরি, পুস্তক বিক্রী করা, কাগজ তৈরী করা।

বাজে জিনিসের ব্যবসা ঃ—তৈল বিক্রী (কলু), বীজ দানা বিক্রী, ময়দা বিক্রী, চাউলবিক্রী, মধুবিক্রী, মুদি, পাটনি, কসাই, মৎস্যবিক্রী, গোয়ালা, স্পিরিটবিক্রী, মদবিক্রী, গাঁজাবিক্রী, জ্বালানি কাঠবিক্রী, বাঁশবিক্রী, দড়িবিক্রী, চামরবিক্রী, মুচী।

সেরপুর পরগণায় পশ্চিমদেশীয় অধিবাসী ঃ—স্মরণাতীত কাল যাবৎ যুক্ত প্রদেশ ও বিহার হইতে পাঁড়ে, দোবে, চোবে প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এ প্রদেশে আসিয়া বরকন্দাজি, পয়সা বিক্রী (টাকা ভাঙ্গানির পরিবর্ত্তে বাট্টা লওয়া) ইত্যাদি ব্যবসা করিয়া ক্রমে অবস্থাপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। ক্রমে সম্পত্ত্যাদি খরিদ করিয়া ভূস্বামী ও মহাজনি ব্যবসায় আর্থিক যথেষ্ট উন্নতি করিয়া বড়লোক হইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর জলচল রওয়ানি বেহারা ঘরের কাজ করিবার জন্য কুরমি, গোয়ালা ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য এবং ধোপা, নাপিত (হাজাম) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও পৃথক পৃথক ব্যবসাজীবি এ পরগণায় ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ্বকাল হইতে উপনিবেশী হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত লোকের সংখ্যা দেশীয় লোকের প্রায় চতুর্থ অংশ হইয়াছে। নিম্নশ্রেণী দেশীয় নাপিত, ধোপা, বেহারা, কামার, কুমার প্রভৃতির ব্যবসা একদা লোপ হইতেছে কতক লোপ হইয়াছে। বোধ হয় কয়েক বৎসরের মধ্যে এককালে লোপ হইবে। এমনকি জমি জিরাত করিয়া কৃষিজীবি ও ব্যবসায়ী হইতেছে। দেশীয় কৃষক ও শ্রমজীবিগণ এতই অলস ও উদ্যমহীন হইতেছে যে কৃষিকর্ম্ম, ফসল কর্ত্তন প্রভৃতি কৃষিজীবির যাবতীয় কর্ম্ম দৈনিক মজুরিতে সমস্ত কৃষিকার্য্য ঐ সকল লোক দিয়া

নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাতে লব্ধ ফসলের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক মহাজন ও মালেকের খাজনা দিয়া কৃষক গণের ৬ মাসের খোরাকিও থাকে না। ক্রমেই শ্রমজীবিগণ দরিদ্র ও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। জাতীয় ব্যবসাগত যে সমস্ত পশ্চিম দেশীয় লোক এতদঞ্চলে বাড়ী ঘর করিয়া এককালীন বসতবাস করিতেছে সেই সব শ্রেণীর বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহা লিখিত হইল।

ব্রাহ্মণ :—শুকুল, অবস্তি, পাঁড়ে, দোবে, মিশ্র, তেওয়ারি দিচ্ছিত, চৌবে, পাঠক, ত্রিবেদী, অগ্নিহোত্রী, অধৈর্য্য, মহাপাত্র (অগ্রদানী পতিত) মালবী, গঙ্গাবাসী, উপাধ্যায়, সই, ওঝা।

১৩৬ ক্ষত্রিয় :—(উপাধিসিংহ), চৌহান, রাঠোর, বৈশ, গৌতম, পাঁওয়ার, বিসেন, কচ্ছোহবা, হাড়োয়া, জাদওয়া, ভোদোওরা বীরা, তেওয়ার, রায়েকোয়ার, সোমবংশী, রঘুবংশী, পরিহার, বর-হিয়া, করচলিয়া, নরোওনি, বেড়ুয়ার, উজমতিয়া।

কায়স্থ :—লালা।

ভাট বৈশ্য :—বানিয়া, আগরওয়ালা, অযোধ্যাবাসী, দোয়া-সব, অমর।

শূদ্র—জলচল :—সোনার, কাছি, কুরমি, লোহার, বারী গড়িয়া, কেউট, মালা, লোধ, মালি, কুমার, ঘরভুজ, গোড়, রওয়ানি, কাহার, কমকর, গোয়ালা, ডরহোর, বানোয়ারা, মাল-কুরমি, তাম্বলী, নিথর, হোঙ্গর, সূর্য্যবংশী, সারসাজ, ফুলমালী, ঠাঠের, কামার, কলু, তেলি।

বরহই :—সূত্রধর।

নাউ :—নাপিত।

কাহার :—পাল্কীবাহক।

আহির :—গোয়ালা।

গড়রিয়া :—ছাগল ভেড়ি রাখে, কম্বল প্রস্তুত করে।

নুনিয়া :—(দেশে জলচল) বাৎস্য গোত্র ডরহোর, বাঙ্গলোয়া, হউদহা, চওহান।

জল অচল :—তেলি, কোরি, তাম্বোলি, লাঠোয়রা, দরজী, নাসি, তেরাইছা, খাটিক, বামার, ধানুক, ডোম।

ভর—শূয়ার রাখে।

কাশ্মীরা—নাচকরে।

নটুয়া—বাজিকরে।

লাঠাউর—কুস্তিবাজি করে।

চুরিহার—চুড়িবিক্রী করে।

পাচি—রস প্রস্তুত করে।

চাই, টিয়র, মালা, খাটীক, তুরাহার, বিন—নদীর মধ্যে থাকে নৌকার কাজ করে।

দোসাদ—শূয়ার রাখে।

মুছাহার—বেঙ্গ ইঁদুর খায়।

ধারিকার—বিবাহে শিঙ্গা বাজায়।

হালখোড়—মেথর।

ডোম বাশফোর—ডালি বানায়।

মুগম— শিয়ালমারা—বাইদা।

কতিপয় বৎসর হইল এই পরগণার হদিবর্গ; শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চক্রবর্ত্তীর প্ররোচনায় উদ্যোগে ও উৎসাহে নিজদিগকে ভগ্ন ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রকাশে উক্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট দীক্ষিত হইয়া অধিকাংশ হদিবর্গই পৈতা গ্রহণ করিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়োচিত বিধানানুসারে অশৌচাদি ধারণ, বিবাহাদি উৎসব, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রথমতঃ ইহারা মালিকের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। তাহাতে নানারূপ লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য্য হইয়া মালিকের সহিত মীমাংসা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মালিকগণের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া
১৩৮ আসিতেছে। জানকু ও দোবরাজাদীর পর ইহারা এই ৫।৭ বৎসর হইল পৈতা ধারণে বিদ্রোহীর আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের নাপিত, ধোপা ছিলনা। দেশীয় নাপিত, ধোপা ইহাদিগকে খেউরী করিত না ও কাপড় কাচিয়া দিত না। মালিকগণের নিকট বহু চেষ্টা ও অনুনয় বিনয় করিয়া এক্ষণে ইহারা নাপিত ও ধোপা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল না। ভূঁইয়াগণ পৌরোহিত্য কার্য্য করিত। উহাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন, বুদ্ধিমান, মাতব্বর প্রাচীন ব্যক্তিই ভূঁইঞা হইত। পৈতা লওয়ার পর ইহারা পুরোহিত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির "পাথর" আখ্যা ছিল। ইহারা মালিক বাড়ীতে বাদন বাজা, মাল বহন, প্রতিমা বিসর্জ্জন, বাড়ী পাহারা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

এই স্থানে চঙ্গবর্গের নাপিত ছিল না, ক্রিয়াকর্ম্মে বাদ্যকর ঢোল বাজাইত না; পাল্কী বহন করাই ইহাদিগের কার্য্য ছিল। উহাদিগের মধ্যে বহনকারীদিগকে সাধারণতঃ কাহার ও প্রধানকে সর্দ্দার বলা হইত। মালিকগণের কৃপায় ইহারা এখন নাপিত ও ধোপা পাইয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ এখন সূতারের কার্য্য করে এবং কেহ কেহবা চাকি, কুলা, সের ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকে।

স্বায়ত্ত শাসন।

সেরপুর মিউনিসিপালিটী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল তারিখে স্থাপিত হয়। এই মিউনিসিপালিটীতে ১২ জন মেম্বার আছেন। ১৮৮৬ সন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের মনোনীত ও নির্ব্বাচিত মেম্বারগণ মধ্যে মাত্র ভাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হইত। তদানীন্তনকালে সবডিভিসনে জামালপুরের ভারপ্রাপ্ত অফিসিয়েল চেয়ারম্যান থাকিতেন। ১৮৮২ সন হইতে ১৮৮৩ সন পর্য্যন্ত স্বর্গীয় জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী, ১৮৮৪ সন হইতে ১৮৮৬ সন পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী জমিদার মহাশয় ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চেয়ারম্যানের কাজ করিয়া আসিতেছেন।

স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী—	১৮৮৬ সন হইতে ১৮৮৮ সন
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী	১৮৮৮ সন হইতে ১৮৯০ সন
স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র নাগ	১৮৯১ সন হইতে ১৮৯৩ সন
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী	১৮৯৪ সন হইতে ১৯০২ সন
রায়বাহাদুর স্বর্গীয় চারুচন্দ্র চৌধুরী	১৯০৩ সন হইতে ১৯০৫ সন
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী	১৯০৬ সন হইতে ১৯০৮ সন
রায়বাহাদুর স্বর্গীয় চারুচন্দ্র চৌধুরী	১৯০৯ সন হইতে ১৯১৪ সন
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী	১৯১৫ সন হইতে ১৯১৭ সন
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী	১৯১৮ সন হইতে ১৯২০ সন
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র কুমার চৌধুরী	১৯২১ সন হইতে ১৯২৩ সন
১৪০ শ্রীযুক্ত মোহিণী মোহন রায়	১৯২৪ সন হইতে ১৯২৬ সন
শ্রীযুক্ত হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী	১৯২৭ সন হইতে

কথিত ১২ জন মেম্বার মধ্যে ৮ জন নির্ব্বাচিত এবং ৪ জন গভর্ণমেণ্টের মনোনীত। ১৯১২ সনে মিউনিসিপালিটীর আয় ১১,৫২৪, টাকা, ব্যয় ১২,১৬১৲ টাকা। ১৯২৮ সনের আয় ২৪,৮১৮৲ টাকা, ব্যয় ২৪,৭৭২৲ টাকা।

মিউনিসিপালিটীর জরাজীর্ণ টীনের ঘর অপসারিত হইয়া বর্ত্তমানে ঐ স্থলে দালান প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। এই দালান নির্ম্মাণ বাবদ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৫০০০৲ হাজার টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং বক্রী ৫০০০৲ হাজার টাকা বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে মিউনিসি-

পালিটীকে দান করিয়াছেন। এই দালান নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে উহা "চারুভবন" নামে অভিহিত হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ড

সেরপুরে ১৯২৫ সনে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। এপর্য্যন্ত সেরপুর থানায় ১৩টী, নালিতাবাড়ী থানায় ১৩টী, নখলা থানায় ৯টী, শ্রীবরদী থানায় ১১টী ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

প্রকাশ্য দেবালয়

৺ভবতারাকালী কালীবাজারে স্থাপিত :—প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশীলা তারামণি চৌধুরাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পূজা সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি আছে।

শ্রীশ্রীরঘুনাথজিউ, গৃদা বাজারে স্থাপিত—স্বর্গীয় মোদনারায়ণ চৌধুরী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। পূজা সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি আছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবায় ও মাঘ মাসে খিচুড়ী ভোগে, ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, স্থানীয় ভদ্রবিশিষ্টগণ নিমন্ত্রিত হইয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। নিত্য অতিথি সেবার বন্দোবস্ত আছে। রথের সময় পূর্ব্বে পুনর্যাত্রার ৭ দিন পর্য্যন্ত স্থানীয় কায়স্থ ও বৈদ্যগণ রায়ন্ন ভোগে রাত্রে নিমন্ত্রিত হইত। এখন শেষ রথের অর্থাৎ পুনর্যাত্রার দিন ভদ্রবিশিষ্টগণের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ ফলাহারের নিমন্ত্রণ পান। গোপবর্গ পৃথক ভাবে প্রসাদ পাইয়া থাকে। রায়ান্ন ভোগে

রবাহুত বহুলোক উপস্থিত হইয়া প্রসাদ পায়। তাজের নমুনায় ৺রঘুনাথজিউর অতি সুদৃশ্য মন্দির ছিল। ১২৯২ সনের ভূমিকম্পে আংশিক ধ্বংস হয় ও ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পে একদা ভূমিসাৎ হইয়াছে। ৺রঘুনাথজিউর মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে।

৺আনন্দময়ীকালী, নারায়ণপুরে স্থাপিত—নারায়ণপুরের স্বর্গীয় আনন্দমোহন রায় ইহার স্থাপয়িতা।

৺কামাখ্যা পীঠ ঃ—মবারকপুরের নন্দলাল মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৺তারকেশ্বর বুড়াশিব বাড়ী—স্বর্গীয় রামমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত।

৺মনসাবাড়ী, বৈকুণ্ঠপুর—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৺শিববাড়ী, সজবরখিলা ঃ—স্বর্গীয় রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস ইহার স্থাপয়িতা।

৺গঙ্গাধরেশ্বরশিব, মাধবপুর—শ্রীযুক্ত শশীধর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৺কামাখ্যা পীঠ, রাজবল্লভপুর—৺কালীকমল নাগের দ্বিতীয়া কন্যা সরযুবালা নিয়োগী কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইনি অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া যতিধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়াছেন। ছোট ছোট সুললিত কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্তা।

৺নরসিংহজিউর বড় আখড়া, গৃদানারায়ণপুর—স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে রামাউত মুকুন্দ দাস

বাবাজিউ কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই আখড়ার সেবা পূজা নির্ব্বাহের জন্য দায়েমী বন্দোবস্তী প্রচুর সম্পত্তি আছে। এই আখড়ার অধীন নরসিংহবাগ, হনুমানবাগ ও রামবাগ বলিয়া আরও তিনটী আখড়া ছিল। প্রথমোক্ত দুইটীর মধ্যে নরসিংহবাগ স্বর্গীয় জীবনারায়ণ নাগ ও অপর হনুমান বাগ, লেখক ও তাঁহার ভাইগণ কায়েম মোকররী বন্দোবস্তে মালিক দখলিকার আছেন।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজিউর আখড়া—শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ আখড়াও নরসিংহ জিউর আখড়ার মোহান্তের অধীন।

৺গোপালের আখড়া, নারায়ণপুর—আড়াই আনি জমিদারের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বক্সী ও তদ্‌ভ্রাতাগণ পূজার্চ্চনা চালাইতেছেন।

গোপীনাথগঞ্জ—৵১৫ আনি জমিদার বাড়ীর অমাত্যবর্গ ও গোপীনাথগঞ্জের মহাজনগণ মিলিয়া বারোয়ারী কালী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাৎসরিক বারোয়ারী কালীপূজা, এই মন্দিরে কালী স্থাপিত হইয়া পূজাদি সম্পন্ন হইতেছে।

রঘুনাথ বাজার—৵১০ আনি জমিদার বাড়ীর অমাত্যবর্গ ও রঘুনাথ বাজারের মহাজনগণ ও সর্ব্ব শ্রেণীর দোকানদার-গণ মিলিয়া বারোয়ারী কালীমন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৺শনিঠাকুর, মধ্য সেরী রোডের পূর্ব্ব পার্শ্বে ডাক বাঙ্গালার নিকটে স্থাপিত—বিকানীরের কতিপয় কেত্রেবর্গ টীনের চৌচালা

ঘর করিয়া তাহাতে ৺শনিঠাকুরের পাষাণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

জুম্মা স্থান

কসবা, কাঠগড় গোয়ালপাড়াঃ—মুর্জা মেন্দিবেগ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদ।

সেরি, মধ্য সেরিরোড়ের পশ্চিম ধারেঃ—সফাতুল্যা মৃধার নির্ম্মিত মসজিদ্।

রাজাবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জঃ—মীর আবদুল বাকীর নির্ম্মিত
১৫৪ মসজিদ্।

বাগরাকসাঃ—পাকা ভিটাযুক্ত টীনের জুম্মা ঘর।

নবীন চরঃ—টীনের জুম্মা ঘর।

নওহাটাঃ—টীনের জুম্মা ঘর।

তাতাল পুরঃ—টীনের জুম্মা ঘর।

খড়মপুরঃ—টীনের জুম্মা ঘর।

বয়রা ছাওয়াল পীরের দরগা।

এইস্থানে পৌষ সংক্রান্তিতে একদিকে পাকুরিয়া অপরদিকে সেরপুরের মুসলমানগণ পরস্পরে কুস্তি (গাজি বলিয়া চলিত কথা) ধরে। প্রৌঢ়, যুবক, বালক পরস্পর সমকক্ষগণ ঐরূপ শক্তি পরীক্ষা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বকসিস্ দ্বারা উহাদিগকে উৎসাহিত করা হইত। এখন সে প্রথা লোপ পাইয়াছে। এইরূপ

পরস্পর মল্লযুদ্ধ হইয়া ঘোড় দৌড় হয়। হাজার হাজার দর্শক সমবেত হয়।

তারাপান্থালয়, খানাবাড়ী কৃষ্ণনগর:—স্বর্গীয়া দানশীলা তারামণি চৌধুরাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয় ছিলনা। কতিপয় বৎসর হইল কাগমারি সন্তোষের ।৵০ আনির জমিদার স্বর্গীয়া জাহ্নবী চৌধুরাণী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্বেতপাথরের গঙ্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছেন। সেরপুরের তারাপান্থালয় হইতেই সর্ব্ব প্রকারের রেজিষ্টারী ও নিয়মাবলী লওয়াইয়াছেন। তারাপান্থালয়ে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা আছে। অতিথিগণ খাওয়ার ও থাকিবার স্থান পাইয়া থাকে। ১৪৫ এই অতিথিশালায় নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারী ও খানসামা শিকদার, নিম্নশ্রেণীর চাকর নির্দ্দিষ্টভাবে নিযুক্ত আছে। তাহারা সর্ব্বদাই অতিথিগণের সুখ স্বচ্ছন্দ ও সুবিধার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত কেহ অতিথিশালায় থাকিতে ইচ্ছাকরিলে ষ্টেটের প্রধান কার্য্যকারকের অনুমতি লইয়া থাকিতে পারে। ইহার দান সেরপুরে সীমাবদ্ধ নহে। দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, উত্তর পশ্চিম ভাগে বদরীনাথ ও পূর্ব্বভাগে চন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে তিনি যাইয়া তাঁহার দানের চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছেন। এমনকি বড় বড় তীর্থস্থানে তিনি রাণী তারামণি বলিয়া পরিচিতা ও প্রসিদ্ধা। কামরূপ কামাখ্যা পাহাড়ের উপরের "তারাকুণ্ড" নামে একটি

পুকুর খনন করাইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ব ও ঘাট বান্ধাইয়া দেওয়াইয়াছেন। ইঁহার কীর্ত্তিমান বদান্য পৌত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হিরণ চন্দ্র চৌধুরী এবং প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরক চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়গণ ইঁহার স্থাপিত অতিথিশালা ও ধর্ম্মকর্ম্ম এবং তীর্থাদির সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান স্থিরতর রাখিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা পিতামহী ও প্রপিতামহীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন।

বিচার

১৪৬ সেরপুর টাউনে একটি মুন্সেফী আদালত আছে। একজন সিনিয়র মুনসেফ স্থায়ীভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক হইলে সাময়িক ভাবে একজন অতিরিক্ত মুনসেফ আসিয়া মুলতবি কার্য্য করিয়া থাকেন।

স্থানীয় যে সমস্ত লোক মুনসেফ ছিলেন ও আছেন তাহাদের নাম

৺প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরী, স্থানীয় সর্ব্বপ্রথম মুনসেফ, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পার্শীনবীশ।

৺হরি নাথ রায়—১৮৩৩ সনের পূর্ব্বে মুনসেফ ছিলেন।

৺অভয় চরণ নাগ বি, এল—বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ।

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

শ্রীযুক্ত যামিনী কিশোর রায় M. A. B. L—বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ।

শাসন

অনারারী ফৌজদারী কোর্ট:—এখানে বহুকাল যাবত অনারারী কোর্ট আছে। প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও নিয়ত ২টি Bench চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি Bench নাই। যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল।

১। ৺প্যারীমোহন চৌধুরী:—সেরপুরে, ময়মনসিংহ জেলামধ্যে সর্ব্বপ্রথম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী ও Dr, B. L. Choudhuriর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

২। ৺হরচন্দ্র চৌধুরী:—এজাহার লওয়ার ক্ষমতা ১৮৭৫ সনে।

৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী:—এজাহার লওয়ার ক্ষমতা ১৮৯১ সনে।

৪। রায় বাহাদুর ৺চারুচন্দ্র চৌধুরী:—এজাহার লওয়ার ক্ষমতা ১৯১০ সনে। ইহার সোপর্দ্দ করিবার ও সরাসরি বিচারের ক্ষমতা ছিল।

৫। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী:—১৯০১ সনে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। এজাহার লওয়ার ক্ষমতা

১৯১২ সনে প্রাপ্ত হন। ইঁহার সোপর্দ্দ করিবার ও সরাসরি বিচারের ক্ষমতা আছে। অতঃপর একমাত্র ইনিই বঙ্গদেশের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে ১১০ ধারার বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬। শ্রীযুক্ত হিরণ চন্দ্র চৌধুরী :—১৯১২ সনে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনারারী পদে উন্নীত হইবার পর প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিতে ইঁহার উপর এজাহার লওয়ার ক্ষমতা থাকে। ১৯২৫ সনের জানুয়ারী ম.সে ম্যাজিষ্ট্রেট হন ও Complaint লওয়ার ক্ষমতা হয়। ১৯২৭ সনের জুলাই মাস হইতে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা
১৪৮ পাইয়াছেন। Complaint লওয়ার সময় হইতেই সোপর্দ্দ করার ক্ষমতা হইয়াছে।

৭। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র কুমার চৌধুরী :—দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। একক বিচারক।

৮। ৺রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস :—দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত একক বিচারক ছিলেন।

৯। শ্রীযুক্ত হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী :—১৯২৪ সনে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। ১৯২৫ সনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৯২৭ সনের জানুয়ারীতে ১ম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে এজাহার লওয়ার ক্ষমতা পাইয়াছেন। ১৯২৯ সনে অন্য বিচারকের নিকট বিচারের জন্য রেকর্ড দেওয়ার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১০। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়ঃ—ইনি ১৯২৯ সনে ১ম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হইয়াছেন।

অনারারী কোর্টে পুলিস কর্ম্মচারী ও পুলিস।

সব ইনস্পেকটর ১ জন, এসিষ্টাণ্ট সবইনস্পেক্টর ১ জন, পুলিস ৩ জন।

পুলিস ষ্টেসন

সেরপুর, নখলা, শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী এই চারি থানার উপরে স্থায়ী ভাবে একজন Inspector; হেড কোয়ার্টার, সেরপুর টাউন। ১৪৯

সেরপুর থানা (Police Station)

সবইনস্পেক্টর সিনিয়ার	১ জন
সবইনস্পেক্টর জুনিয়ার	১ জন
এসিষ্টাণ্ট সব ইনস্পেক্টর	২ জন
হাওয়ালদার	৪ জন
পুলিস	৮ জন
সিপাহী	৩৬ জন
দফাদার	১৩ জন
চৌকীদার	১১৩ জন

হালুয়াঘাট, ফুলপুর থানা ঃ—সদর (ময়মনসিংহের) ইনস্পেক্টরের অধীন।

দুর্গাপুর থানা ঃ—নেত্রকোণার ইনস্পেক্টারের অধীন।

সেরপুরের সাহিত্যিক ও তাঁহাদের সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর নাম।

পণ্ডিত ও পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ৺কমলেশ্বর সার্ব্বভৌম। মাধবপুর, সেরপুর টাউন। ইনি সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ও মঙ্গল চণ্ডিকার ব্রতকথা রচনা করিয়াছেন।

৺হরকিশোর চৌধুরী জমিদার, নিবাস রাজাবাড়ী, সেরপুর

টাউন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্য বিশেষতঃ সেরপুর মাইনর স্কুল ও মিউনিসিপালিটী স্থাপনের তিনিই অগ্রণী। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম উপাসনোল্লাসিনী।

৺নবকুমার চৌধুরী জমিদার, নিবাস গৃদানারায়ণপুর, সেরপুর টাউন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত; বিলক্ষণ বৈষয়িক, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ ও প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। ইনি পারস্য ভাষায় Civil guide এর অনুবাদ করেন।

৺মৌলবী বসিরুদ্দিন সাং সেরি, সেরপুর টাউন। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পারস্য ভাষায় নন্দীবংশীয় জমিদারগণের জমিদারী প্রাপ্তির বিবরণ প্রণেতা।

৺মৌলবী ওজেউদ্দীন নিবাস কস্‌বা সেরপুর টাউন। ইনি পারস্য ভাষায় সিরাজুলমুবতাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৺রামনাথ বিদ্যাভূষণ সেরপুর টাউন। তিনি সুপণ্ডিত, সুরসিক এবং ছোট ছোট কবিতার রচয়িতা ছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় সাংখ্য মতের পদ্যানুবাদক।

৺হরসুন্দর তর্করত্ন নিবাস সেরী, সেরপুর টাউন। তিনি বিচক্ষণ বিষয়ী, সেরপুরের আদি জমিদার বংশের গুরু, টোলের অধ্যাপক এবং পঞ্জাব ইউনিভারসিটির সংস্কৃত পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার টোলে যাহাতে চিরকাল সংস্কৃতপাঠিগণ সংস্কৃত অধ্যাপনা করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার উইলে এই টোল চিরস্থায়ী রূপে চলিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার পুত্র পৌত্র বর্ত্তমান থাকা স্বত্বেও তাঁহার শেষ ইচ্ছা প্রতিপালিত হইতেছে না। ইনি নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অনুবাদক। ১। উপদেশ শতকম্ ২। অত্রি সংহিতা ৩। হারীত সংহিতা ৪। বিষ্ণু সংহিতা ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ৫। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত।

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সর্ব্বলোকবিখ্যাত মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার নিবাস বাগরাকসা সেরপুর টাউন। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ঢাকার সারস্বত সমাজের ও পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। যখন তিনি Asiatic Society of Bengal

এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী দাতব্য চিকিৎসালয় সর্ব্বসাধারণের হিতকল্পে স্থাপনা করেন। দেশবিশ্রুত পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র কবীন্দ্র কবিরাজ এই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। বিনা-মূল্যে দরিদ্র রোগীগণ ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রাপ্ত হইত। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র হিরণ চন্দ্র চৌধুরীর নামে Charity Institution নামে একটা বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ Institution হইতে সর্ব্ব-বিধ দান হইত। পুত্র কন্যার বিবাহ, অগ্নিদাহ, স্কুলের ছাত্রগণের পড়ার সাহায্য ও নানাবিধ সভা সমিতির সাময়িক ও মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হইত। স্কুল প্রভৃতি পরিচালনের ব্যয়ও এই ফণ্ড্ হইতে হইত। গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য জন্য যে সমস্ত নিমন্ত্রণ পত্র
১৫৪ প্রাপ্ত হইতেন সেই সকল বিভাগে যে সমস্ত সাহায্য করিতে হইত তাহাও এই Institute হইতে দেওয়া হইত। তাঁহার দানে জাতি ও শত্রু মিত্র ভেদ ছিল না। সুতরাং একাধারে সন্তান বাৎসল্য, সাহিত্য ও স্বদেশানুরাগ ও লোক হিতকর কার্য্যে তাঁহার উদার অন্তঃকরণের পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

১৩০১ সনে ময়মনসিংহের ভারতমিহির পত্রিকা ও সের-পুরের চারুবার্ত্তা আপোষে একত্র হইয়া চারুমিহির নামে আজ পর্য্যন্ত প্রচার হইয়া আসিতেছে। উকীল মৃত জানকীনাথ ঘটক, শ্রীকণ্ঠ সেন ও উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ্র রায়কে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া চৌধুরী মহাশয় চারুযন্ত্র তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দেন। ঐ সময় হইতে ঐ যন্ত্র পুনরায় ময়মনসিংহে স্থাপিত হই-য়াছে। চারুযন্ত্র সেরপুরে থাকা কালীন চারুমিহিরের অন্যতম

সম্পাদক, পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি, মানসবিকাশ ও কবিকাহিণী প্রণেতা দীনেশ চরণ বসুর "কুলকলঙ্কিনী" উপন্যাস ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত মীর মসারকহোসেনের প্রসিদ্ধ "বিষাদসিন্ধু" গ্রন্থ এই চারুযন্ত্র হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় গুণী ও শিক্ষিত লোকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্বানব্যক্তির তাঁহার নিকট প্রভূত সম্মান ছিল। তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের যশস্বী কবি উক্ত দীনেশ চরণ বসু ও ভাওয়ালের কবি প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, চন্দন, ফুলরেণু প্রভৃতি রচয়িতা শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসকে দীর্ঘকাল বেতনভোগী রাখিয়া সাহিত্যসেবা করিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক ছিলেন। ইঁহার প্রথম
পুত্র ৺হেমচন্দ্র চৌধুরী অল্প বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৫৫
দ্বিতীয় পুত্র রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র চৌধুরী M, R. A. S. স্বনামধন্য প্রতিভাশালী জমিদার ছিলেন। বঙ্গীয় গভর্ণরের নিকট ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল ও Private interview হইত। ইনি প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও Mymensingh District Board এর Member এবং সেরপুর Municipalityর Chairman ছিলেন। তৎকালীন রাজবল্লভপুর, পূর্ব্বসেরি, ক্রচ, নারায়ণপুর, মুনসেফী রোড প্রভৃতিতে যে কয়টি পাকা পুল হয় তাহা উক্ত রায়বাহাদুরের উদ্যোগে প্রস্তুত হইয়াছে; বিশেষতঃ সেরির উপরের পুলটি একমাত্র তাঁহার অক্লান্ত ও অদম্য চেষ্টা এবং তদ্বিরে District Board কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণে, পারাপারের অর্থব্যয় হইতে রক্ষা ও কতদূর যে

উপকার ও সুবিধা প্রাপ্ত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। জামালপুরের রাস্তার উভয় পার্শ্বে গোযান চলাচলের রাস্তা তাঁহার অসাধারণ চেষ্টাতেই হইয়াছে। তিনি ময়মনসিংহ Club এর Member, সেরপুর ভিকটোরিয়া একাডেমীর সেক্রেটারী ও পরে Vice President ছিলেন। তিনি দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া অল্প বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী জমিদারী শাসন ও সংরক্ষণ করেন। ইনি একজন সাহিত্যিক। Milton এর L' Allegroর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। সেরপুর Municipalityর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান। ইনি District Commi-
১৫৬ ssioner of Boys Scout Association Mymensingh & Member Bengal Provincial Association of Boys Scout. কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হীরক চন্দ্র চৌধুরী B. A. Income tax officer, Howrah; বর্ত্তমানে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেছেন।

স্বর্গীয় চৌধুরী মহাশয়ের ৩য় পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী M. R. A. S. ইনিও ইহার জ্যেষ্ঠের ন্যায় স্বনামধন্য তেজস্বী জমিদার। ইনিও রাজ দরবারে বিলক্ষণ পরিচিত ও সম্মানিত। বঙ্গের গভর্ণরের সহিত ইহার দরবারে interview আছে। সেরপুর Municipalityর ভূতপূর্ব্ব Chairman; হিন্দুদিগের মৃতদেহ দাহনের শ্মশান ঘাটে পাকা ঘাট ও দাহনকারীদের বিশ্রাম গৃহ ইনি Chairman থাকাকালীন প্রবল চেষ্টা

ও উদ্যোগ করিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ Club এর Member, সেরপুর ভিকটোরিয়া একাডেমীর Vice President ও প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। মিউনিসিপালিটী ও শাসন বিভাগে ইঁহার কার্যাতৎপরতা, দক্ষতা ও নানাবিধ গুণাবলী সম্বন্ধে কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইতে যে সমস্ত সার্টিফিকেট ও মন্তব্য পাইয়াছেন তৎ সম্বন্ধে "A short account of public services rendered by Rai Hemanga Chandra Choudhuri Bahadur M. R. A. S. [London] zemindar Sherpur Town". এই নাম দিয়া সেরপুরের অন্যতম জমিদার ইহার বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী M. A, B. L, M. R. A. S ১৫৭
এক খানা Pamphlet ছাপাইয়াছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হিমাংশু চন্দ্র চৌধুরী ঢাকা ইউনিভারসিটি হইতে M. A. পাশ করিয়া ১ম বিভাগে Law পাশ করিয়াছেন। ইহাদের বংশে ইনিই সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত।

স্বর্গীয় চৌধুরী মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র শ্রীযুক্ত হিরণ চন্দ্র চৌধুরী ১ম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি স্থির, ধীর, নিরপেক্ষ বিচারক। অমায়িক ব্যবহারে সকলের নিকট যশস্বী। উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট ইনিও সুপরিচিত। ভিকটোরিয়া একাডেমী ও হরচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের বর্ত্তমান সেক্রেটারী। ভিকটোরিয়া একাডেমীর School Buildingটি ইঁহারই যত্ন এবং চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত

হেলিস চন্দ্র চৌধুরী B. Sc. পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জমিদারী কার্য্য-শিক্ষা করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হিমেশচন্দ্র চৌধুরী প্রেসিডেন্সী কলেজে M. A. পড়িতেছেন।

ইহাদের ভদ্রাসন খানাবাড়ী কৃষ্ণনগর নামে প্রসিদ্ধ এবং পরিখা দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বভাগের গাঙ্গিনা কালীবাজার রোড দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভদ্রাসনের বাহির খণ্ডের মধ্যদিয়া দক্ষিণ দিকে কালীবাজারের সহিত মিলিত ছিল। (১)। উহা পাকা রাস্তা ও সর্ব্বসাধারণের গাদি গমি প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বপ্রকার চলাচলের রাস্তা ছিল। আবহমান কাল পর্য্যন্ত বাড়ীর উপর দিয়া এইরূপ সর্ব্বসাধারণের চলাচলের

রাস্তা থাকায় কতদূর অসুবিধাজনক ও বাড়িটি যে একদা অকর্ম্মণ্য ছিল তাহা লেখাই বাহুল্য। গ্রন্থকার তাঁহার কার্য্যকালীন

(১) মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র নাগ কালীবাজার রোড মিউনিসিপালিটির স্বত্ব কল্পনায় স্থানে স্থানে খোয়া ইত্যাদি ফেলাইয়াছিলেন বলিয়া মালিক স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী ভদ্রাসন ও বাজার ভূমিতে নিজ স্বত্ব স্থাপনের জন্য ১৮৯৩ সনের ৬২নং ও ১৮৯৪ সনের ১৭নং মোকর্দ্দমা নিজ বাদিত্বে ও মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ পক্ষে উক্ত চেয়ারম্যান বিবাদিত্বে মোকর্দ্দমা করেন। পরবর্ত্তী চেয়ারম্যানের সময় মোকর্দ্দমা সোলে হইয়া ১৮৯৫ সনের ২৮শে জুন তারিখে নিষ্পত্তি হয়। ঐ মোকর্দ্দমার নকসাতে ভদ্রাসনের বাহির খণ্ডের মধ্য দিয়া রাস্তা অঙ্কিত আছে।

পূর্ব্বভাগের গাঙ্গিনার পূর্ব্বদিক দিয়া ও দক্ষিণ ভাগের পূর্ব্বাংশের গাঙ্গিনার দক্ষিণ দিক দিয়া নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়া কালীবাজারের সহিত ঐ রাস্তা মিলিত করিয়া গাঙ্গিনার উপরের পূর্ব্বোক্ত রাস্তা কাটাইয়া পূর্ব্বভাগের গাঙ্গিনার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ এক করিয়া দিয়াছেন। এক করিয়া দেওয়ায় বাড়ীর স্মরণাতীত কালের অসুবিধা দূর হইয়া ভদ্রাসনটি রমণীয় ও চিরকালের জন্য একটি কেল্লার ন্যায় গাঙ্গিনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অতিশয় সুদৃশ্য, মনোরম এবং সম্মুখের একমাত্র Gate ব্যতীত প্রবেশের পথ দুর্গম হইয়াছে। এক্ষণে দক্ষিণ দিকে এক মাত্র Gate (প্রবেশ দ্বার) (১)। পশ্চাতে একটি খিড়কী দ্বার আছে। ১৫৯

প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ৺দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শশীভূষণ কাব্যতীর্থ প্রণীত মধুকর দূত শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে।

৺কিশোরী মোহন চৌধুরী, ইনি স্থানীয় অন্যতম শিক্ষিত জমিদার। অতিশয় সরল, বদান্য ও পরোপকারী জমিদার ছিলেন। ইনি কুসুমকোরক ও আর্য্যনারী নামক দুই খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ৪০৮২ নং ৵১৫ আনি জমিদারী ওয়ারিশী স্বত্বে প্রাপ্ত হওয়া

(১) সপ্তদশ বর্ষের "সৌরভ" পত্রিকায় ২১৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রসিক লাল বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাড়ীর বর্ত্তমান দৃশ্য সম্বন্ধে তাঁহার "সেরপুর পরিক্রমায়" এইরূপ লিখিয়াছেন:—"সুপ্রসর পরিখাবেষ্টিত প্রকাণ্ড বাড়ী। একটি মাত্র পথ ছাড়া উহাতে প্রবেশের উপায় নাই। বাড়ী নয়, একটি দুর্গ বটে।"

কালীন ইঁহার বিরুদ্ধে অনেকেই প্রতিপক্ষ স্বরূপ আপত্তিকারী
হইয়া আদালতে উপস্থিত হন। কিন্তু সুবিচারে ইনি জমিদারী
প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল প্রতি পক্ষগণকে নগদ অর্থ সম্পত্তি ও অস্থা-
বর মালামাল দিয়া, ঐ ষ্টেটের ঋণ গৃহিতা গণকে মুক্ত ও কাহাকে
চাকুরী দিয়া নিজের উদার অন্তঃকরণ ও বদান্যতার যথেষ্ট পরি-
চয় দিয়াছেন। তিনি কতদূর ত্যাগী ছিলেন তাহা এই স্থানে
উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমস্ত বিবাদি-
গণকে মোকদ্দমা খরচ হইতে মুক্তি দিয়া রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ
চৌধুরীকে ১ খানা ফিটন ও ১ খানা পাল্কি গাড়ী, ৺গোবিন্দ
কুমার চৌধুরীকে নগদ ২৫০০০৲ হাজার টাকা ও ৺হর কুমার
১৬০ চৌধুরীকে নগদ ২৫০০০৲ হাজার টাকা দান করেন। হরেন্দ্র কুমার
চৌধুরীকে ওয়ারিশী প্রাপ্ত ১২৪০০০৲ হাজার টাকার তমসুক
ছাড়িয়া দেন। উক্ত চৌধুরী মহাশয় তৎপরিবর্ত্তে বার্ষিক ১২০০৲
শত টাকা আয়ের সেরিরচর, মিরকিরচর, তালুক চর সেরপুর, চর-
হাবর কুতবাকুড়া এই ৫ খানা মহাল ৺কিশোরী মোহন চৌধুরীর
সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া জয় কুমারী চৌধুরাণী মহাশয়াকে লিখিয়া দেন।
তিনি পুনঃ অপর বিবাদি ৺গোপাল চন্দ্র নিয়োগীকে ঐ ৫ খানা
মহাল তালুক করিয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর পর কিশোরীবাবু কৃত
উইল বলিয়া যে উইলের প্রবেটের প্রার্থনা হয়, সেই উইলে
তাঁহার প্রধান কার্য্যকারক ৺কৃষ্ণচন্দ্র পত্রনবীশ নামে বার্ষিক
১০০০৲ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দেওয়ার কথা লেখা ছিল।
বর্ত্তমান মালিক ৺কিশোরী বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন

চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী সেই সময় নাবালক ছিলেন। নাবালকের হিতের জন্য স্থানীয় অন্যতম জমিদার ৺হরচন্দ্র চৌধুরী ও ৺গোবিন্দ কুমার চৌধুরী বহুটাকা ব্যয় করিয়া উভয়ে একত্রে প্রবেটের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। উইল জাল সাব্যস্ত হয়। উইল জাল সাব্যস্ত করিয়া উল্লিখিত পরোপকারী ত্যাগী জমিদারদ্বয় নাবালক ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন। কিশোরীবাবুর অতি অল্প বয়সে অসময়ে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় দুই খানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। জীবিত থাকিলে বঙ্গভাষার এক জন শ্রেষ্ঠ সেবক হইতেন। তাঁহার একপুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন চৌধুরী M. A. B. L. ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি ১৬১ স্থানীয় জমিদারগণ মধ্যে প্রথম M. A., দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী B. Sc. একজন নামজাদা সাহিত্যিক।

৺চন্দ্রধর সাংখ্যতীর্থ ইনি ৺গঙ্গাধর তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র। ৺কাশীধামে বেদাদি পাঠ করিয়া সাংখ্য 'বেদান্ত ও ব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ করেন। "খণ্ডন্ নিরশনং" নামে ইহার একখানি গ্রন্থ আছে। অতি অল্প বয়সে ইহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। অন্যথা মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের অভাব কত-কাংশে পূরণ করিতে পারিতেন।

শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী, লস্কর বংশের ইনিই শেষ বংশধর। বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ। বিশেষতঃ

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ব্যবহার অমায়িক। ইনি রাবণ-বধ কাব্য রচনা করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী জমিদার, রাজাবাড়ী, সেরপুর টাউন। ইনি শিক্ষিত, সুলেখক, সুপণ্ডিত ও বক্তা। ইঁহার কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইতে, বার্দ্ধক্যতা প্রযুক্ত অবসর, লওয়া পর্য্যন্ত ১ম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, এককালে ময়মনসিংহ District Board এর Member এবং ভিকটোরিয়া একাডেমির President ছিলেন। ইনি ধার্ম্মিক, বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইহার প্রগাঢ় ভক্তি। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

১৬২ ১। হরিনাম ২। নিকুঞ্জরহস্য গীতিকা ৩। রাগানুগাদীপিকা (সংগৃহীত) ৪। বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রা পদ্ধতি ৫। শ্রীরাধাগোবিন্দের দ্বাদশ মহোৎসব পদ্ধতি। গৌরাঙ্গ সেবক (কলিকাতা) মাধুকরী (মুর্শিদাবাদ) পল্লিবাসী (বর্দ্ধমান, কালনা) প্রভৃতি পত্রিকা গুলিতে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। Dr. B. L. Choudhuri D. Sc. ইনি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এডিনবার্গ হইতে B. Sc. পাশ করিয়া দেশে আসেন। Asiatic Societyতে কার্য্য গ্রহণ করেন। ঐ সময় মৎস্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার ও এক খানা treatise লেখার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Doctor উপাধি লাভ করেন। Mr. K. G. Guptaর অধীনে সহকারীরূপে Fishery Departmentএ কিছুদিন যশের সহিত কাজ

করিয়াছেন। Society Journal ও অন্যান্য Magazine এ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। ইনি ৺হরচন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা বাসন্তি দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একমাত্র ইঁহার অকান্ত চেষ্টাতে সেরপুর মিউনিসিপালিটীর প্রত্যেক Wardএ ২।১টি করিয়া ইন্দারা খনিত হইয়া জলকষ্ট নিবারণ ও ভীষণ ওলাউঠার প্রকোপ হইতে সেই সেই Ward গুলি রক্ষা পাইয়াছে, এবং অনেকগুলি নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। সেরপুর Rate Payers Association ইনি সৃষ্টি করিয়াছেন। জামালপুর সবডিভিসান মধ্যে ইনিই সর্ব্ব প্রথম ইউরোপে যাইয়া এডিনবার্গ কলেজ হইতে শিক্ষা প্রাপ্তে B. Sc. উপাধি লাভ করিয়া, সেরপুরের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কলিকাতা নগরীতেও বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানে
যোগদান করিয়া থাকেন।

রায় বাহাদুর ৺চারুচন্দ্র চৌধুরী জমিদার খানাবাড়ী কৃষ্ণনগর সেরপুর টাউন। তিনি অতিশয় মেধাবী, নিজ অধ্যবসায় ও নিজ চেষ্টায় ইংরাজি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ছিলেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট ইনি শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা ৺হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত সেরপুর বিবরণ ২য় ভাগের পাণ্ডু-লিপি সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ঢাকা রিভিউ পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রবন্ধ ছাপাইতেছিলেন। ইনি ঢাকা রিভিউ পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক।

কৃতবিদ্য, সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সেরপুরের অন্যতম জমিদার ৺গোবিন্দ কুমার চৌধুরী মহাশয়ের বদান্য, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি

পালি ইত্যাদি নানাভাষায় সুশিক্ষিত সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী জমিদার M. A. B. L. Vakil High Court, গিরদানারায়ণপুর, সেরপুরটাউন। ইনি আত্মনির্ভরশীলতা ও অধ্যবসায়গুণে উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি নিজ পিতার নামে Gobinda Kumar Series বলিয়া ক্রমাগত বই লিখিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করিতেছেন। ইহার ভদ্রাসনে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে।

১। বিশুদ্ধিমার্গ (১ম ভাগ) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল ও শ্রীমৎ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত

:৬৪ ২। বৌদ্ধকোষ (যন্ত্রস্থ) উক্ত গ্রন্থকার দ্বয় কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত।

রায় বাহাদুর ৺চারুচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট থানাবাড়ী কৃষ্ণ নগর, সেরপুরটাউন ইনি Miltons L Allegroর পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী B. Sc. ইনি বিদ্যানুরাগী, Biology সম্বন্ধে ইঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান। স্বাধীন চেতা, স্বদেশ হিতকর অনুষ্ঠানের সাহায্যকারী ও নেতা, নিরহঙ্কারী সরলচিত্ত, অমায়িক, বদান্য, দাতা। ইনি Biology সম্বন্ধে এক খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উহা আজও ছাপা হয় নাই। ইনি সেরপুর মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব Chairman ও ময়মনসিংহ District Board এর Member; ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের পর ইনি নিজ

ভদ্রাসন অট্টালিকাময় করিয়াছেন। নানাবিধ কারুকার্য্যে অট্টালিকাগুলি এরূপ রমণীয় হইয়াছে যে দেখিলেই দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে ও গৃহকর্ত্তার সুরুচির পরিচয় দেয়। ইনি Modern Review, প্রকৃতি, বসুমতী, প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক এবং ১। যৎকিঞ্চিৎ ২। কয়েকটি কথা and other pamphlet: ৩। জীববিজ্ঞান (অসমাপ্ত) প্রভৃতি রচয়িতা।

শ্রীযুক্ত যামিনী কিশোর রায় এম, এ, বি, এল মুন্সেফ ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন—

১। The curse of Intelligence ২। The rapturous joy of Bengal. ৩। The Ilse of Exile. ৪। জীবন যাপন ৫। বঙ্গোচ্ছ্বাস বা রাজগীতা ৬। মুক্তা পারিজাত (নাটক);

রামশঙ্কর শুকুলের পুত্র সত্যনারায়ণ শুকুল পশ্চিমদেশীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ৺রঘুনাথজিউর মন্দিরের ডানপার্শ্বে বাসা করিয়া বাস করিতেন। সেরপুর স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। চারুবার্ত্তার প্রতিযোগিতায় "সুধাকর" নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। কিছু দিন প্রকাশিত হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বাগচি আদিনিবাস পাবনা। বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে সেরপুরে আসিয়া এই স্থানের উপনিবেশী হইয়াছেন। ইনি কাগমারি ।৵০ আনি জমিদারের ভূতপূর্ব্ব হেড মুন্সী। তৎপরে সেরপুর ॥৵০ আনি বাড়ী কতিপয় বৎসর সেরিস্তাদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া এখন পেন্সান প্রাপ্তে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কয়েক খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে

পারেন নাই, সত্বরই মুদ্রিত করিবেন এরূপ জানিতে পারিলাম। ইহার গ্রন্থ সমূহ :—১। রাবণ বধ ২। অভিমন্যু বধ ৩। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। ৪। নরকাসুর বধ ৫। পারিজাত হরণ ৬। স্যমন্তক উপাখ্যান।

ইনি সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ, নিরভিমানী, পরোপকারী ও অতিশয় সুজন ব্যক্তি। সঙ্গীতালাপের সময় মুখ বিকৃতি এবং মস্তক ও হস্তাদি চালনা করিয়া শ্রোতাদের হাস্য উদ্দীপন করেন না। সঙ্গীতের তিনটী কাণ্ড আছে :—গীতকাণ্ড বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড। গীতকাণ্ডে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঢপখেয়াল, তেলেনা, চতুরং এই সমস্ত গানের অঙ্গে তিনি অতিশয় পারদর্শী। বীণা, সেতার, এস্রাজ,
১৬৬ পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্যকাণ্ডের তাল মান সম্বন্ধে দোষ গুণ বুঝিতে একজন বিশেষজ্ঞ। পূর্ব্ববঙ্গে, ঢাকা গীতবাদ্যাদির আদর্শস্থান। স্মরণাতীত কাল যাবৎ ঢাকায় বহু খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক বাস করিয়া আসিতেছেন। গত ৩০।৩৫ বৎসরের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকের সহিত মজলিস করিয়া তিনি যথেষ্ট প্রশংসা ও যশলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ বাদক প্রসন্ন বনিকের সহিত বহুকাল সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়াছেন। সেরপুরের গান বাজনার সমস্ত মজলিসেই তিনি সাদরে নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হন।

৺ধরণীধর দত্ত B. A. নারায়ণপুর। ইনি ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রথমতঃ সেরপুর Victoria Academyর প্রধান শিক্ষক পরে নেপাল মহারাজার স্কুলে Asst. Headmaster ও

নেপালের Prime Minister এর পুত্রের Private tutor ছিলেন বলিয়া মহারাজ দরবারে ও prime Minister পরিবারে সুপরিচিত ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাঁহার স্ত্রী দুরারোগ্য রোগে পীড়িত হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। কয়েক বৎসর স্থানীয় G. K. P. M. Institution এর Headmaster থাকিয়া কাজ পরিত্যাগ করেন। উদরি রোগে হঠাৎ অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট অশোকের উপাদেয় জীবনী "Life of Asoke" লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ করিয়াই তিনি মারা যান। ভরসা আছে উপযুক্ত পুত্রগণ উহা মুদ্রিত করিবেন।

শ্রীযুত নবকান্ত গুহ কবিভূষণ ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলে- ১৬৭
জের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। ইহার সাহিত্য সাধনার ইতিহাস এইরূপ—

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়ঃ—চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ ও আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব ২। প্রদীপ পত্রিকায়ঃ—আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক প্রবন্ধ। ৩। চারুবার্ত্তায়ঃ—৺বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত শিক্ষা, সমবেত শক্তি এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন বিষয়ক প্রবন্ধ ৪। বিষাদ স্মৃতি (সঞ্জীবনী যন্ত্রে মুদ্রিত)।

লেডী হৈমবতী চৌধুরাণী। রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ও ৺হরচন্দ্র চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা। ইনি কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্তা, নানাবিধ বিষয়ের উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ একখানা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

এখনও ছাপা হয় নাই। ইনি মাসিক সৌরভ পত্রিকার লেখিকা।

লেডী হিরণ্ময়ী চৌধুরাণী, ইনি ৺হরচন্দ্র চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র, ১ম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মধ্যে একমাত্র B. L. Case বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত রায় বাহাদুর হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী M. R. A. S (London) মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং শ্রীযুত হিমাংশু চন্দ্র চৌধুরী M. A. B. L. এর মাতা। দীর্ঘকাল ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানাবিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত "পুষ্পাধার" নামক সুললিত কবিতা গ্রন্থের ভূমিকা সেরপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুত গোপালদাস চৌধুরী M. A. B. L. M. R. A. S. (London) লিখিয়া দিয়াছেন।

শিক্ষা

১। ৺হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর মাইনর স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার অর্থ সাহায্যেই এই স্কুল উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করে। মহারাণী ভিকটোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে এই মাইনর স্কুল ১৮৮৭ সনে উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে উন্নত হইয়া Victoria Academy নামে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত হাইস্কুলরূপে পরিণত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই স্কুলের উন্নতি কল্পে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মাইনর ও হাই-স্কুলের বহু ছাত্রকে পড়ার খরচ, শীতবস্ত্র কাপড় ইত্যাদি দান এমন কি অনেক ছাত্রকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিয়া শিক্ষা প্রদান ও প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ৺রায় বাহাদুর

চারুচন্দ্র চৌধুরী, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হিরণ চন্দ্র চৌধুরীর প্রবল চেষ্টা ও উদ্যোগে টীনের ছাদযুক্ত ইটের পাকা প্রাচীরে অতি সুন্দর স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহারাও বহু ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষার বিধান করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হিরণ চন্দ্র চৌধুরী এই স্কুলের সেক্রেটারী। তাঁহার প্রভূত যত্ন ও চেষ্টায় স্কুলটী উন্নতি লাভ করিয়াছে।

২। ১৯১৪ সনে ইউরোপে বহুকালব্যাপী বৃহৎ জার্ম্মাণ, অষ্ট্রেলীয়া ও টার্কী ও সম্মিলিত শক্তির যুদ্ধের অবসানে শান্তি স্থাপন উপলক্ষে Gobinda Kumar Peace Memorial Institution (G. K. P. M. Institution) নামে হাইস্কুল স্থাপিত হয়। স্কুলগৃহের সম্মুখে বাঁধা ঘাট বিশিষ্ট সুদৃশ্য বড় পুকুর ও স্কুলের জন্য সুন্দর ও বৃহৎ পাকা দালান প্রস্তুত হইয়াছে। এই Institution স্থাপনকল্পে শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী ৫০০০০৲ হাজার টাকা এবং ৵১৫ আনির জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী ১৫০০০৲ হাজার টাকা ও ৵১০ আনি অপর সরিকের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র কুমার চৌধুরী ১০০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর বদান্যতা এবং দানের সীমা কেবল সেরপুরে আবদ্ধ নহে। তাঁহার পিতা ৺গোবিন্দ কুমার চৌধুরী, কলিকাতার প্রসিদ্ধ আশুবাবু (ছাতুবাবু), প্রমথবাবু (লাটুবাবু) হইতে গঙ্গার ধারে পানিহাটিতে যে বৃহৎ অট্টালিকাময় বাগানবাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন ঐ চৌধুরী মহাশয়ের উপযুক্ত

কৃতীসন্তান দানশীল শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী পিতার নামানুসারে "গোবিন্দকুমার হোম" নামাকরণে ঐ বাড়ী মায় বাগান ধর্ষিতা ও নিরাশ্রয়া নারীগণের আশ্রয় স্থান করিয়া দিবার জন্য দান করিয়াছেন; এবং ময়মনসিংহ মেডিক্যাল হাঁসপাতালে মহা-মহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নামে একটি, প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া তারামণি চৌধুরাণীর নামে একটি ও পুণ্যশীলা স্বর্গীয়া তারাসুন্দরী চৌধুরাণীর নামে অপর একটি এই তিনটি Bed এর জন্য একদা ১০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইঁহার অধ্যবসায় অভাবনীয় ও অভূত পূর্ব্ব। বাড়ীতে শিক্ষক ও অধ্যাপক রাখিয়া প্রাইভেট ভাবে যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা গুলিই যশের সহিত পাস করিয়া M. A. B. L. উপাধি গ্রহণে মহামান্য হাইকোর্টে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. A. B. Sc. পাস করিয়া জমিদারী শাসন ও সাহিত্যসেবা করিতেছেন। ইনি পিতামাতার নামে যে লাইব্রেরী স্থাপনা করিয়াছেন উহাতে সর্ব্বসাধারণের নিয়মিত সময়ে ইচ্ছামত সাহিত্য-চর্চ্চা করিবার সুবন্দোবস্ত ও সুব্যবস্থা আছে।

আপামরসাধারণে যাহাতে সুলভ মূল্যে খাঁটি কবিরাজী ঔষধ প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র কুমার চৌধুরী আয়ুর্ব্বেদীয় মতে "চরক ভৈষজ্যালয়" নামে দেশীয় ঔষধের একটি লোকহিতকর সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপাধি প্রাপ্ত একজন কবিরাজ সর্ব্বদা

উপস্থিত থাকিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত করান এবং ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধান করেন ও ব্যবস্থা দেন।

৵১০ আনি বড় তরফের শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী ও ৵১০ আনি ছোট তরফের শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র কুমার চৌধুরীর অপর সরিক ⁄১০ আনির জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র কুমার চৌধুরী স্থানীয় অন্যতম শিক্ষিত জমিদার। ইনি কোন Art স্কুলে না পড়িয়া ঘরে বসিয়াই চিত্র বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হইয়াছেন যে ফটোগ্রাফ কি অন্য যে কোন চিত্র দেখিয়া Water Line ও অন্য রকম ঠিক অনুরূপ প্রতিকৃতী চিত্র করিতে পারেন। তিনি এস্রাজ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। সঙ্গীতাদির রাগ রাগিণী বুঝিতে একজন বিচক্ষণ সমজদার। সেরপুর মিউনিসিপালিটীতে এক সময় ভাইসচেয়ারম্যান ও সেরপুর অনারারী কোর্টে Bench Magistrate ছিলেন। নন্দীবংশের আদি জমিদার রামনাথ হইতে ইহাদের (শিবেন্দ্র ও দেবেন্দ্র কুমারের) পূর্ব্ববর্ত্তীর ধারা একাদি ক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। এই ধারায় কোন পোষ্যপুত্র নাই। শিবেন্দ্র কুমারের শ্বশুর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হিরণ চন্দ্র চৌধুরীও সঙ্গীত কলায় বিশেষ অভিজ্ঞ ও বোদ্ধা, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র চৌধুরী পাখোয়াজ ও তবলায় সিদ্ধহস্ত। রাগরাগিণী বুঝিতে ইঁহারা তিন জনই দক্ষ। পশ্চিম দেশ হইতে যে সমস্ত বড় বড় অভ্যাগত ওস্তাদ সেরপুরে আসিয়া থাকে তাহাদের যে স্থানে গান বাজনা হয় সে স্থানে ইহারা তিন জনই সাদরে আমন্ত্রিত হন।

১৭১

উল্লিখিত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরীর অপর সরিক /৫ গণ্ডার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরী। ইনিও নন্দী বংশীয় আদি জমিদারের ধারা। ইনি অতিশয় সুজন, একনিষ্ঠ আদর্শ হিন্দু এবং ব্যবহার অমায়িক।

৩। রামরঙ্গিণী মাইনর স্কুল:—কালীপুরের কাছারীর উপর অবস্থিত। ইহার স্থাপয়িতা কালীপুরের জমিদার ৺ধরণীকান্ত লাহিড়ী।

৪। আঞ্জামান মাদ্রাসা স্কুল:—১২৯৬ সনের ২৯শে পৌষ রবিবার তারিখে সেরপুরের অন্তর্গত কসবা গ্রামে সেরপুর টাউনের মুসলমান অধিবাসীগণের একটি সভা হইয়া মুসলমান ছাত্রবর্গকে উর্দ্দু,
১৭২ পার্শী ও বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া কল্পে আঞ্জেমান মুরুল ইস্‌লাম নামে একটি মাদ্রাসা স্কুল ও তৎসংলগ্ন একটি জুম্মা মসজিদ স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ স্কুল ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া Matriculation Class VIII পর্য্যন্ত পড়া হয়। ইটের দেওয়াল বিশিষ্ট টীনের দ্বিতল গৃহ অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে।

৫। জয়দুর্গা মধ্য-ইংরাজি বালিকাবিদ্যালয়:—স্থানীয় অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী M. A. B. L, M. R. A. S, (London) তাঁহার মাতৃদেবীর নামে নিজ ব্যয়ে এই স্কুল পরিচালনা করিতেছেন। বালিকাগণ অবৈতনিক ভাবে অধ্যয়ন করিতেছে। এই স্কুলে ৪ জন শিক্ষক ও ১ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। মেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে।

সাহায্য প্রাপ্ত পাঠশালা সমূহ

বালকদের জন্য	বালিকাদের জন্য
(ক) পূর্ব্বসেরী	(ক) কালীগঞ্জ
(খ) রাজবল্লভপুর	(খ) সেরি
(গ) কালীগঞ্জ	(গ) দীঘার পাড়
(ঘ) কাঠ্‌গড়	(ঘ) কাঠ্‌গড়
	(ঙ) বারাক পাড়া

লাইব্রেরী

১। হেমাঙ্গ লাইব্রেরী ঃ—৷৷/০ আনি বাড়ী। ইহা অতিশয় প্রাচীন। পূর্ব্ববঙ্গ মধ্যে এই লাইব্রেরী প্রসিদ্ধ ছিল। বহু প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিপি এবং আরবী, পারসী, ইংরাজী, বাংলা ভাষার বহু পুরাতন গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা গ্রন্থ, ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি Govt. Publication ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থের সমাবেশ আছে। ভূমিকম্প ও উইএ প্রাচীন হস্তলিপি গ্রন্থাদি, দাসখত ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থ নষ্ট করিয়াছে।

২। জয়কিশোরী লাইব্রেরী ঃ—৵১৫ আনি বাড়ী। এই লাইব্রেরীতে প্রায় ৫৫০০ হাজার গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশেষতঃ Biology সম্বন্ধেই বেশী পুস্তক। ইহা ব্যতীত ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি, সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজি প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীটি অতি পরিষ্কার রূপে সজ্জিত।

৩। হিরন্ময়ী লাইব্রেরী ঃ—G. K. P. M. স্কুলে প্রতিষ্ঠিত। এই লাইব্রেরী অল্পকাল হইল স্থাপিত হইয়াছে। সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থেরই সমাবেশ আছে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সংখ্যাই অধিক। অনুমান ৫০০০ হাজার গ্রন্থ সংগৃহীত আছে।

রিডিং ক্লাব (পাঠাগার)

এখানে মাসিক চাঁদা দিয়া সর্ব্বসাধারণে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজাদি ও নানা প্রকার বই পাঠ করিতে পারে, এবং ডিপোজিট (deposit) দিলে পুস্তকাদি বাড়ী লইয়াও পাঠ করা যাইতে পারে।

ছাত্র সঙ্ঘ

এখানে মাসিক চাঁদা দিয়া সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রগণ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজাদি ও নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিতে পারে, এবং ডিপোজিট (deposit) দিলে পুস্তকাদি বাড়ী লইয়াও পাঠ করা যায়। এখানে ছাত্রদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা হয়।

বিবেকানন্দ সমিতি

সেবাশ্রম ; এই স্থানে ব্যায়াম চর্চ্চাও হইয়া থাকে।

বাণীপ্রেস

এই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপার কাজ ব্যতীত কোনও দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজ বাহির হয় না।

ডাক বিভাগ

ঢাকলহাটি চক্র হইতে ডাকঘর উঠাইয়া এখন সেরপুর টাউন পুলিশ ষ্টেসনের সংলগ্ন ভাড়াটিয়া ঘরে ডাকঘর আছে। ১ জন পোষ্ট মাষ্টার, ১ জন টেলিগ্রাফ মাষ্টার, ১ জন পার্শেল ক্লার্ক ও ১ জন মনিঅর্ডার ক্লার্ক এবং ৩ জন পিয়ন আছে। ১৮৮৫ সনে এখানে প্রথম টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হয়।

হরচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়

সেরপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাকা ভিটীযুক্ত টীনের খুব বড় ঘর, ॥৵০আনি বাড়ীর জমিদারগণ তাঁহাদের পিতা স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে তাঁহার নামে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। তদনুসারে হাঁসপাতালের নাম "হরচন্দ্র হাঁসপাতাল" বলিয়া অভিহিত। এখানে গরীব দুঃখী বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এখানে যে সমস্ত রোগী হাঁসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার ইচ্ছা করে তাহাদের থাকিবার পৃথক পৃথক Room ও সুব্যবস্থা আছে। এই হাঁসপাতাল সব এসিণ্টাণ্ট সার্জনের (Sub Assistant Surgeon) অধীনে আছে। ইহা গবর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটীর সাহায্যকৃত।

প্রকাশ্য ঔষধালয়

কবিরাজী :—১। রাধাকান্ত ঔষধালয় ২। তারিণী নিবাস ৩। আয়ুর্ব্বেদ কুটীর ৪। চরক ভৈষজ্যালয় ৫। রাম কিশোর ঔষধালয় ৬। গুরুচরণ ঔষধালয় ৭। নিত্যানন্দ ঔষধালয়।

এলোপ্যাথিক :—1. Bengal Medical Store 2. Prasanna Pharmacy 3. Nag Medical Bureau 4. Padmamoni Medical Hall 5. The New Medical Hall 6. Srikrisna Pharmacy 7. Grand Medical Hall 8, Wahed Pharmacy,

হোমিওপ্যাথিক :—১। যাদবচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী ২। দ্বারকানাথ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।

ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস

১৭৬ ১। সেরপুর দয়াময়ী ব্যাঙ্ক এণ্ড লোন আফিস লিমিটেড্।

২। জামালপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড্।

৩। সেরপুর লোন এণ্ড কমার্স লিমিটেড্।

৪। নারায়ণপুর ব্যাঙ্ক এণ্ড লোন আফিস লিমিটেড্।

৫। ময়মনসিংহ লোন আফিস লিমিটেড্, সেরপুর টাউন ব্র্যাঞ্চ।

৬। দি ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, ব্যাঞ্চ সেরপুর টাউন।

৭। দি সেরপুর আরবান ব্যাঙ্ক।

৮। জামালপুর লোন আফিস লিমিটেড, ব্র্যাঞ্চ সেরপুর টাউন।

৯। ভক্ততারা লোন আফিস লিমিটেড্।

১০। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

১১। বনগাঁও ব্যাঙ্ক।

আকস্মিক দুর্ঘটনা, ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

১২৮০ সনের পর হইতে ১২৮৬ সনের মধ্যে এখানে উপর্য্যুপরি দুইবার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তেরাবাজারে উজিরালি নামে একজন চট্‌কিয়া দোকানদার ছিল। প্রথমতঃ তাহার ঘরে আগুন লাগিয়া তেরাবাজার ও রঘুনাথ বাজার পুড়িয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্নির গতি হইয়া মৃত গোপালচন্দ্র নিয়োগীর বাড়ী পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়। তাহার এক বৎসর পরে পুনরায় ঐ বাজারে অপর এক দোকানে আগুন লাগিয়া তেরাবাজার, রঘুনাথবাজার পুড়িয়া পূর্ব্বদিকে আনন্দরায়ের স্থাপিত ৬আনন্দময়ী কালীবাড়ী পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়। পূর্ব্বে টাউনে অধিকাংশই ছনের ঘর ছিল। শেষে অগ্নিকাণ্ডের পর হইতে টিনের ঘরের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, ঝড়

১২৮০ সনের আশ্বিনের টর্ণেডো। ভয়ানক ঝড় হইয়া ঘর বাড়ী বৃক্ষাদি অনেক ভূমিসাৎ হয়। পশুপক্ষীও অনেক মারা যায়।

ভূমিকম্প

১২৯২ সনে ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার ইংরাজি ১৮৮৫ সনের ১৪ই জুলাই প্রাতে অনুমান ৭ টার পর ভীষণ ভূমিকম্প হয়।

সেদিন হিন্দুর রথযাত্রা ও মুসলমানের ইদল ফেতর ছিল। এই ভূমিকম্পে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের বাড়ীর প্রায় সমস্ত দালানই অল্প বিস্তর নষ্ট ও ধ্বংস হয়, কিন্তু নদী, নালা, খাল ও বিল পূর্ব্বমত প্রবাহমান থাকে। ১৩০৪ সনের ভূমিকম্প—৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ইংরাজি ১৮৯৭ সন ১২ই জুন বৈকালবেলা ৫টা ১০ মিনিটের সময় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে অবশিষ্ট দালান মন্দির প্রভৃতি ভূমিসাৎ হয়। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ী ও মাঠ ফাটিয়া জল, বালু, ধূম ও স্থানে স্থানে কয়লা বাহির হয়। এই পরগণায় প্রায় সমস্ত নদীর উচ্চ কাছার বসিয়া গিয়া এককালীন ভরাট হইয়া যায়। এই প্রবল ভূমিকম্পে সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই

বহু ক্ষতি হইয়াছে। আজ পর্য্যন্তও সমস্ত ক্ষতি পূরণ হয় নাই।

১৩২৫ সন ২৪শে আষাঢ় সোমবার অমাবস্যা ইংরাজি ১৯১৮ সন বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটের সময় আর একটী ভূমিকম্প হয়। ইহা ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের ন্যায় ভীষণ না হইলেও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ সবডিভিসনের বহু ক্ষতি করিয়াছে।

শিল্প

রাঙ্গের সাজ ঃ—এখানে উৎকৃষ্ট রাঙ্গের সাজ প্রস্তুত হয়। উহার উন্নতি এরূপ হইয়াছিল যে কলিকাতার নীচে এরূপ উৎকৃষ্ট সাজ কোথায়ও প্রস্তুত হইত না। বঙ্গ বিভাগের সময়

হইতে স্বদেশী হুজুকে প্রতিমার সাজ অধিকাংশ স্থলে মাটী দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতেই এই উৎকৃষ্ট শিল্পের ঐ সময় হইতে অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

কাঠ ও হস্তিদন্তের কাজ ঃ—সেরপুরের কাঠের খড়ম প্রসিদ্ধ। এখানে জাত সূত্রধর, মুসলমান সূত্রধর ও নমঃশূদ্র সূত্রধরগণ সূত্রধরের কার্য্য করিতেছে। হাতীর দাঁতের চেয়ার, পাটী ও কাঠের বিবিধ প্রকার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সম্বলিত জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে গরুর গাড়ীর চাকা প্রস্তুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বেতের কাজ ঃ—শ্রীহট্ট হইতে এখানে বেত আমদানী হয়। ঐ সকল বেত দ্বারা ঢাকি, সের, পাল্লা প্রভৃতি পরিমাপের নানাবিধ অতি সুন্দর জিনিস প্রস্তুত হয়। নমঃশূদ্রের মধ্যে অনেকে ইহার ব্যবসা করিয়া বেশ উন্নতি করিয়াছে। ভিন্ন স্থানে এই সমস্ত জিনিস এখন রপ্তানি হইয়া থাকে।

বাঁশের কাজ ঃ—ধারি, ডোল, ডালি, কুলা, পাখা, ছাতি, ঝাঁটা ও বাঁশের নানাবিধ উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য বিশিষ্ট জিনিস প্রস্তুত হয়। এই সমুদায় দ্রব্য পাটুনী, গারো, ডালু, হাজং প্রভৃতি জাতি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মহিষের শিং ও হাড় ইত্যাদির কাজ ঃ—চিরুনী, কৌটা, খড়মের বল্লয়া প্রভৃতি নানাবিধ হাড় নির্ম্মিত জিনিস প্রস্তুত হয়।

কাপড়ের ছাতা ঃ—এখানে ইহার কারবার অল্পদিন যাবৎ খুলিয়াছে। ছাতা প্রস্তুত হয়।

টীন ও ষ্টীলের বাক্স ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ঃ—ইহার কারবার অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। মনোহর ট্রাঙ্ক বাক্স নির্ম্মিত হয়।

পিতলের কাজ ঃ—পিতলের নানা প্রকার জিনিস এখানে নির্ম্মিত হয়।

ডালু ও বানাই কাপড় ঃ—উৎকৃষ্ট ডালু কাপড় এখানে প্রস্তুত হয়। ইহা দরজা, জানালা, পর্দ্দা ও বিছানা ঢাকা চাদর ও টেবিল ক্লথ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ডালুগণ এই কাপড় প্রস্তুত করে।

কোচ ও ডালুরা জাঝার নামক এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত করিত উহা দ্বারা তাম্বু পরদা ও সামিয়ানা প্রস্তুত হইত কিন্তু বর্ত্ত-
১৮০ মানে ঐ শিল্পটী লুপ্ত প্রায়।

ডোঙ্গা ঃ—মেচগণ ডোঙ্গানামক ঘাসকাটা নৌকা নির্ম্মাণ করে।

সেরপুরের জোঙ্গ নৌকা ঃ—ইহা কতকটা বজরার আকৃতি, তলা চেপ্টা, অল্প জলেও চলে। জোঙ্গ নৌকা অন্যত্র দেখা যায় না। নদী থাকিতে লোকে এই নৌকায় যাতায়াত করিত এখন মহাজনগণ বর্ষাকালে ইহাতে মাল লইয়া থাকে।

সোডার কল ঃ—এখানে দুইটী সোডার কল আছে।

শিল্পী

শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায়। শ্রীরামসুন্দর দে ও শ্রীশরৎ চন্দ্র দে। ইহারা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট Art School হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এখন চিত্র ও ফটোর ব্যবসা করিতেছে।

সেরপুরের স্বাস্থ্য

সেরপুরের স্বাস্থ্য কার্ত্তিকমাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত মোটের উপর ভালই থাকে। বর্ষাকালে সামান্য জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। মিউনিসিপালিটী হইতে জল নিঃসরণের জন্য ড্রেণ ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ও অগ্রে আবশ্যক।

মেলা

সেরা অষ্টমীতলা :—বারুণী তিথি, বাসন্তী অষ্টমী তিথি ও রাম নবমীতে এখানে মেলা হয়।

গোপীনাথ গঞ্জ :—চৈত্র মাসে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে তিন দিন ১৮১.
ব্যাপী এখানে মেলা হয়।

মিঠাই

সেরপুরের অবাক, মনোরঞ্জন, কাঁচাগোল্লা, (দানাগোল্লা) বরফী, সরপুরিয়া, সুস্বাদু ও প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত জিলাপি, কচুরী প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত রকমের মিঠাইর পৃথক দোকান আছে।

সেরপুর হইতে রপ্তানী জিনিস

ধান, চাউল, ঘৃত, সরিষা, তিল, কাপাস, পাট, ক্ষেতের কাজের জিনিস, তামাক, খড়ম, শুকনা মরিচ, তাড়াইবাঁশ ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

আমদানী জিনিস

সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ হইতে চিনি, নালি, গুড়, সুপারি, লবণ, বুট (ছোলা), খেসারি, মটর, মুসুরি, কাগমারি হইতে জোলার কাপড়, ঢাকা হইতে সর্ব্বপ্রকার সাজ, মসল্লা, বানিয়াতি ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্ব প্রকার গাছ গাছড়া ঔষধ ইত্যাদি আসিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে কাপড় লোহা, সিমেণ্ট। ছাতক হইতে বর্ষাকালে ইমারতি ও পাথর চূণ, পাবনা হইতে পান। জাফর-সাহী ও পাতিলাদহ হইতে মাছ নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ হইতে শুটকি মাছ আমদানী হয়।

খাদ্যদ্রব্য

সেরপুরের বনকোষ, কালিজিরা, গুয়া, মুসুরি প্রভৃতি। আতপ চাউল, ঘৃত, সরিষার তৈল, অড়হরের ডাল প্রসিদ্ধ ছিল। বিক্রমপুর অঞ্চলের গোপগণ এখানে আসিয়া ঘৃত ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যের হানিকর ভেজাল মিশাইয়া স্থানীয় গোয়ালাদের ব্যবসা বিলোপ করিতেছে। সেরপুর বাণিজ্য প্রধান স্থান। যদিও রেল সংযোগ নাই ও অধিকাংশ নদী ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পে ভরাট হইয়া গিয়াছে কিন্তু একমাত্র গরুরগাড়ী যোগে এবং মফঃস্বলে কতক কতক বহমান নদীতে নৌকাযোগে ধান, চাউল, সরিষা, কোষ্ঠা, কার্পাস, গোল কাষ্ঠ, তাড়াইবাঁশ ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। সেরপুর, রাজগঞ্জ, কোটের হাট, জিরাই-

গাতি, ভায়াডাঙ্গা, ডালুর হাট, শম্ভুগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, হাট তারাগঞ্জ, নল্লি, হালুয়া ঘাট, মুন্সিরহাট, গোপালগঞ্জ, কাশীগঞ্জ প্রভৃতি বন্দর সমূহ হইতে উল্লিখিত জিনিস বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

সেরপুর টাউনের সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রীর ৮৩ বৎসরের বাজার দর। ১২৫২, ১৩০২ ও ১৩৩৫ সনের অর্থাৎ প্রথম ৫০ বৎসরের ও পরবর্ত্তী ৩৩ বৎসরের দরের বেশী কমি প্রদর্শিত হইল। মধ্যবর্ত্তী সন সমূহে অল্প বিস্তর দরের ন্যূনাধিক্য হইয়াছে।

জিনিস		১২৫২ সন	১৩০২ সন	১৩৩৫ সন
	প্রতি মণ	দর	দর	দর
আতপ চাউল	,,	১।০	৩।।০	৮৲
মুগ ডাইল	,,	২।।০	৪৸০	১০৲
খেঁসারি ডাইল	,,	১।০	২।।০	৫৲
অড়হর ডাইল	,,	২।।০	৩।।০	৭৲
বুট ডাইল	,,	২।।০	৩।৵০	৭৲
লবণ	,,	৪৲	৩৵০	৩৲
তৈল	,,	৫৲	১০৲	২৩৲
বাতাসা	,,	৯৲	১০৲	১০৲
সাকচিনি	,,	১০৲	৬।০	১২।।০
নিরস চিনি	,,	৮৲	৮৸০	৯।।০
চিনির তিলুয়া	,,	৯৲	১০৲	১২।।০
গুড়	,,	৩৲	৫৲	৭।।০
গুড়ের তিলুয়া	,,	৫৲	৮৲, ৫৲	৮৲

	আটা	,,	২॥০	৫৲	১০৲
	চিঁড়া	,,	১॥০	৩৲	৬।০
	দুগ্ধ	,,	১৸/০	৫৲	১০, ১২॥০
	দধি	,,	১॥০	৬৲	১৬, ২০৲
	ঘৃত	,,	১৬৲	৬০৲	১২০৲
	সুপারি	,,	৮৲	৮৶০	২০৲
	তামাক	,,	৩৲	৯।৵০	২০৲
	সন্দেশ	,,	১১৲	২০৲	৩০৲
	রসগোল্লা	,,	১২৲	২৫৲	৩৫৲
	দানাগোল্লা	,,	১৫৲	২০৲	৪৫৲
১৮৪	বর্ফি	,,	১২৲	২৩৲	৫০৲
	অবাক	,,		২৭৲	৫০৲
	মনোরঞ্জন	,,		২৭॥০	৫০৲

সম্মেলন

১৯২৮ সনের প্রজা ভূম্যাধিকারী আইন সংশোধন, সংস্কার ও প্রবর্ত্তন উপলক্ষে প্রজা ও ভূম্যাধিকারীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের সমস্ত জমিদারগণ ও সুসঙ্গের মহারাজা সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর আমন্ত্রণে সেরপুরে সম্মিলিত হন ও তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেরপুরে, ময়মনসিংহ জেলার সমস্ত জমিদারগণের সমবেত সম্মিলন

অভূতপূর্ব্ব। সেরপুরের পক্ষে ইহা গৌরব ও স্পর্দ্ধার বিষয়। ভূস্বামীদের (জমিদার, তালুকদার, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রভৃতি) মধ্যে এরূপ সম্মিলন এই প্রথম। প্রথম সমবেত সভায় ভিন্নস্থানীয় জমিদারগণ পক্ষে মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী সভার উদ্দেশ্য বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। এবং সেরপুরের পক্ষে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী প্রায় এক ঘণ্টাকাল আগন্তুকদের অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন সূচক অতি সুন্দর ও সুললিত ভাষায় বক্তৃতা দেন। তৎপরদিন সুসঙ্গের মহারাজা পরস্পরের মধ্যে যাহাতে প্রীতি ও প্রণয় স্থাপিত হয় তৎসম্বন্ধে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া প্রাঞ্জল ও মনোরম ভাষায় কিছুকাল পর্য্যন্ত এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

চিতাস্মৃতি

কড়ৈবাড়ী পাহাড় হইতে যে সঙ্কীর্ণ জলস্রোত মোরগাচর গ্রামের বৃহৎ বিলে পতিত হইয়াছে ঐ জলস্রোত হইতে মিরকী বা মৃগী নদী সেরপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিতা হইয়া সেরপুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ যে স্থানে ব্রহ্মপুত্রের ১টি শাখা কামাড়ের চর দিয়া আসিয়া উহার সহিত যোগ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে

উভয় স্রোত এক হইয়া সেরপুরের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বমুখী বাটরা ঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া ক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখী বক্রভাবে ভীমগঞ্জের নিকট ভগ্ন নীল কুঠীর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেরপুরের পশ্চিম ভাগের নদী মৃগী বা মিরকী নামে ও দক্ষিণ ভাগের নদী সেরি-নদী নামে চিরকাল প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যে সময় সেরপুর ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড় সেরির চর ছিল সেই নাম হইতে সেরী নদী ও পশ্চিমভাগে দক্ষিণে মোরগাচর ও উত্তরে মোরগা গ্রাম। উহা হইতে সম্ভবতঃ মৃগী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ॥/০ আনি বাড়ীর ভূতপূর্ব্ব ভূম্যাধিকারী স্বর্গীয় রাজচন্দ্র চৌধুরী নাককাটীর জাঙ্গালের পশ্চিম দিয়া চাঁপাতলির বন্দ হইতে সেরি নদী
১৮৬ পর্য্যন্ত একটি খাল কাটাইয়া ছিলেন। উহা ভরাট হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের পর শুষ্ক ক্ষত চিহ্নের ন্যায় একটি অতি অপ্রশস্ত রেখা মৃগী ও সেরি নদীর অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। কদমতলী ঘাটের পশ্চিমভাগের শ্মশান ঘাটের পূর্ব্বদিকে স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের চিতার উপর একটি মঠ ও অপরদিকে অনতিদূরে সেরপুরের ভূতপূর্ব্ব দারোগা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষালের পিতার চিতার স্মৃতিমঠ ও ভাটীতে বাটরাঘাটে স্বর্গীয় কিশোরী মোহন চৌধুরী মহাশয়ের চিতার উপর ইষ্টক নির্ম্মিত ভিত্তি ও চারিটী স্তম্ভ দ্বারা চিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে। নদী নাই! সৌন্দর্য্যও নাই! প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার এই সকল চিতাচিহ্ন দ্বারা নদীর উত্তর পাড়ের অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে।

সমীকরণ

বলভদ্র বসুশ্চৈব, চণ্ডীবর বসুঃ স্মৃতঃ।
প্রভাকরঃ শঙ্করশ্চ, জিতামিত্রস্তথা পরঃ।
রামো মাধবকশ্চৈব, তথাষষ্ঠী বরাখ্যাকঃ।
বসুবংশোদ্ভবা এতে অষ্টৌচ সমতাং গতাঃ।

বলভদ্র বসু, চণ্ডীবর বসু, প্রভাকর বসু, শঙ্কর ঘোষ, জিতামিত্র নাগ, রামবসু, মাধব বসু, ষষ্ঠীবর বসু, এই আট জন সমান।

গরুড়শ্চ জিতামিত্র, বসুভাস্কর এবচ।
পুস্করাখ্য সত্যানন্দ, মুকুন্দষ্ট সমাস্মৃতা।

গরুড় ঘোষ, জিতামিত্র নাগ, ভাস্কর বসু, পুস্কর গুহ, সত্যানন্দ ঘোষ, মুকুন্দ গুহ, এই ছয় জন সমান।

প্রিয়ঙ্কর সমাখ্যাতো, গৌরীদাস বিধানকঃ।
ভগীরথ নামাচ, জিতামিত্র স্তথা পর।
হৃষীকেশ সমাখ্যাতো, গঙ্গাবল্লকো এবচ
গঙ্গাদাস ভিধানশ্চ, তথাশশী ধরাখ্যাক।
নরসিংহাখ্যাকশ্চৈব, নবতে সমতাং গতা।

প্রিয়ঙ্কর বসু, গৌরীদাস গুহ, ভগীরথ ঘোষ, জিতামিত্র নাগ হৃষিকেশ বসু, গঙ্গাধর গুহ, গঙ্গাদাস বসু, শশী বসু, নরসিংহ দত্ত এই নয় জন সমান।

রামচন্দ্রাখ্যাকঃশ্চৈব, তথা নারায়ণ পর।
কন্দর্পো বিষ্ণু নামাচ, হিরণ্যশ্চ হিরণ্যকঃ।
জিতামিত্রাঃ পুণ্ডরিকঃ গঙ্গাদাস স্তথা পর।
গৌরীদাসাখ্যাকশ্চৈব, দেবানন্দ ইমেসমাঃ।

রামচন্দ্র বসু, নারায়ণ গুহ, কন্দর্প বসু, বিষ্ণু বসু, হিরণ্য গুহ, জিতামিত্র নাগ, পুণ্ডরীক গুহ, গঙ্গাদাস গুহ, গৌরীদাস গুহ, দেবানন্দ বসু, এই দশ জন সমান।

সারঙ্গ দত্তকশ্চৈব, রবি নাগ স্তথাপর।
ধনদত্ত স্তথা নাগৌ, দিগম্বরকো ভীমকৌঃ।
শ্রীরাম নাম খানশ্চ, বিস্থানন্দ স্তথা পর।

গন্ধর্ব্ব থামকশ্চৈব, সারঙ্গ দত্ত এবচ
গৌরী নাথক্য দত্তশ্চ, গোপীনাথা বিধানক।
এতেদশা সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বেচ সমতাং গতাঃ॥

সারঙ্গ দত্ত, রবি নাগ, ধনদত্ত, দিগম্বর নাগ, ভীমদত্ত, শ্রীরাম বসু, বিস্থানন্দ মিত্র, গন্ধর্ব্ব বসু, সারঙ্গ দত্ত, গৌরীনাথ দত্ত, গোপীনাথ দত্ত এই দশ জন সমান।

কায়স্থের লক্ষণ

বিস্থাবাংশ্চ সুচিধীর, দাতা পরোপকারকঃ।
রাজকর্ম্মী ক্ষমাশীল, কায়স্থ সপ্ত লক্ষণঃ॥

বিদ্বান, শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারক, রাজার কর্ম্মচারী, কর্ম্মঠ, ক্ষমাশীল এই ৭ সাতটি কায়স্থের লক্ষণ।

গঙ্গাস্রোত কুল কাহাকে বলে

দানাদি গ্রহণা দোষাং বর্জ্জয়েৎ বিধিপূর্ব্বক।
গঙ্গাস্রোত কুলং তস্য কথতে কুলভূষণৈ ॥

অপ ক্রিয়াদি যাহার নাই এবং কুলীন কুলজ, মধ্যল্লাদির সহিত যাহারা পুরুষানুক্রমে দান গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কুলই গঙ্গাস্রোত কুল।

কুলীন কুল রক্ষার্থ বিবাদেষ মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল্ল কুলমুত্তমম্ ॥

কুলীনের কুল রক্ষার জন্য মধ্যল্লের সহিত ক্রিয়া করিবেন তাহাতে কুলীনে কুলরক্ষা হইবেক। ১৮৭

কায়স্থ কারিকা

যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবাঃ,
যাবদগঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ,
তাবৎ কায়স্থজা বয়ম্ ॥

মকরন্দ ঘোষের ৩য় পুরুষ চতুর্ভুজ ঘোষ, দশরথ বসুর ৩য় পুরুষ লক্ষ্মণ বসু ও পুষণ বসু, বিরাট গুহের বংশীয় দশরথ গুহ, কালিদাস মিত্রের তৃতীয় পুরুষ তারাপতি মিত্র, পুরুষোত্তম দত্তের ৩য় পুরুষ নারায়ণ দত্ত, দেবদত্ত নাগের বংশধর দশরথ নাগ, চন্দ্রভানু নাথের বংশধর মহানন্দ নাথ, চন্দ্রচূড় দাসের বংশধর চন্দ্রশেখর দাস। শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত কেশব দেব বীরসিংহের

বংশজাত রত্নাকর সিংহ। এতদ্ভিন্ন ৯৯ ঘর গৌড়ীয় কায়স্থ লইয়া বঙ্গজ সমাজ গঠিত। (১)

ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ক্রিয়া করণ

প্রকাশকের এবং তাঁহার সম্পর্কিত ব্যক্তির অথবা ঐ সকল ব্যক্তির পুত্র অথবা কন্যার যে যে সমাজে ক্রিয়াকরণ ও আদান প্রদান হইয়াছে তাহার বিবরণ।

ফরিদপুর ফতেয়াবাদ সমাজ

বড় খুল্লপিতামহ ৺গোপীনাথ নাগ মহাশয় রাজাবাড়ী লক্ষ্মীকুল রাজা প্রভুরামের বংশধর রাজা দিগেন্দ্র প্রসাদ গুহরায়ের
১৯০ ভগ্নিকে বিবাহ করেন।

পিতা স্বর্গীয় গুরুচরণ নাগ মহাশয় ফরিদপুর জেলান্তর্গত ফতেয়াবাদ সমাজের দত্তকেন্দুয়া দত্তবংশে ৺স্বরূপ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ৺রামকমল নাগ মহাশয় ফরিদপুর জেলার মোচনা গ্রামে ফতেয়াবাদ সমাজের ঘোষ বংশে বিবাহ করেন।

খুল্লতাত বড় ভ্রাতা স্বর্গীয় নীলকমল নাগ মহাশয় ফরিদপুর দত্তকেন্দুয়ার বসু বংশে বিবাহ করেন।

খুল্লতাত ছোটভ্রাতা শ্রীমান যোগেশ চন্দ্র নাগ ফরিদপুর ফতেয়াবাদ সমাজের আলগীর বসু বংশে স্বর্গীয় গুরুচরণ বসু মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করে।

---

(১) কায়স্থ তত্ত্ব।

বরিশাল পরগণায় চন্দ্রদ্বীপ বাকলা সমাজ

ছোট খুল্লতাত স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র নাগ মহাশয় বানরিপাড়ার ঘোষবংশে স্বর্গীয় বিষ্ণু চরণ ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অক্ষয় চরণ নাগ বরিশালের অন্তর্গত গাভার ৺কৈলাস চন্দ্র ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে।

যশোহর সমাজ

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺অভয় চরণ নাগ যশোহর জেলান্তর্গত ইটনার গুহ ঠাকুরতা বংশে ৺কাশীচন্দ্র গুহের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহারা বর্ত্তমান বিক্রমপুরের অন্তর্গত নারিশা গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। বর্ত্তমানে চাকুরী উপলক্ষে ভাগলপুরে আছেন। ইহারা বিরাট গুহের সন্তান। বিরাটগুহের বংশধর নারায়ণ গুহ সরকার বানরিপাড়ায় অবস্থিতি করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতি দস্তিদার ইটনাতে বাসস্থান স্থাপিত করেন। ইহারা শ্রীপতির বংশধর। ১৯১

দ্বিতীয়া ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী সুপ্রভাময়ীকে মিত্রবংশে শ্রীযুক্ত দেবীচরণ মিত্রের পুত্র শ্রীমান হেমচন্দ্র মিত্র B. Sc.র সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ হইতে ইহাদের এক ধারা ঢাকা উলাইল ও অপর ধারা যশোহর টাকিতে যায়। সেরপুর কালীগঞ্জ কাছারী স্থাপিত হইলে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ

হরবল্লভ মিত্র বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে টাকি হইতে কালীগঞ্জ, মবারকপুরে বাস করেন। নাগবংশে বিবাহ করিয়া এই স্থানের অধিবাসী হন এবং সম্পত্তি প্রাপ্ত হন ক্রমে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ঐ সকল সম্পত্তিতে হরবল্লভের উত্তর পুরুষ গোবিন্দ-রাম মিত্র, ফকির চাঁদ মিত্র এবং সোণামণি দাস্তা নিজ নিজ নামে নামজারী করেন। মবারকপুরের কামাখ্যার পীঠ এই বংশের নন্দলাল মিত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। মিত্র কন্যা বিশ্বেশ্বরী বৈধব্য দশায় কঠোর যতিব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দেবী চরণ মিত্র উক্ত হরবল্লভের বংশধর।

বাজুর সমাজ

১৯২ পিতামহ ৺গঙ্গাধর নাগ মহাশয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত কাশীমপুর গুহ চৌধুরী জমিদার বংশে বিবাহ করেন। বর্ত্তমান জমিদার অন্নদাবাবুর পূর্ব্ববর্ত্তীর কন্যা।

খুল্ল পিতামহ ৺গদাধর নাগ মহাশয় কাগমারির অন্তর্গত দাস্তা গ্রামে বিবাহ করেন। খুল্ল পিতামহী উক্ত গ্রামের গুহ রায়দের কন্যা।

খুল্লতাত ৺কালীনাথ নাগ মহাশয় ঢাকা জেলান্তর্গত শ্রীবাড়ীর বসু বংশে বিবাহ করেন।

পিসিমাতা ৺আনন্দময়ীকে ঢাকা জেলান্তর্গত মানিকগঞ্জ সবডিভিসানের অধীন শ্রীবাড়ীর মাসতারার ৺তারাচাঁদ গুহ মজুমদারের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। ইহারা তেওতার অংশীদার এবং জমিদার।

পিসতুত ভ্রাতা ৺হলধর মজুমদার সিংরাগীর দীনবন্ধু বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন।

পিসতুত বড় ভ্রাতুষ্পুত্র ৺শশধর মজুমদার ইরতার ৺মহিম চন্দ্র ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করে।

ঐ ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান ধরণীধর মজুমদার বৈট্টার কেশব চন্দ্র ঘোষের কন্যা বিবাহ করিয়াছে।

পিসতুত ভগ্নীকে দৌলতপুরের দুর্গানাথ মিত্র মজুমদারের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। (১)

ভগ্নী শ্রীযুক্তা সর্ব্বসুন্দরীকে বেলতার কবিভূষণ শ্রীযুক্ত নব-কান্ত গুহের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

লেখকের নিজ বিবাহ উক্ত বেলতা গ্রামে ৺রুদ্র নাথ গুহ ১৯৩
মহাশয়ের কন্যার সহিত হইয়াছে।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান বিনয় ভূষণ নাগ B. L. বেলতার ৺অনাথবন্ধু গুহ B. L. মহাশয়ের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছে।

পিতামহ ৺জীবনারায়ণ নাগ মহাশয়ের কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে মাণিকগঞ্জ চান্দর ঘোষবংশে ৺রাজচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অমূল্য চরণ নাগের বিবাহ মাঁমুদপুর নিবাসী

---

(১) পিসীমাতার সন্তান সন্ততিগণকে পিতামহাশয় নিজ গৃহে রাখিয়া অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। পিতামহাশয় কর্ত্তৃক তাহাদের বিবাহাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন নিয়োগী B. L এর কন্যার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রথমা ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী প্রতিভাময়ীর বিবাহ ভাড়রা গ্রামের ৺রাজচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ B. L. এর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইহারা ড্যাকরার ঘোষ বংশ। উক্ত রাজচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পিতা রামসুন্দর ঘোষ মহাশয় ভাড়রায় আসিয়া প্রথম বাসস্থান স্থাপন করেন।

তৃতীয়া ভ্রাতষ্পুত্রী শোভাময়ীকে মানিকগঞ্জের অধীন খলসি গ্রামের ৺যাদব চন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র বসু B. A.র সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

১৯৪ চতুর্থা ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী আভাময়ীকে আড়রা গ্রামের আদা-জানের ঘোষবংশে ৺বিদ্যাধর ঘোষ মহাশযের পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্র মোহন ঘোষের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

বড় ভাগিনেয় শ্রীমান কুমুদ কান্ত গুহ, মাণিকগঞ্জের অধীন মালুচী গ্রামের ৺উপেন্দ্র নাথ বসু রায় B. L. মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগিনেয় শ্রীমান প্রমোদ কান্ত গুহকে ছনকার বসু বংশে ৺যাদব লাল বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ করান হইয়াছে।

৩য় ভাগিনেয় শ্রীমান নীরোদ কান্ত গুহকে খুকনী দৌলত-পুরের উলাইলের মিত্র বংশে ৺দ্বারিকা মিত্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ করান হইয়াছে।

প্রথমা ভাগিনেয়ী কুসুমকামিনীকে সেরপুরের ৺দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মহেশচন্দ্র দত্ত undergraduate এর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। ইনি সেরপুর ভিকটোরিয়া একাডেমীর Senior teacher.

দ্বিতীয়া ভাগিনেয়ী শ্রীমতী সুষমা কামিনীকে সেরপুরের ৺দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের পুত্র ৺ধরণী ধর দত্ত B. A.র সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

তৃতীয়া ভাগিনেয়ী শ্রীমতী সুহাসিনীকে সাজানপুর মুন্সী ৺রাজীব লোচন বসু মহাশয়ের পুত্র ৺প্রসন্ন কুমার বসুর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

পিতা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ৺গৌরীপ্রসাদ নাগ মহাশয় ১৯৫
উলাইলের মিত্র মজুমদারের কন্যা বিবাহ করেন।

মধ্যম খুল্লতাত ৺হরচন্দ্র নাগ মহাশয় বেড়াবুচিনার ৺জগচ্চন্দ্র গুহ নিয়োগী মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করেন।

খুড়াত ভ্রাতা ৺কৈলাস চন্দ্র নাগ মহাশয় বেড়াবুচিনার ৺বিদ্যাধর নিয়োগী মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করেন।

খুড়াত প্রথম ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান প্রফুল্ল চন্দ্র নাগ M. A. B. L. মালুচীর শ্রীযুক্ত মুকুন্দ নাথ রায় M. A. B. L. মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করিয়াছে।

খুড়াত দ্বিতীয় ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান সুরেশ চন্দ্র নাগ B. A. বাইনাজুরীর ঘোষ বংশে কেশবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে।

খুড়াত তৃতীয় ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান ক্ষিতীশ চন্দ্র নাগ B, L. দর গ্রামের খ্যাতনামা উকীল ৺যাদব চন্দ্র ঘোষের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছে।

খুড়াত ভগ্নি ৺বামাসুন্দরীকে বড়টিয়ার (বৈট্টার) ঘোষ মজুমদারদের মধ্যে ৺তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

খুড়াত প্রথমা ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী কুমুদিনীকে লটাখলার আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের পুত্র বিবাহ করিয়াছে।

খুড়াত দ্বিতীয়া ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী প্রমোদিনীকে মাণিকগঞ্জ চাইরপাড়ার গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়ের পুত্রের সহিত
১৯৬ বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

খুড়াত তৃতীয়া ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী হেমপ্রভাকে বড়টিয়ার অমরেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ৺অবিনাশ চন্দ্র ঘোষের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

খুড়াত ভ্রাতষ্পুত্র ৺কালীকমল নাগ সাজাহানপুরের ৺রাজীব লোচন বসু মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করে, ইহারা কুড়ি-কাহনিয়ার বসু।

ভাইপো পুত্র নাতি শ্রীমান কুমুদকমল নাগ নটাখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বসুর কন্যা বিবাহ করিয়াছে।

খুড়াত ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান জ্যোতিষ চন্দ্র নাগ বড়টিয়ার (বৈট্টার) সাহিত্যিক ৺ভবানী চরণ ঘোষ মজুমদারের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছে।

বড় খুল্লপিতামহ ৺গোপীনাথ নাগ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কেদারপুরের রঘুনাথ বসুর নিকট বিবাহ দেন।

দ্বিতীয়া কন্যা সাজানপুরের লালবিহারী বসু মহাশয়ের নিকট বিবাহ দেন।

তৃতীয়া কন্যার বাঙ্গলার মদনমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়।

খুল্ল পিতামহ ৺শম্ভুনাথ নাগ মহাশয় ইটাইল বাগজান ৺রাম কেশব ঘোষ মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করেন।

তাঁহার প্রথমা কন্যা তিল্লী নিবাসী কৃষ্ণমোহন রায়ের সহিত ও দ্বিতীয়া কন্যা টেপরা নিবাসী রাম কেশব ঘোষের নিকট বিবাহ দেওয়া হয়। ১৯৭

মধ্যম খুল্ল পিতামহ ৺শিব শঙ্কর নাগ মহাশয় ঢাকা জেলান্তর্গত মানিকগঞ্জ লক্ষ্মীকুলের রাজবংশের অপর শাখা পাঁড়া গ্রামের গুহ মজুমদারদের কন্যা বিবাহ করেন।

ছোট খুল্লপিতামহ ৺রামদয়াল নাগ মহাশয় মানিকগঞ্জ সব-ডিভিসনের অন্তর্গত কুমুরিয়ার ৺গোপীনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করেন।

খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণদয়াল নাগ ভাদরা দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করে।

খুল্লতাত ৺কৃষ্ণ কুমার নাগ মহাশয় মালুচীর ৺রাম সুন্দর বসু মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৯০।৯৫ বৎসর পূর্ব্বে মালুচীতে এই প্রথম কার্য্য হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠতাত ৺কিশোর চন্দ্র নাগ মহাশয় তাঁহার প্রথমা কন্যাকে বৈট্টার কালীকিঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের সহিত এবং দ্বিতীয়া কন্যা বুতিনী শিমুলিয়ার স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র গুহ রায় চৌধুরীর সহিত বিবাহ দেন।

নাগবংশের বংশাবলী

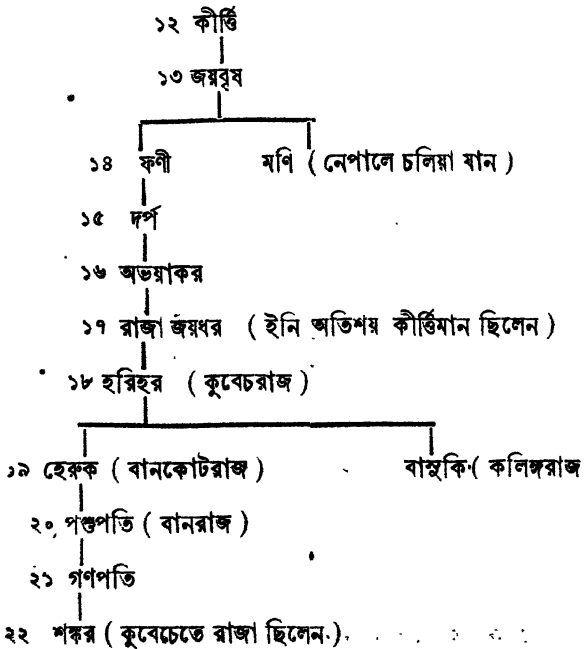
গোত্র :—সৌপায়ন

প্রবর :—সৌপায়ন, অপসার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।

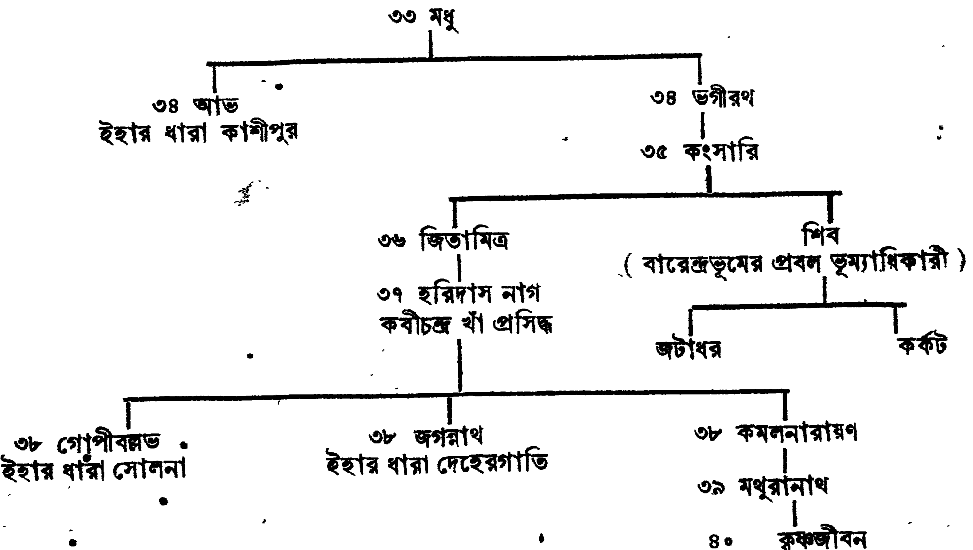
১ শিশুনাগ বা শেষনাগ
|
২ কাকবর্ণ
|
৩ ক্ষেমাধর্ম্ম
|
৪ ক্ষত্রৌবাস
|
৫ বিম্বিসার বা শ্রীনিকা
|
৬ অজাতশত্রু বা কানিকা
|
৭ দর্ভক অথবা দর্শক
|
৮ উদাশীন বা উদয়াস্ত
|
৯ নন্দীবর্দ্ধন
|
১০ মহানন্দিন

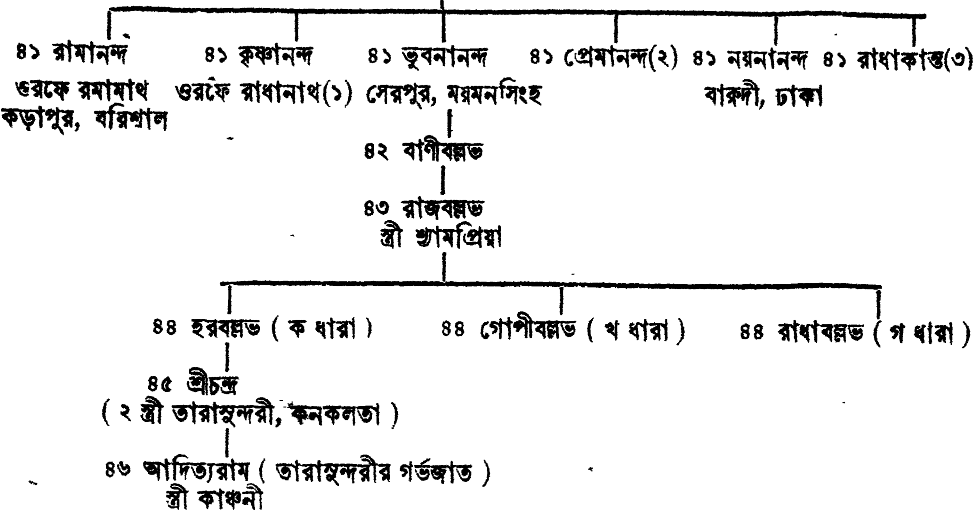
স্ত্রীর গর্ভে — ১১ কর্কোট

শূদ্রাণীর গর্ভে — মহাপদ্ম নন্দ


১২ কীর্ত্তি
১৩ জয়বৃষ
১৪ ফণী
মণি (নেপালে চলিয়া যান)
১৫ দর্প
১৬ অভয়াকর
১৭ রাজা জয়ধর (ইনি অতিশয় কীর্ত্তিমান ছিলেন)
১৮ হরিহর (কুবেচরাজ)
১৯ হেরুক (বানকোটরাজ)
বাসুকি (কলিঙ্গরাজ
২০ পশুপতি (বানরাজ)
২১ গণপতি
২২ শঙ্কর (কুবেচেতে রাজা ছিলেন.)
২০১

২৩ দেবদত্ত........জ্ঞাতি অশ্বপতি (কাশ্মীর)
|
২৪ রুদ্র
|
২৫ নারায়ণ
|
২৬ দশরথ
|
২৭ সাঙ্গ
|
২৮ ঈশ্বর
|
২৯ নরসিংহ
|
৩০ শ্রীধর
|
৩১ দামোদর
|
৩২ নিশাপতি — শঙ্কর (ইহার ধারা সাহাবাজপুর ফুলরী)
|
৩৩ মধু


৩৩ মধু
৩৪ আভ
ইহার ধারা কাশীপুর
৩৪ ভগীরথ
৩৫ কংসারি
৩৬ জিতামিত্র
শিব
(বারেন্দ্রভূমের প্রবল ভূম্যাধিকারী)
৩৭ হরিদাস নাগ
কবীচন্দ্র খাঁ প্রসিদ্ধ
জটাধর
কর্কট
৩৮ গোপীবল্লভ
ইহার ধারা সোলনা
৩৮ জগন্নাথ
ইহার ধারা দেহেরগাতি
৩৮ কমলনারায়ণ
৩৯ মথুরানাথ
৪০ কৃষ্ণজীবন



(১), (২), (৩) নবাবী আমলে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কোথায় উপনিবেশী হইয়াছেন, তাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় নাই।

ক ধারা

৪৬ আদিত্যরাম
স্ত্রী কাঞ্চনী

৪৭ কৃষ্ণপ্রসাদ
স্ত্রী সরস্বতী

৪৭ দেবীপ্রসাদ
স্ত্রী দুর্গা

৪৭ কালিকাপ্রসাদ
স্ত্রী অন্নপূর্ণা

৪৭ শম্ভুনাথ
৩ স্ত্রী প্রথমা, গঙ্গাময়ী, কিশোরী

(দেবীপ্রসাদের সন্তান)

৪৮ উমাসুন্দরী
স্বামী দুর্গাচরণ রায়
সাং হুগড়া ডোয়াজানি

৪৮ গঙ্গাধর
স্ত্রী তারামণি

৪৮ রামলোচন ওরফে গদাধর
স্ত্রী হরসুন্দরী

৪৮ শঙ্করী
স্বামী কাশীমিত্র
সাং উলাইল, ঢাকা

৪৮ ভুবনেশ্বরী
স্বামী আরাধন বসু
সাং নারিন্দা
— চন্দ্রনাথ বসু

(রামলোচনের পুত্র)

৪৯ কালীনাথ (অসিদ্ধ দত্তক গোপীনাথ নাগের ঔরস পুত্র)
স্ত্রী বরদাসুন্দরী

(গঙ্গাধরের সন্তান)

৪৯ গুরুচরণ (দত্তক, জীবনারায়ণ নাগ মহাশয়ের ঔরসপুত্র)
স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী

৪৯ আনন্দময়ী
স্বামী তারাচরণ মজুমদার
সাং শ্রীবাড়ী মাসতারা, ঢাকা

ক ধারা

৪৯ গুরুচ
স্ত্রী স্নন্দ

অভয়চরণ
স্ত্রী ক্ষীরোদবালা
নিঃসন্তান

৫০ সর্ব্বসুন্দরী
স্বামী নবকান্ত গুহ
সাং বেলতা

৫০ বিজয়চন্দ্র
স্ত্রী কুমুদিনী
৫১ বিধানচন্দ্র (দত্তক, লেখকের কনিষ্ঠভ্রাতা অক্ষয়চরণ নাগের ঔরসপুত্র)

৫০ অক্ষয়চরণ
স্ত্রী সরোজিনী

৫০ বিনয়ভূষণ
স্ত্রী প্রভাময়ী

অক্ষয়চরণের সন্তান:

৫১ অমূল্যচরণ
স্ত্রী কমলারাণী
৫২ অচিন্ত্যচরণ

প্রতিভাময়ী
স্বামী অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
সাং ভাড়রা

সুপ্রভাময়ী
স্বামী হেমচন্দ্র মিত্র
সাং সেরপুর

শোভাময়ী
স্বামী প্রকাশচন্দ্র বসু
সাং খলসী

মৃঃ আভাময়ী
স্বামী জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ
সাং আড়রা

বিভাময়ী

অতুল্য-চরণ

অপূর্ব্ব-চরণ

অনুভা

বিনয়ভূষণের সন্তান:

৫১ বিভূতিভূষণ

বীণাপানি

৫১ সুবালা
মৃতা

বিবেক-ভূষণ

বিভব-ভূষণ

সুনীতি

সুমতি

বিরাজ
ভূষণ

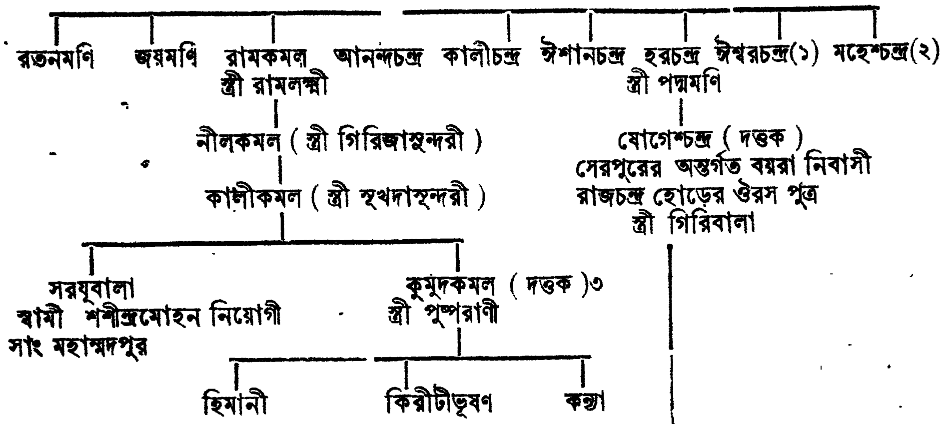
বিকাশ-ভূষণ (মৃত

ক ধারা

৪৭ কৃষ্ণপ্রসাদ (স্ত্রী সরস্বতী)

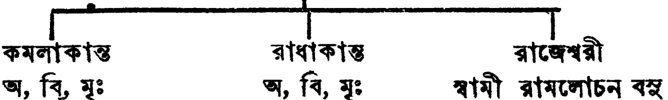
- বিশ্বেশ্বরী
- সুলক্ষণা
- রাধামোহন ২ স্ত্রী
  - রাসমণি
    - রমানাথ
    - কুমারী
    - উর্ম্মিলা
    - দুর্গাসুন্দরী
  - চিত্রমণি
- রামদুলাল স্ত্রী রুদ্রমণি
  - গঙ্গাময়ী
  - ভাগিরথী
  - মহেশ্চন্দ্র (দত্তক)১
- ভগবতী
- গৌরীপ্রসাদ স্ত্রী রত্নমণি
  - জয়তারা
  - ঈশ্বরচন্দ্র (দত্তক)১ স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী
    - বামাসুন্দরী (স্বামী তারিণীচরণ ঘোষ) সাং বড়াটীয়া (বৈট্টা)
    - কৈলাসচন্দ্র (দত্তক)২ স্ত্রী বিনোদিনী
      - কুমুদিনী স্বামী সতীশ্চন্দ্র বসু সাং নটাখলা
      - প্রফুল্লকুমার স্ত্রী অরুণা
        - লীলা
        - মৃঃ ইলা
        - হেলু
        - লতা
        - প্রতুল
      - প্রমোদিনী স্বামী নগেন্দ্র-প্রসাদ রায় সাং চাইরপাড়া
      - সুরেশচন্দ্র স্ত্রী লাবণ্য
        - সুধীর
        - সুনীল
        - সেফালি
      - হেমপ্রভা স্বামী অবিনাশ্চন্দ্র ঘোষ, সাং বড়টীয়া
      - ক্ষিতীশচন্দ্র স্ত্রী প্রতিভা
        - রথীন্দ্র
      - বিমলচন্দ্র
- কমলেশ্বরী

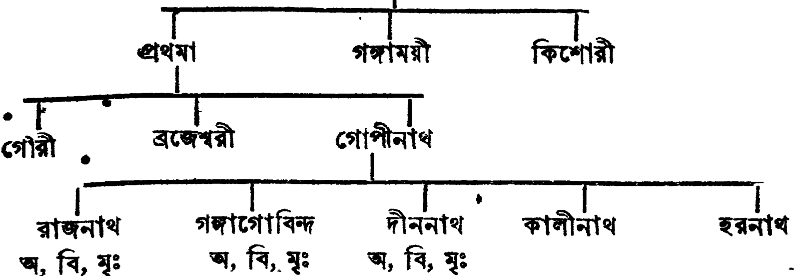
(১) রাধামোহন নাগের ঔরসপুত্র। (২) ফুলবাড়িয়া গৌরচন্দ্র দত্তের ঔরসপুত্র।

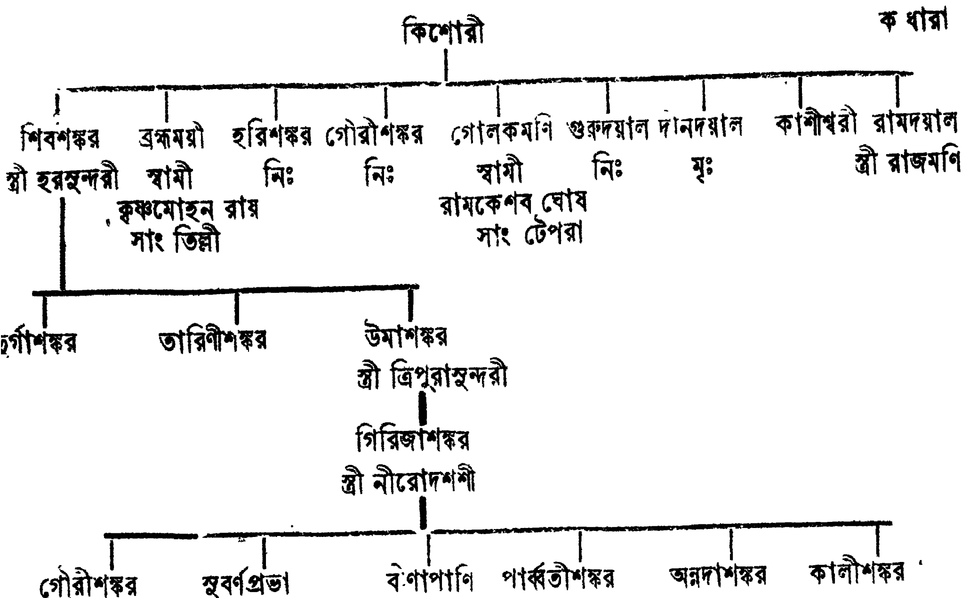


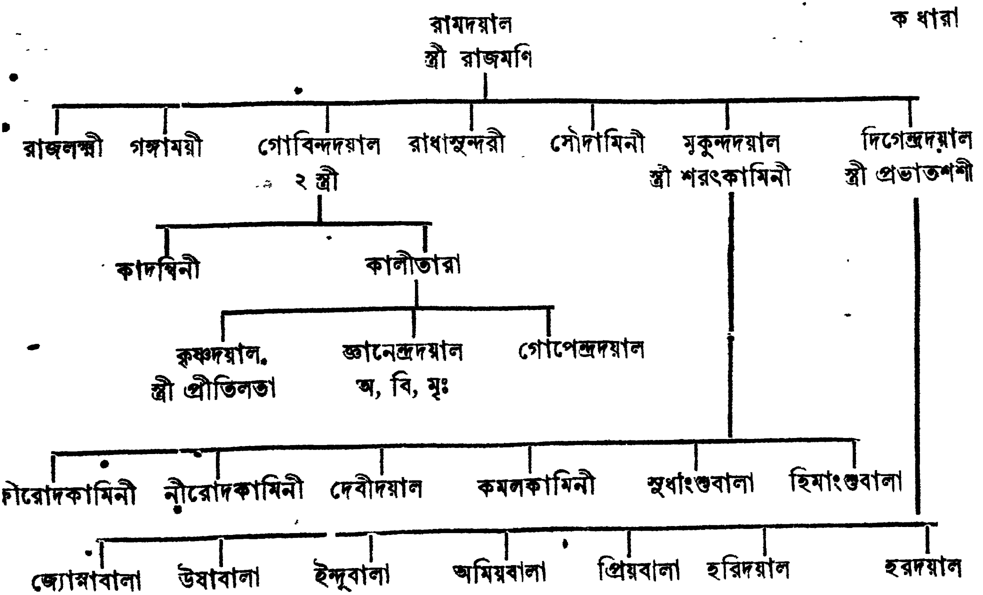
(১) গৌরীপ্রসাদ নাগের স্ত্রী ইহাকে দত্তকগ্রহণ করেন। (২) রামদুলাল নাগের স্ত্রী ইহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। (৩) মেষ্টানিবাসী জগৎচন্দ্র নাগের ঔরস পুত্র।

ক ধারা


৪৭ কালিকা প্রসাদ
স্ত্রী অন্নপূর্ণা
কমলাকান্ত
অ, বি, মৃঃ
রাধাকান্ত
অ, বি, মৃঃ
রাজেশ্বরী
স্বামী রামলোচন বসু


৪৭ শম্ভুনাথ
৩ স্ত্রী
প্রথমা
গঙ্গাময়ী
কিশোরী
গৌরী
ব্রজেশ্বরী
গোপীনাথ
রাজনাথ
অ, বি, মৃঃ
গঙ্গাগোবিন্দ
অ, বি, মৃঃ
দীননাথ
অ, বি, মৃঃ
কালীনাথ
হরনাথ


ক ধারা
কিশোরী
শিবশঙ্কর
স্ত্রী হরসুন্দরী
ব্রহ্মময়ী
স্বামী
কৃষ্ণমোহন রায়
সাং তিল্লী
হরিশঙ্কর
নিঃ
গৌরীশঙ্কর
নিঃ
গোলকমণি
স্বামী
রামকেশব ঘোষ
সাং টেপরা
গুরুদয়াল
নিঃ
দানদয়াল
মৃঃ
কাশীশ্বরী
রামদয়াল
স্ত্রী রাজমণি
দুর্গাশঙ্কর
তারিণীশঙ্কর
উমাশঙ্কর
স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী
গিরিজাশঙ্কর
স্ত্রী নীরোদশশী
গৌরীশঙ্কর
সুবর্ণপ্রভা
বীণাপাণি
পার্ব্বতীশঙ্কর
অন্নদাশঙ্কর
কালীশঙ্কর


ক ধারা
রামদয়াল
স্ত্রী রাজমণি
রাজলক্ষ্মী
গঙ্গাময়ী
গোবিন্দদয়াল
২ স্ত্রী
রাধাসুন্দরী
সৌদামিনী
মুকুন্দদয়াল
স্ত্রী শরৎকামিনী
দিগেন্দ্রদয়াল
স্ত্রী প্রভাতশশী
কাদম্বিনী
কালীতারা
কৃষ্ণদয়াল,
স্ত্রী প্রীতিলতা
জ্ঞানেন্দ্রদয়াল
অ, বি, মৃঃ
গোপেন্দ্রদয়াল
ক্ষীরোদকামিনী
নীরোদকামিনী
দেবীদয়াল
কমলকামিনী
সুধাংশুবালা
হিমাংশুবালা
জ্যোৎস্নাবালা
উষাবালা
ইন্দুবালা
অমিয়বালা
প্রিয়বালা
হরিদয়াল
হরদয়াল

ক ধারা

- ৪৪ হরবল্লভ
  - শ্রীচন্দ (২স্ত্রী)
    - তারা
      - আদিত্যরাম
    - কনকলতা
      - কৃষ্ণকিঙ্কর (স্ত্রী মহামায়া)
        - রামকৃষ্ণ (স্ত্রী চন্দ্রমণি বা চন্দ্রাবলী)
          - কমলাকান্ত (স্ত্রী কৃপাময়ী)
          - চন্দ্রকান্ত (স্ত্রী উর্ম্মিলা)
            - পূর্ণচন্দ্র (স্ত্রী স্বর্ণসুন্দরী)
              - প্রবোধচন্দ্র (২স্ত্রী)
                - লাবণ্যপ্রভা
                  - নীলিমা
                - সুপ্রভা
                  - সুষমা
              - চারুবালা
              - অমরচন্দ্র
            - মহিমচন্দ্র স্ত্রী (নিশিবালা
              - পারুলপ্রভা
              - প্রীতিলতা
              - রেণুকা
              - আভারাণী
              - চিত্তরঞ্জন

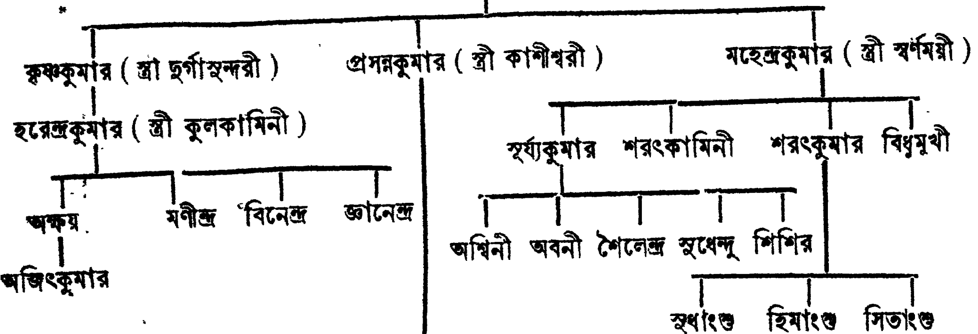
যে সমস্ত ধারা লোপ হইয়াছে তাহা কুর্শিনামা ভুক্ত করা হয় নাই।

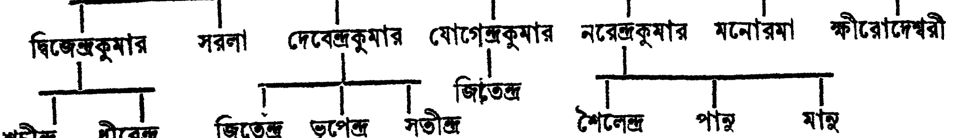
খ ধারা

- ৪৪ গোপীবল্লভ (স্ত্রী সুমিত্রা)
  - কন্দর্পনারায়ণ (স্ত্রী কামাখ্যাসুন্দরী)
    - দুর্গারাম (স্ত্রী কাত্যায়নী)
      - শিবনাথ (স্ত্রী রাজেশ্বরী)
        - তিলকচন্দ্র (স্ত্রী দুর্গাময়ী)
          - তারিণীচন্দ্র (স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী)
            - উমেশচন্দ্র
              - মন্মথ
              - প্রমথ
        - গৌরচন্দ্র (স্ত্রী আন্নেশ্বরী)
          - কৈলাসচন্দ্র
            - যোগেশ
              - নরেশ
            - প্রমোদ
            - সুধীর
            - কুমুদ
      - বিশ্বনাথ (স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী)
      - ভবানীশঙ্কর
        - ২স্ত্রী
          - উমাময়ী
          - কুমারী
            - কৃষ্ণলোচন স্ত্রী চন্দ্রমণি
              - ত্রিলোচন (দত্তক) স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী
                - শরৎসুন্দরী
                - রমেশচন্দ্র
                  - ক্ষিতীন্দ্র
                  - কুনেন্দ্র
                - দীনেশ
                - হরিশ
                  - বীরেশ
                  - ধীরু
                - সুধীর মৃঃ

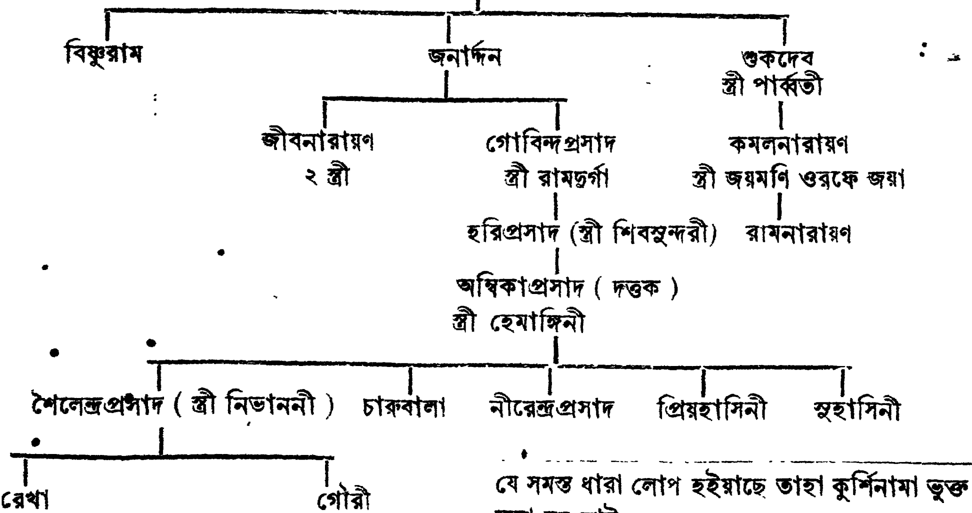
যে সমস্ত ধারা লোপ হইয়াছে তাহা কুর্শিনামা ভুক্ত করা হয় নাই।

খ ধারা



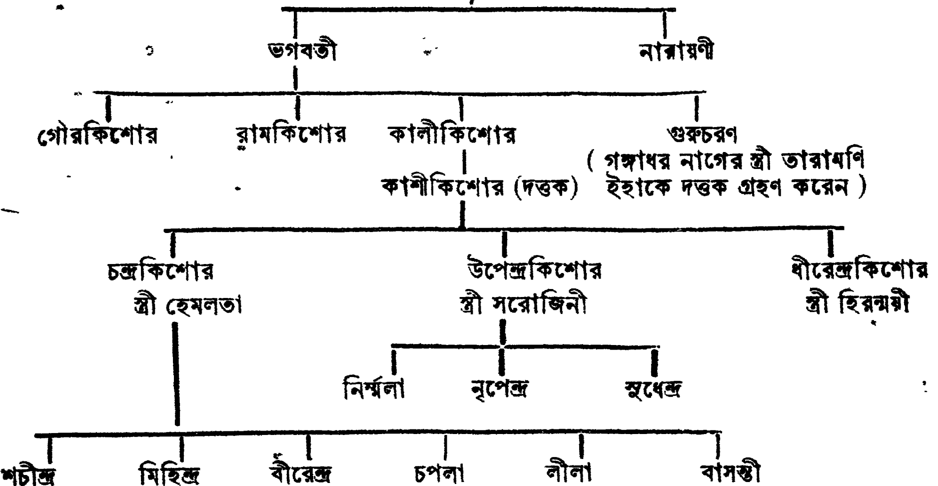


যে সমস্ত ধারা লোপ হইয়াছে তাহা কুর্শিনামা ভুক্ত করা হয় নাই।



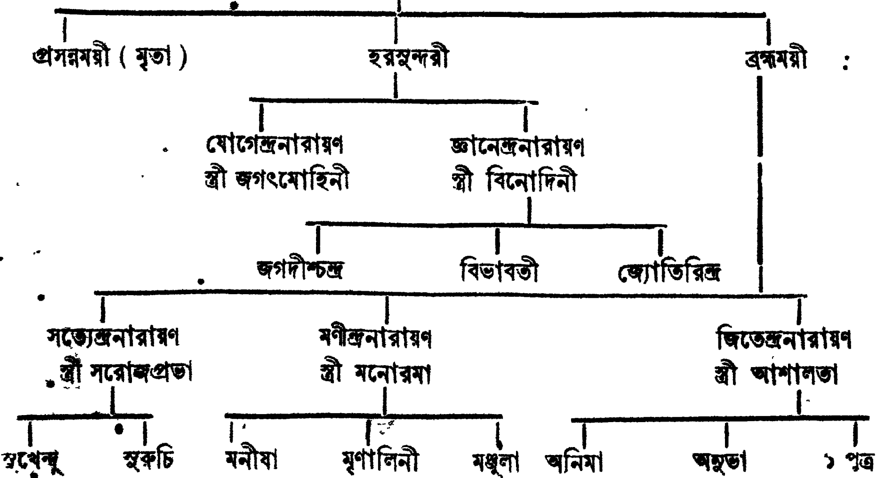
যে সমস্ত ধারা লোপ হইয়াছে তাহা কুর্শিনামা ভুক্ত করা হয় নাই।

গ ধারা

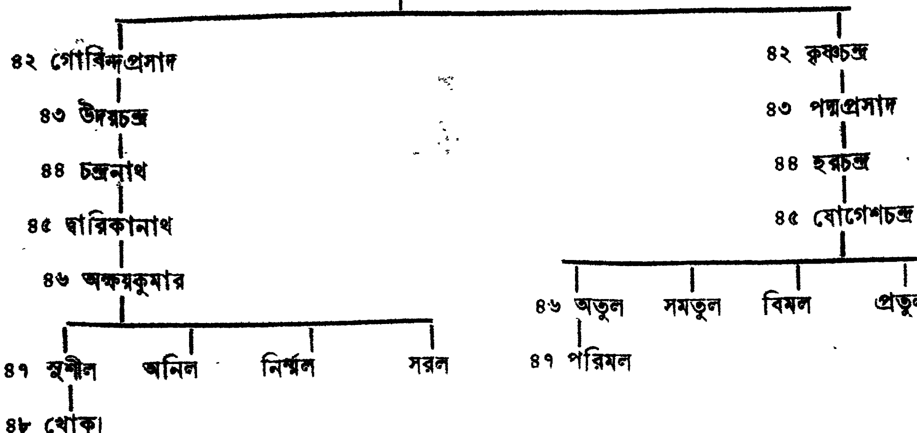


যে সমস্ত ধারা লোপ হইয়াছে তাহা কুর্শিনামা ভুক্ত করা হয় নাই।

গ ধারা


রামনারায়ণ (দত্তক)
৩ স্ত্রী
প্রসন্নময়ী (মৃতা)
হরসুন্দরী
ব্রহ্মময়ী
যোগেন্দ্রনারায়ণ
স্ত্রী জগৎমোহিনী
জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ
স্ত্রী বিনোদিনী
জগদীশচন্দ্র
বিভাবতী
জ্যোতিরিন্দ্র
সত্যেন্দ্রনারায়ণ
স্ত্রী সরোজপ্রভা
মণীন্দ্রনারায়ণ
স্ত্রী মনোরমা
জিতেন্দ্রনারায়ণ
স্ত্রী আশালতা
সুখেন্দু
সুরুচি
মনীষা
মৃণালিনী
মঞ্জুলা
অনিমা
অনুভা
১ পুত্র

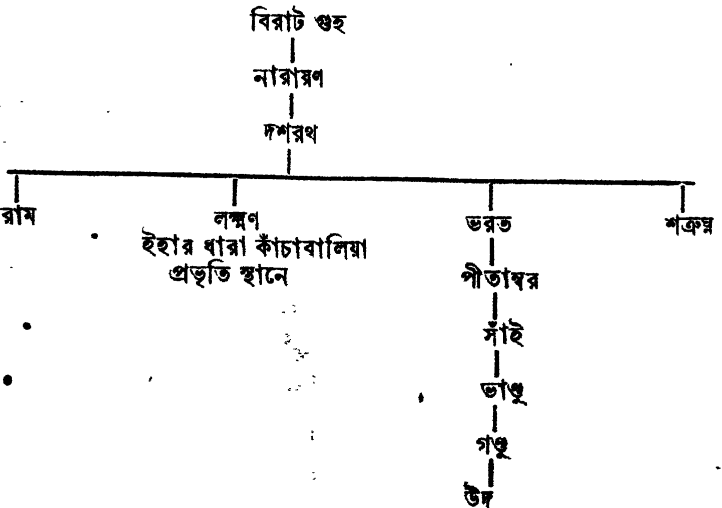
১৫

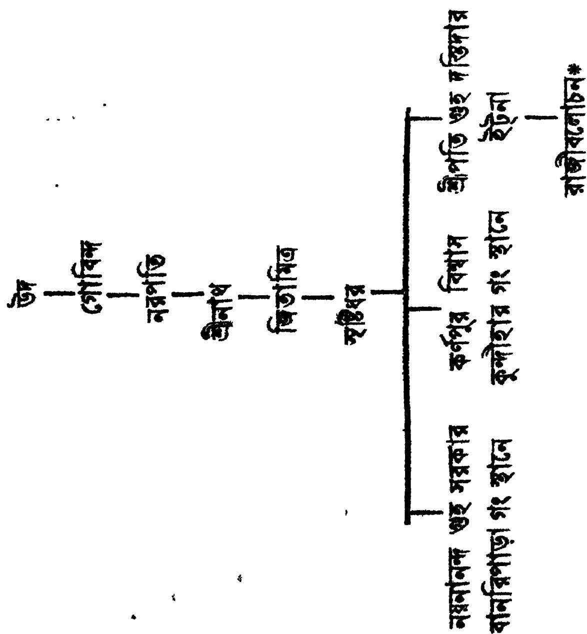


বরিশালের অন্তর্গত কড়াপুরের স্বর্গীয় দ্বারকানাথ নাগের পুত্র অক্ষয়কুমার নাগ ১৩২৬ সনের ২৪শে ফাল্গুন তারিখে যে কুর্শিনামা লেখককে দস্তখতযুক্তে দিয়া যান, তাহাতে রামানন্দ ওরফে রমানাথের নিম্নতন আরও তিন পুরুষ লিখিত আছে কিন্তু ঘটক প্রদত্ত কুর্শিনামায় ঐ সকল নাম না থাকায় উহা উল্লেখ করা গেল না।

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺অভয়চরণ নাগ মহাশয়ের শ্বশুরকুল
গুহ, গোত্র ঃ—কাশ্যপ, প্রবর ঃ—কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।




২২০
উদ
গোবিন্দ
নরপতি
শ্রীনাথ
জিতামিত্র
সৃষ্টিধর
নয়নানন্দ গুহ সরকার
বানরিপাড়া গং স্থানে
কর্ণপুর বিশ্বাস
কুন্দীহার গং স্থানে
শ্রীপতি গুহ দস্তিদার
ইটনা
রাজীবলোচন*

রাজীবলোচন*
|
নৃসিংহ
|
শিবরাম
|
রতিরাম
|
বৈদ্যনাথ
|
রাজচন্দ্র
|
কাশীচন্দ্র
|
গঙ্গাদাস — কেদার — আশুতোষ — ক্ষীরোদবালা

ক্ষীরোদবালা: (স্বর্গীয় গুরুচরণ নাগের পুত্র স্বর্গীয় অভয়চরণ নাগের সহিত বিবাহ হয়

---

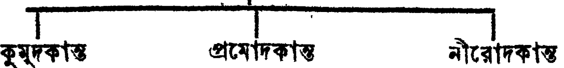
* বিক্রমপুরের অন্তর্গত নারিশাতে প্রথম বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে ইটনাতে ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অযোধ্যারাম ইটনাতেই আছেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণজীবন হরপাড়াতে অবস্থিতি করেন। পিতা· শ্রীপতি গুহ দস্তিদার ইটনাতে প্রথম নিবাস স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠতাত নয়নানন্দ গুহ সরকার বানরিপাড়াতে অবস্থিতি করেন। নয়নানন্দের কনিষ্ঠ কর্ণপুর বিশ্বাস কুন্দিহার গং স্থানে স্থানান্তরিত হন

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠাভগ্নি শ্রীযুক্তা সর্ব্বসুন্দরী গুহের স্বামী শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহের জনককুল গুহ, গোত্র :—কাশ্যপ, প্রবর :—কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।

ব্যশ গুহের সন্তান

শূরনারায়ণ গুহ
|
গৌরীশঙ্কর
|
রাধাকান্ত
|
রামকান্ত
|
নবকান্ত(১)



(১) সেরপুরের ৺গুরুচরণ নাগ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

গ্রন্থকারের শ্বশুরকুল

গুহ, গোত্র :—কাশ্যপ, প্রবর :—কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।

ব্যশ গুহের সন্তান।

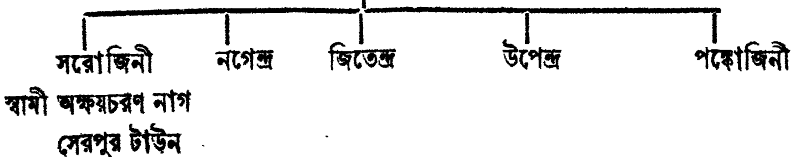
প্রতাপনারায়ণ গুহ
|
লোকনাথ
|
রুদ্রনাথ

- সারদাসুন্দরী
- ইচ্ছাময়ী
- দুর্গাময়ী
- কুমুদিনী (স্বামী বিজয়চন্দ্র নাগ) সাং সেরপুর টাউন
- প্রিয়নাথ

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অক্ষয়চরণ নাগের শ্বশুরকুল

ঘোষ, গোত্র :—সৌকালীন, প্রবর :—সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপসার নৈধ্রুব।



গ্রন্থকারের কুটুম্ব

রর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান বিনয়ভূষণ নাগের শ্বশুরকুল

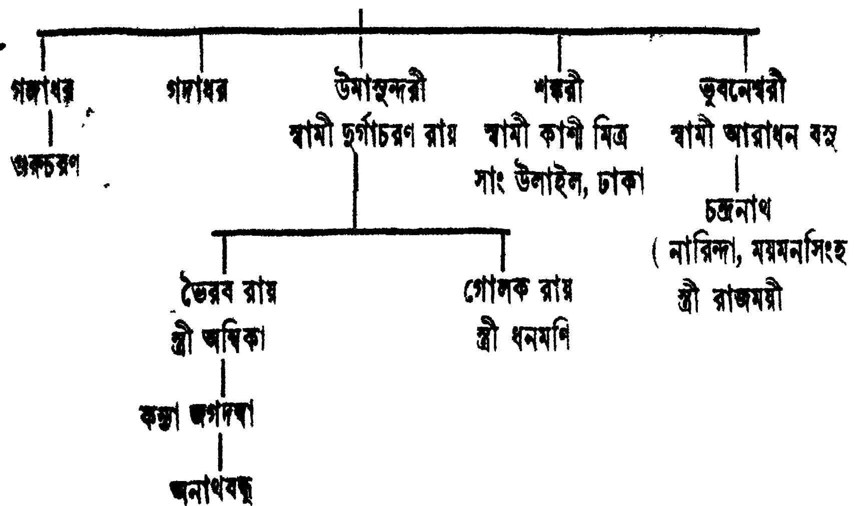
হ গোত্র :—কাশ্যপ, প্রবর :—কাশ্যপ, অপসার নৈধ্রুব।

টাঙ্গাইল—বেলতা গুহ বংশ

ব্যাস গুহের সন্তান

উদয়নারায়ণ গুহ
- শিবশঙ্কর
  - রামজয়
    - মৃত্যুঞ্জয়
      - অনাথবন্ধু
        - সরোজিনা
        - কুমুদিনী
        - অখিলবন্ধু
        - অমরবন্ধু
        - ননী
        - অঘোরবন্ধু
        - প্রতিভা
        - প্রভাময়ী (স্বামী বিনয়ভূষণ নাগ, সেরপুর টাউন)
        - ঊষা
        - অনিলবন্ধু

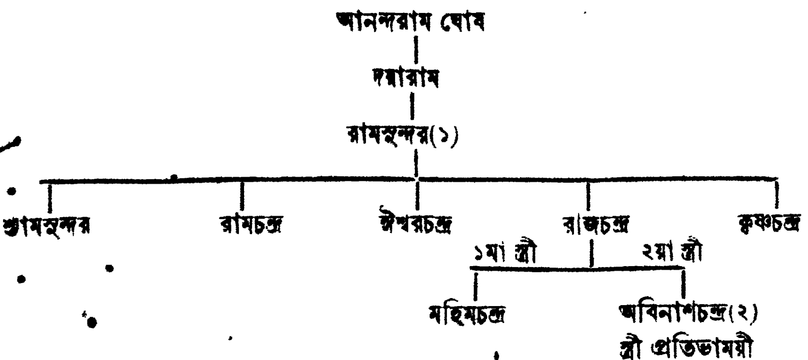
গ্রন্থকারের প্রপিতামহের কন্যাকুল



গ্রন্থকারের কুটুম্ব

গ্রন্থকারের ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী প্রতিভাময়ীর স্বামী শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র ঘোষের জনককুল

ঘোষবংশ, গোত্র :- সৌকালীন, প্রবর :—সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য অপসার, নৈধ্রুব



(১) ইনি টেপরা হইতে জাড়রা গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন।

(২) সেরপুর টাউন গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অক্ষয়চরণ নাগের কন্যাকে বিবাহ করে

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

গ্রন্থকারের ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী সুপ্রভাময়ীর স্বামী শ্রীমান হেমচন্দ্র মিত্রের জনককুল

মিত্রবংশ, গোত্র :—বিশ্বামিত্র, প্রবর :—বিশ্বামিত্র, ঔর্গল, দেবরাট।

- আত্মারাম মিত্র
  - জগৎরাম
    - নবকৃষ্ণ
      - কৃষ্ণচরণ
        - দেবীচরণ
          - হরিচরণ
            - নির্ম্মল
            - শৈলেন্দ্র
          - হেমচন্দ্র, স্ত্রী সুপ্রভাময়ী
            - প্রভাস

সরপুর টাউন গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অক্ষয়চরণ নাগের কন্যাকে বিবাহ করে

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

গ্রন্থকারের ভ্রাতস্পুত্রী মৃতা শোভাময়ীর স্বামী শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র বসুর জনককুল বসু, গোত্র :—গৌতম, প্রবর :—গৌতম, অপসার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব

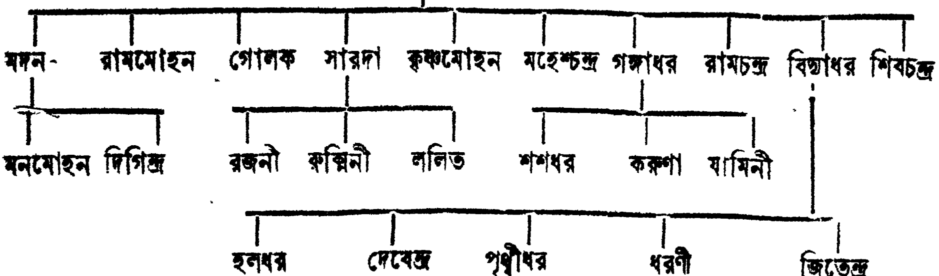
মানিকগঞ্জ—ঝলাসি বসু বংশ

বিজয়রাম বসু
|
বীরেশ্বর
|
যশোমন্ত
|
চন্দ্রনাথ
|
হৃদয়নাথ
|
যাদবচন্দ্র
|
প্রকাশচন্দ্র

সেরপুর টাউন গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অক্ষয়চরণ নাগের কন্যা বিবাহ করে

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

গ্রন্থকারের ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী আভাময়ীর স্বামী শ্রীমান জিতেন্দ্রমোহন ঘোষের জনককুল ঘোষ, গোত্র :—সৌকালীন, প্রবর :—সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপসার, নৈধ্রুব।



সেরপুর টাউন গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অক্ষয়চরণ নাগের কন্যাকে বিবাহ করে।

ঢাকা মানিকগঞ্জ মাসতারা শ্রীবাড়ীর গুহ বংশ।

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

পসতুত ভ্রাতা ৺হলধর মজুমদা। জনককুল

গুহ, :—কাশ্যপ, প্রবর :—কাশ্যপ পসার, নৈধ্রুব

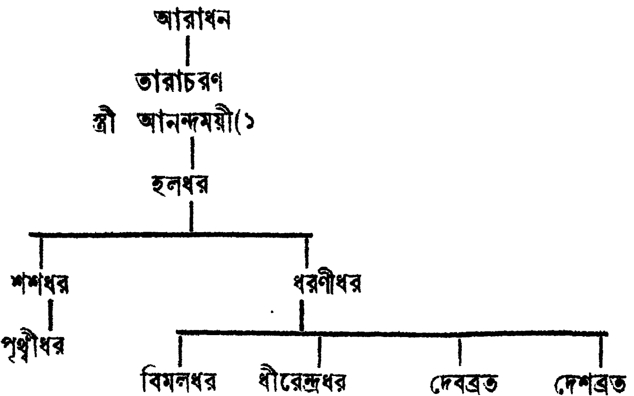
উগ্রকণ্ঠ গুহ
|
শ্রীবৎস
|
বলরাম
|
সুবোধ
|
রতিনাথ নিয়োগী
|
রাজারাম মজুমদার
|
গদাধর
|
ভবানীচরণ
|
আরাধন

নাগবংশের ইতিবৃত্ত

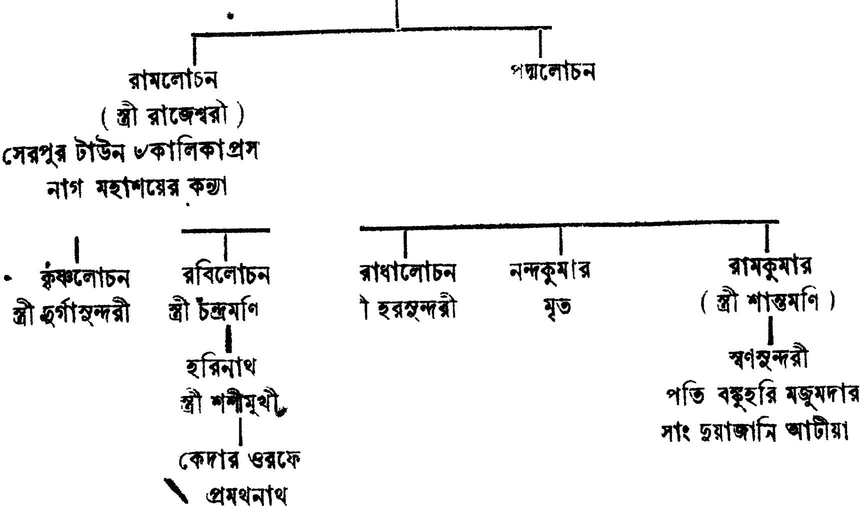
ঢাকা. বানাইলের দত্ত।

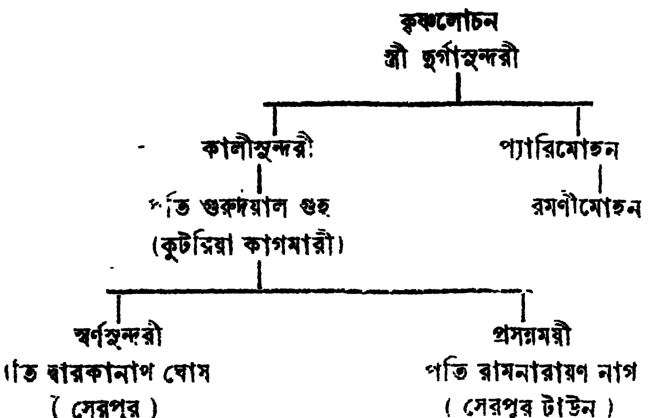
গ্রন্থকারের পিসতুত ভ্রাতা
৺হলধর মজুমদারের ভাগিনের
অমরচন্দ্র দত্তের জনককুল।
দত্ত, গোত্র :—মোদ্গল্য

রামশঙ্কর দত্ত খাসনবীশ
|
গৌরীশঙ্কর
|
কালীনাথ
|
ব্রজনাথ
|
অমরচন্দ্র



(১) সেরপুর টাউন গ্রন্থকারের পিতামহ ৺গঙ্গাধর নাগ মহাশয়ের কন্যা।


শ্রীকৃষ্ণ বসু
রামলোচন
(স্ত্রী রাজেশ্বরী)
সেরপুর টাউন ৺কালিকাপ্রস
নাগ মহাশয়ের কন্যা
পদ্মলোচন
কৃষ্ণলোচন
স্ত্রী দুর্গাসুন্দরী
রবিলোচন
স্ত্রী চন্দ্রমণি
হরিনাথ
স্ত্রী শশীমুখী
কেদার ওরফে
প্রমথনাথ
রাধালোচন
হরসুন্দরী
নন্দকুমার
মৃত
রামকুমার
(স্ত্রী শান্তমণি)
স্বর্ণসুন্দরী
পতি বঙ্কুহরি মজুমদার
সাং দুয়াজানি আটীয়া


কৃষ্ণলোচন
স্ত্রী দুর্গাসুন্দরী
কালীসুন্দরী
পতি গুরুদয়াল গুহ
(কুটরিয়া কাগমারী)
প্যারিমোহন
রমণীমোহন
স্বর্ণসুন্দরী
পতি দ্বারকানাথ ঘোষ
(সেরপুর)
প্রসন্নময়ী
পতি রামনারায়ণ নাগ
(সেরপুর টাউন)

গ্রন্থকারের কুটুম্ব

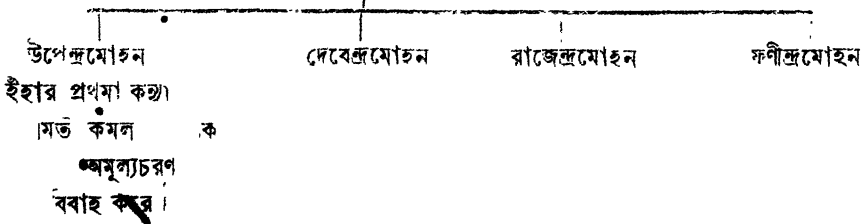
গ্রন্থকারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অমূল্যচরণ নাগের শ্বশুরকুল

গুহবংশ, নিয়োগী উপাধীতে প্রসিদ্ধ।

গোত্র :—কাশ্যপ, প্রবর :—কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব

ব্যাস গুহের সন্তান

নয়নানন্দ ধারা



আঁটিয়া পরগণার অধীন

মহম্মদপুরে বাস করিতেছেন।

ঘটনাবলী পরিচয় ও পত্রাঙ্ক

ঘটনাবলী পরিচয়

ঘটনাবলী পরিচয়

ঘটনাবলী পরিচয়

ঘটনাবলী পরিচয়

ঘটনাবলী পরিচয়

ঘটনাবলী পরিচয়